ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের

আনন্দমঠ

(ঐতিহাসিক নাটক)

নাট্যরূপ

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসাক

সাহিত্য সরস্বতী

-কুশীলব-

নর

মহাপুরুষ — সত্যানন্দের গুরু

সত্যানন্দ — সন্তান

ভবানন্দ — ঐ

ধীরানন্দ — ঐ

প্রেমানন্দ — ঐ

জীবানন্দ — ঐ

মহেন্দ্র

আমির আলী

রহিম উদ্দিন

ক্যাপটেন টমাস

মেজর এডওয়ার্ডস

বৃটিশ ক্যাপটেন

বৃটিশ সৈন্যগণ, মুসলমান সৈন্যগণ, সন্তানগণ।

নারী

শান্তি—জীবানন্দর স্ত্রী

কল্যাণী-মহেন্দ্রর স্ত্রী

নিমি—জীবানন্দর ভগ্নী

রোশেনারা—লাঞ্ছিতা মুসলিম রমণী

গৌরী ঠাকরুণ, নর্ত্তকীগণ, গ্রাম্য রমণীগণ।

পদচিহ্ন গ্রামের ধনাঢ্য ব্যক্তি

চাটুকার

ফৌজদার

—শ্রেঃ অভিনয় করেছেন—

শ্রীযুত ফণিভূষণ মতিলাল (ছোট ফণি) শ্রীযুত তারাপদ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুত শৈলেশ চন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুত মিহির মুখার্জ্জী, শ্রীযুত মন্মথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুত বিজয় ভদ্র, অজিত বাবু, গোকুল বাবু ইত্যাদি।

নারী চরিত্রে

শ্রীযুত নিতাই গাঙ্গুলী, সুবলবাবু, জনার্দ্দন ইত্যাদি।

পরিচালনায়—**শ্রীযুত শিবদাস মুখোপাধ্যায়**

যবনিকার অন্তরাল হইতে যিনি আমাকে সবার সম্মুখে

প্রকাশ হইবার সুযোগ দিয়াছেন, যাহার

অকৃপণ ভালবাসা ও অকুণ্ঠ সাহায্য আমাকে

মানুষের মত বাঁচাইয়া রাখিয়াছে,

সেই পরম সুহৃদ সুজন

কলিকাতা লাইব্রেরীর

স্বত্বাধিকারী,

শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল কুমার ধর মহাশয়ের

শ্রীকরে আমার **আনন্দ মঠ**

তুলিয়া দিয়া ধন্য

হইলাম।

আনন্দমঠ

প্রস্তাবনা

প্রথম দৃশ্য

আনন্দমঠের মন্দির

সিংহাসনে 'বঙ্গজননীর" মাতৃমূর্ত্তি। একজন সন্তান আরতি করিতেছে। একপার্শ্বে সত্যানন্দ ধ্যানমগ্ন। কিছুদূরে সন্তানদল উপবিষ্ট। পূজারী আরতি অন্তে চলিয়া গেল

সন্তানগণ। বন্দে মাতরম্।

সত্যানন্দ। সন্তানগণ, আজ আমাদের আনন্দমঠের শুভ উদ্বোধন। সম্মুখে তোমাদের জননী জন্মভূমির মাতৃমূর্ত্তি। সকল দেবতার শ্রেষ্ঠ—সকল সাধনার ঊর্দ্ধে—সকল উপায়ের উপায় ঐ দেশ জননীকে তোমরা প্রণাম কর, বৎসগণ।

সকলে প্রণাম করিল

বল— যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা

নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।

সকলের আবৃত্তি ও প্রণাম

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শান্তিরূপেণ সংস্থিতা

নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।

সকলের আবৃত্তি ও প্রণাম

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা

নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।

সকলের আবৃত্তি ও প্রণাম

সন্তানগণ। মায়ের স্বরূপ দর্শন করান, প্রভু।

সত্যানন্দ। মৃন্ময়ী জন্মভূমি দেশ মাতৃকার রূপ দেখ বৎসগণ। চেয়ে দেখ মায়ের শিরোদেশে মেঘকেশ পাশ নগাধিরাজ হিমালয়। বক্ষস্থলে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র নদীহারমালা। পদতলে কোনল তরঙ্গময়ী উচ্ছল সিন্ধুর অগাধ জলরাশি। সন্তান রক্ষার প্রয়োজনে বুকভরা অফুরন্ত ভালবাসার সজীব প্রকাশ দূরদিগন্তব্যাপী শস্য ক্ষেত্রের অভিরাম শ্যামলিমা। ফল-ফুলে সুসজ্জিতা ঐ মাতৃমূর্তির তোমরা জয়ধ্বনি দাও, সন্তানগণ।

সন্তানগণ। জয় জননী জন্মভূমির জয়।

সত্যানন্দ। দৃষ্টি ফেরাও সন্তানগণ। এবার আবিষ্ট মন নিয়ে অন্তচক্ষু উন্মীলন করে মায়ের চিন্ময়ীরূপ প্রত্যক্ষ কর। কি দেখছ?

সন্তানগণ। কিছুই না।

সত্যানন্দ। আরও নিবিষ্ট চিত্ত হও। আরো উর্দ্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর। চেয়ে দেখ, ঐ তোমাদের মা। যার বক্ষসুধা পানে তোমরা আশৈশব বর্দ্ধিত হয়েছ—যার স্নেহময় কোলে তোমরা পরম নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়েছ—সেই জননী সেই তোমাদের মা—চরম লাঞ্ছনা আর নিষ্ঠুর কশাঘাতে জর্জ্জরিতা। বিদেশীর লৌহ শৃঙ্খলে বন্দিনী—দুঃশাসনেরা হস্তাকর্ষণে এলায়িত কুন্তলা।

সন্তানগণ। (উত্তেজিতভাবে) গুরুদেব—গুরুদেব।

সত্যানন্দ। বল—বল সন্তানগণ, তোমরা কি সেই মায়ের মুক্তি চাও না? চাও না অত্যাচারের হাত থেকে নিজের দেশ-মাতৃকাকে রক্ষা করতে?

সন্তানগণ। চাই—চাই! অত্যাচারীর শোষণ থেকে মাতৃমুক্তি আমাদের চাই।

সত্যানন্দ। সত্যই যদি তোমরা মাতৃমুক্তি চাও—তবে এগিয়ে এস মায়ের পদতলে—শপথ কর পাদস্পর্শ করে—জীবন দিয়েও মাতৃ-লাঞ্ছনা দূর করবে—তার হৃত স্বাধীনতা আবার তোমরা ফিরিয়ে আনবে।

সন্তানগণ। বলুন, কি করে আমরা মাতৃমুক্তি বিধান করবো ?

সত্যানন্দ। ভক্তি দিয়ে—সাধনা দিয়ে। অন্তর দিয়ে বুঝতে হবে মায়ের দুঃখ—জীবন দিয়ে করতে হবে তার দুঃখ-মোচন। পারবে তোমরা ?

সন্তানগণ। পারবো।

সত্যানন্দ। তাহলে এস, মায়ের পদতলে তোমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন কর—ভক্তির সঞ্জীবনী মন্ত্রে—নিষ্প্রাণ পাষাণ মূর্তিকে সজীব করে তোল। সবাই সমস্বরে আকুল হয়ে 'মা-মা' বলে ডেকে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তোল।

সন্তানগণ। মা—মা—মা।

গীতকণ্ঠে প্রেমানন্দের প্রবেশ

প্রেমানন্দ।

গীত

ওরে মায়ের ছেলে মা মা বলে
আকুল হয়ে ডাক।
আসুক মাতা, আসুক আলো
আঁধার ঘুচে যাক্।
লোহার শেকল মায়ের পায়ে
খুলতে হবে আজ
পাষাণ কারার ভাঙতে প্রাচীর
হান রে হান বাজ ;
অত্যাচারীর শক্ত বুকে
রক্ত বয়ে যাক,
জাগুক দেশের সুপ্ত মানুষ
মাতা মুক্তি পাক।

সন্তানগণ। প্রেমানন্দ ঠাকুর!

ভবানন্দের প্রবেশ

ভবানন্দ। এস ভাইসব। মাতৃমুক্তির জন্য যারা জীবন দেবার প্রতিজ্ঞা নিয়ে সন্তান ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েছ—তারা সবাই মিলে আলোর পথে এগিয়ে চল—মুক্তি-তীর্থের যাত্রী হও। বন্দিনী মায়ের শৃঙ্খল মোচনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হও।

সন্তানগণ। কিন্তু আমরা যে সংখ্যায় নগণ্য!

ভবানন্দ। এই নগণ্যই একদিন অগণ্য হয়ে উঠবে। বিশ্বাস কর ভাই সব, এই দেশের ডাক কোনদিন ব্যর্থ হবেনা। যেমন করে সাড়া দিয়েছি আমি—সাড়া দিয়েছ তোমরা—ঠিক তেমনি করেই একদিন সাড়া দেবে এই দেশের প্রত্যেকটি সন্তান।

সত্যানন্দ। তাদের মিলিত শক্তিতে—মিলিত হুংকারে অত্যাচারী শাসকের রাজদণ্ড খসে পড়বে। স্বেচ্ছাচারী বেনিয়ার দল সভয়ে অন্ধকারে মুখ লুকাবে—বাংলা মায়ের বুকে আবার পূর্ণানন্দের হাসি ফুটে উঠবে। বল সন্তানগণ, গগন বিদীর্ণ করে বল—"বন্দে মাতরম্"

সকলে। বন্দে মাতরম্।

[প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

গ্রাম্যপথ

সময়—আসন্ন সন্ধ্যা

একজন বালকের গীতকণ্ঠে প্রবেশ

বালক। ওরে দেখরে চেয়ে আকাশ পটে
সূর্য্য ডুবে যায়।
বাংলা মায়ের দুঃখের নিশা
নামলো আঙ্গিনায়॥

দুটি বালকের সগীত প্রবেশ

বালকদ্বয়। দুঃখ নিশার জমাট আঁধার
ভাঙ্গবো মোরা সব
রাতের শেষে আসবে ঊষা
জাগবে পাখীর রব।

দুটি বালিকার গীতকণ্ঠে প্রবেশ

বালিকাদ্বয়। আমরা নারী তাই বসেছি
জাগার তপস্যায়॥
১ম বালক। অন্ধকারের জমাট বুকে
আনতে হবে আলো
অন্ধনিশায় রক্ত শিখার
দীপ্ত আলো জ্বালো,
সকলে। আনন্দমঠ তুলবো গড়ে
প্রতি ঘরের ছায়॥

[গীতান্তে প্রস্থান

পুরুষবেশে সজ্জিত যুবতী শান্তির প্রবেশ

শান্তি। তাইতো সন্ধ্যে হয়ে এলো—এখনো যে অনেকটা যেতে হবে। অন্ধকারে পথ চলা সম্ভব নয়। দেখি আজ রাতের মত সামনের গ্রামে কোথাও আশ্রয় মেলে কি না?

গমনোদ্যত, জনৈক সন্ন্যাসীর প্রবেশ

সন্ন্যাসী। আশ্রমের জন্য চিন্তা কি শান্তি? আমি যে তোমাকেই আশ্রয় দেবার জন্য ছুটে এসেছি।

শান্তি। এখানেও তুমি?

সন্ন্যাসী। যেখানে বাঘের ভয়—সেখানেই যে সন্ধ্যা হয়!

শান্তি। বাঘের ভয়টা কার? আমার না তোমার?

সন্ন্যাসী। উভয়েরই। আমার ভয় তোমার কটাক্ষকে—আর তোমার ভয় আমার সবল হাত দুটোকে।

শান্তি। হাত দুটো আমারও যে দুর্ব্বল নয়—তার পরিচয় তুমি কি পাওনি?

সন্ন্যাসী। পেয়েছি—তবে গ্রাহ্য করিনি। কারণ তোমার হাতের পরশ বড় মিষ্টি তাই।

শান্তি। তুমি সন্ন্যাসী—আমার সংস্কৃত শিক্ষক—গুরু তুমি—পিতৃস্থানীয়! এভাবে আমার উপর কুদৃষ্টি দিতে তোমার লজ্জা হওয়া উচিত।

সন্ন্যাসী। লজ্জা! হাঃ হাঃ হাঃ। ওতো স্ত্রীলোকের ভূষণ। লজ্জায় তুমি চোখ বুজে তোমার পাকা আঙ্গুরের মত টসটসে ঠোঁটদুটো আমার সামনে এগিয়ে ধর—আর আমি তাতে এইভাবে জড়িয়ে ধরে—

জড়াইয়া ধরিতে উদ্যত—শান্তি সরিয়া গিয়া

এক চড় লাগাইল

শান্তি। ভণ্ড সন্ন্যাসী!

সন্ন্যাসী। হাঃ হাঃ হাঃ। সুন্দর। চড়টা একটু গরম হলেও হাতটা কিন্তু বেশ নরম। যাক্—আর বেশী বাড়াবাড়ি না করে লক্ষী মেয়ের মত আমায় অনুসরণ কর।

শান্তি। যদি না করি?

সন্ন্যাসী। আমার শরীরটা দেখছো তো? একেবারে ননীর পুতুল নয়। প্রয়োজন হলে জোর করে তোমাকে তুলে নিয়ে যাবার ক্ষমতা আমি রাখি।

শান্তি। আর তুমিও জান সন্ন্যাসী, নারী হলেও দস্যু-সন্ন্যাসীর দলে দীর্ঘদিন থেকে ব্যায়ামাদি করে পুরুষের দুর্লভ শক্তি আমি সঞ্চয় করেছি।

সন্ন্যাসী। স্বীকার করি—কিছু শক্তি তুমি আয়ত্ত করেছ। কিন্তু মূর্খের মত যত্রতত্র এই শক্তি অপব্যয় করবার জন্য তোমাকে শিক্ষা দেওয়া হয়নি। তা জান?

শান্তি। জানি। তুমি যদি সসম্মানে আমার অনুসরণে নিবৃত্ত হও—তবে যত্রতত্র এই শক্তি আমাকে অপব্যয় করতে হবে না।

সন্ন্যাসী। অবুঝ হয়োনা শান্তি। তোমার এই উদ্ভিন্ন যৌবন, এমন ঢলঢলে রূপ একি ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার জন্য সৃষ্ট হয়েছে?

শান্তি। এ সব আদিরস নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় আমার নেই।

সন্ন্যাসী। এইতো আদিরসের সময়। এমন পরিপূর্ণ যৌবন—তার উপর তোমার যখন কেউ নেই—

শান্তি। আমার সব আছে—স্বামী আছে।

সন্ন্যাসী। স্বামী! হাঃ হাঃ হাঃ! অমন গেছো মেয়ের স্বামী! হাঃ হাঃ হাঃ!

শান্তি। হ্যাঁ স্বামী—তোমার মত অলম্বুশ নয়—সুপুরুষ।

সন্ন্যাসী। বেল পাকলে কাকের কি বলতো? স্বামীর ঘরে তোমার তো আর স্থান নেই। সে তো তোমায় তাড়িয়ে দিয়েছে।

শান্তি। তাড়িয়ে দেয়নি—পালিয়ে এসেছি।

সন্ন্যাসী। একই কথা! সমাজের পথ তোমার বন্ধ। অতএব আমার সঙ্গে এস। আমি তোমায় নিয়ে শ্রীবৃন্দাবন চলে যাবো।

শান্তি। পথ ছাড় সন্ন্যাসী—বিরক্ত কর না।

সন্ন্যাসী। আমার সঙ্গে এস—বিরক্ত করবো না।

অগ্রগমণ

শান্তি। সাবধান ভণ্ড। বাঘিনীর গায়ে হাত দিয়ে কেউ নিস্তার পায় নি।

সন্ন্যাসী। বাঘিনী! হাঃ হাঃ হাঃ! হিংস্র হলেও বাঘিনী কিন্তু অতি সুন্দরী। এস বাঘিনী—আজ বাঘিনীর অধর সুধা পান করেই অমরত্ব লাভ করি।

শান্তির বাম হাত চাপিয়া ধরিল

শান্তি। হাত ছাড়—হাত ছাড়—শয়তান!

সন্ন্যাসী। না।

শান্তি। না?

সন্ন্যাসী। না।

শান্তি। তবে মর।

ডানহাতে সজোরে সন্ন্যাসীর নাকে আঘাত করিল। সন্ন্যাসী আর্তনাদ করিয়া পড়িয়া গেল

সন্ন্যাসী। ওঃ!

শান্তি। কেমন আর কোনদিন নারীর গায়ে হাত দেবে?

সন্ন্যাসী। নারীকে আমি ছিঁড়ে খাবো। শয়তানী!

উঠিয়া দাঁড়াইল। দেখা গেল তাহার মুখমণ্ডল রক্তে ভাসিয়া গিয়াছে। সে শান্তিকে ধরিতে অগ্রসর হইল

শান্তি। সাবধান—সাবধান! যদি আর এক পা এগিয়ে এস—তাহ'লে আমি নরহত্যাতেও কুণ্ঠিত হব না।

সন্ন্যাসী। আদিম যুগের মানুষ আমি। নারী মাংস আমার চাই-ই।

অগ্রগমণ

শান্তি। নারী মাংস চাও? চাও—তুমি নারী মাংস। তবে দাও রক্ত।

সহসা লুক্কায়িত ছুরিকা বাহির করিয়া আঘাতে উদ্যত

সন্ন্যাসী। শান্তি!

শান্তি। হাঃ হাঃ হাঃ। রক্ত দাও—রক্ত দাও।

সন্ন্যাসী। দোহাই—দোহাই তোমার নারী। আমায় তুমি রক্ষা কর।

শান্তি। বল্—জীবনে কোন দিন নারীর প্রতি কুদৃষ্টি দিবি না?

সন্ন্যাসী। কোনদিন নয়।

শান্তি। ধর পায়—বল্ মা।

সন্ন্যাসী। (পায়ে ধরিয়া) মা।

শান্তি। (পদাঘাত করিয়া) যা—দূর হয়ে যা।

সন্ন্যাসীর পলায়ন

সন্ন্যাসীর পরিচ্ছদে ধর্ম্মের আবরণে এরা এমনই করেই সমাজের মাঝে বিষ ছড়ায়।

সংসারী জীবানন্দের প্রবেশ

জীবানন্দ। সাবাস নারী।

শান্তি। কে—কে তুমি?...তুমি।

জীবানন্দ। শান্তি!

শান্তি। স্বামী!

বুকে লুটাইয়া পড়িল

জীবানন্দ। এতদিন আমাকে ভুলে তুমি কোথায় ছিলে, শান্তি? আমি যে দীর্ঘদিন তোমাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছি।

শান্তি। আমাকেই!

জীবানন্দ। বিশ্বাস হলো না?

শান্তি। বিশ্বাস? হ্যাঁ হ্যাঁ, বিশ্বাস হয়। তুমি কি আমাকে ঘরে নিয়ে যেতে পার?

জীবানন্দ। তুমি ছাড়া ঘর যে আমার অন্ধকার হয়ে আছে শান্তি।

শান্তি। কিন্তু এতদিন আমি কি করেছি? কোথায় ছিলাম— জানতে চাও না?

জীবানন্দ। জানালে শুনি। না জানালেও আগ্রহ নেই।

শান্তি। ছিলাম একদল সন্ন্যাসীর কাছে এই পুরুষ বেশে। তাদের কাছেই শারীরিক ও মানসিক সর্ব্বপ্রকার শিক্ষা লাভ করি।

জীবানন্দ। হঠাৎ তাদের ছেড়ে এই গ্রামের পথে?

শান্তি। কিছুক্ষণ আগে যে সন্ন্যাসীকে পালিয়ে যেতে দেখলে—সেই আমাকে কাব্য পড়াতে গিয়ে প্রথম বোঝালে আমি নারী—স্বামীর সাহচর্য্য আমার জীবনে প্রয়োজন।

জীবানন্দ। এখন চল। ঘরে গিয়েই সব শুনবো।

শান্তি। তোমার মা?

জীবানন্দ। মাকে বুঝিয়ে তোমাকে নিয়ে আমার ভগ্নি নিমির গ্রাম ভরুইপুরে আমি নূতন করে সংসার পাতবো।

শান্তি। (প্রণাম করিয়া) একটু দাঁড়াও। পশুর স্পর্শে আমার দেহ অপবিত্র। ওই দীঘির জলে স্নান করে পুরুষ বেশ পরিবর্ত্তন করে আসি।

[প্রস্থান

জীবানন্দ। অদ্ভুত অপূর্ব্ব এই শান্তি। এমন নারীরত্নকে নিয়ে আমি পৃথিবীতে স্বর্গ রচনা করবো।

সত্যানন্দের প্রবেশ

সত্যানন্দ। শ্মশানে কি স্বর্গ রচিত হয়, জীবানন্দ?

জীবানন্দ। একি। প্রভু! আপনি।

প্রণাম

সত্যানন্দ। সন্তান সংগ্রহের জন্য এইভাবে আমাকে সারাদেশ ঘুরে বেড়াতে হয়।

জীবানন্দ। আপনার এ স্বপ্ন কি অসম্ভব নয়, প্রভু?

সত্যানন্দ। অসম্ভবকে সম্ভব করতে হয় সাধনার দ্বারা। সেই সাধনা করতেই সৃষ্টি করেছি এক আনন্দমঠ। তাতে সংগৃহীত হচ্ছে—তোমার মত দেশপ্রেমিক উন্নতমনা যুবকের দল। বিদেশীর শোষণ থেকে দেশ-মাতৃকার উদ্ধার করতে তারা সবাই আজ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তুমিও এস জীব। আমার দক্ষিণ বাহুর বল হয়ে—দেশকে রক্ষা কর।

জীবানন্দ। আ-মি—

সত্যানন্দ। হ্যাঁ-হ্যাঁ তুমি। তোমার ভেতরে আছে কর্মের উদ্দীপনা, শক্তির উৎস—বলিদানের অদম্য সাহস।

জীবানন্দ। কিন্তু প্রভু—আমি যে বিবাহিত। সংসারের প্রতি আমার যে কর্তব্য রয়েছে।

সত্যানন্দ। সংসার! কিসের সংসার? দেখতে পাচ্ছ না জীব—বাংলার ঘরে ঘরে আজ মরণের হাহাকার. শাসকের অত্যাচারে সোনার দেশ আজ শ্মশানে পরিণত. লাঞ্ছিতা নারীর দীর্ঘশ্বাসে বাংলার আকাশ বাতাস আজ বিষাক্ত হয়ে উঠেছে?

গীতকণ্ঠে "লাঞ্ছিতা রমণী" রোশেনারার প্রবেশ

রোশেনারা। **গীত**

কেউ বোঝেনা দুঃখ আমার
কেউ দেখেনা চেয়ে।
কেউ কাঁদেনা আমার মত
এমন ব্যথা পেয়ে॥
ছিল আমার পাতার ঘরে
হাসিখুশীর মেলা
ভুবন ভরে ছিল শুধু
রঙীন মধুর বেলা ;
কাটতো জীবন মনের সুখে
খুশীর গানটি গেয়ে
হঠাৎ এলো কাল বৈশাখী
ভাঙ্গলো সুখের বাসা,
শয্য ওঠার স্বপ্ন গেল
শেষ করে সব আশা ;
বিষের বাঁশী উঠলো বেজে
চোখের জলে নেয়ে॥

জীবানন্দ। কে তুমি, মা ?

রোশেনারা। আমি ? আমি—রো…যা—ভুলে গেছি। ভুলে গেছি। আমার পরিচয় আমি ভুলে গেছি।

সত্যানন্দ। চিনতে পাচ্ছ না জীব—হতভাগিনী বাংলা মায়ের প্রতীক লাঞ্ছিতা এক নারী !

রোশেনারা। লাঞ্ছিতা ! হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক বলেছ—আমি লাঞ্ছিতা। কিন্তু—কিন্তু চিরদিনতো এমন ছিল না। ঘর ভরা ছিল শান্তি—মুখভরা

ছিল হাসি—বুকভরা ছিল স্বামীর ভালবাসা। কিন্তু—সব—সব গেছে। কেন গেছে—বলতে পারো।

জীবানন্দ। মা!

রোশেনারা। পারনা—পারনা। তোমরা যে সব জেগে ঘুমিয়ে আছ। নিশ্চেষ্ট ক্লীবের মত নীরব দর্শক হয়ে মায়ের বুকে পাষাণ চেপে আছ। বাংলার নারীর দুঃখ তোমরা তো বুঝবে না।

জীবানন্দ। তোমার এই দুঃখের কারণ কি, নারী?

রোশেনারা। কারণ—কারণ আমার স্বামী ছিল গরীব মুসলমান, সামান্য কৃষক। তার ঘরে আমার মত সুন্দরী যুবতী নারী—সে নাকি অশোভন। তাই একদিন শক্তিগর্ব্বী রাজপুরুষেরা এক জলঝড়ের রাতে আমাদের ঘরে জোর করে ঢুকে আমাকে ছিনিয়ে নিল।

সত্যানন্দ। ছিনিয়ে নিলে?

রোশেনারা। শুধু কি ছিনিয়ে নিলে। বাধা দেবার অপরাধে আমার চোখের সামনে আমার স্বামীর বুকে তীক্ষ্ণধার খঞ্জর বসিয়ে দিলে। দেখতে পাচ্ছ না—আহত তার বক্ষ থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটে বেরুচ্ছে! তারই ছোঁয়া লেগে পশ্চিম আকাশ লালে লাল হয়ে গেছে।

জীবানন্দ। মা!

রোশেনারা। দিকে দিকে জেগে উঠেছে রক্তের আহ্বান। তারস্বরে উচ্চারিত হচ্ছে আকাশে বাতাসে দুনিয়ার অনু-পরমানুতে—রক্ত চাই—রক্ত চাই—রক্ত চাই।

[প্রস্থান

জীবানন্দ। উন্মাদিনী!

সত্যানন্দ। না না—উন্মাদিনী নয়—এই বাংলা মায়ের সত্যিকারের রূপ। বল জীবানন্দ, বাংলা মায়ের এই দুর্দ্দিনে—এই দুঃসময়ে তোমার মত যুবকের ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখা কি অশোভন নয়?

জীবানন্দ। দীর্ঘদিন পরে আমার স্ত্রীকে এইমাত্র আমি ফিরে পেয়েছি। তাকে নিয়ে আমি যে সবুজের স্বপ্ন দেখছি, প্রভু!

সত্যানন্দ। তোমার স্ত্রী?

জীবানন্দ। এক অধ্যাপকের কন্যা। মাতৃহারা শিশু, বাল্যকাল থেকে পুরুষ ছাত্র আমাদের সঙ্গে ঠিক আমাদের মতই বড় হয়ে ওঠে। নারী-জনোচিত কোন কার্য্যই সে করত না। তারপর তার পিতা দেহত্যাগ করলে আমিই তাকে বিবাহ করি।

সত্যানন্দ। তারপর?

জীবানন্দ। শ্বশুর গৃহে এসে শান্তির হলো বড় অসুবিধে। পুরুষের মত পোষাক পড়বে—গাছে চড়বে, পাড়ায় ছেলেদের সঙ্গে হুটোপুটি করবে। এই নিয়ে মা'র সঙ্গে হলো বিরোধ। বিরক্ত হয়ে শান্তি একদিন গৃহত্যাগ করে চলে যায়।

সত্যানন্দ। ভীষণ মেয়েতো!

জীবানন্দ। তবু তাকে আমি ভালবেসেছিলাম। এই দীর্ঘ দিন পরে তাকে ফিরে পেয়ে হারাবার কল্পনা আমি করতে পারিনা, প্রভু।

সত্যানন্দ। কিন্তু যুবক, তুমি আমার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

জীবানন্দ। প্রতিজ্ঞা!···হ্যাঁ, একদিন আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম—দেশ সেবায় আমি আত্মনিয়োগ করব।

সত্যানন্দ। তাহলে দ্বিধা কেন?

জীবানন্দ। তখন তো শান্তি ছিল না, প্রভু।

সত্যানন্দ। আজও থাকবে না। তাকে তুমি পরিত্যাগ কর।

জীবানন্দ। পরিত্যাগ! শান্তিকে?

সত্যানন্দ। চিরজীবনের জন্য নয়। যতদিন দেশোদ্ধার না হয় ততদিনের জন্য।

জীবানন্দ। আমাকে এক মাসের সময় দিন প্রভু। আমার স্ত্রীকে বুঝিয়ে আমি আনন্দমঠে যোগ দেবো।

সত্যানন্দ। আজ থেকে ঠিক এক মাস পরে এইখানে আমার সাক্ষাৎ পাবে। যাও।

[প্রণাম করিয়া জীবানন্দের প্রস্থান

সত্যানন্দ। এই জীবানন্দ কঠিন ইস্পাত। একে যদি ধার দিয়ে তৈরী করে নিতে পারি তবে এ হবে ইংরেজের শ্রেষ্ঠ মারণাস্ত্র।

মহাপুরুষের প্রবেশ

মহাপুরুষ। আমি আশীর্ব্বাদ করছি বৎস, তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হোক।

সত্যানন্দ। গুরুদেব। (প্রণাম) আমার সাধনা সিদ্ধ হবে?

মহাপুরুষ। তোমার পণ?

সত্যানন্দ। জীবন।

মহাপুরুষ। জীবন তুচ্ছ। সকলেই ত্যাগ করতে পারে।

সত্যানন্দ! আর কি আছে? আর কি দেব?

মহাপুরুষ। ভক্তি!

সত্যানন্দ। একনিষ্ঠ ভক্তির আমার অভাব হবে না, গুরুদেব!

মহাপুরুষ। যাও—আনন্দমঠে ফিরে যাও।

সত্যানন্দ। আপনি?

মহাপুরুষ। আসি! আমি থাকবো তোমার অন্তরে—তোমার প্রতিটি কার্য্যে—তোমার প্রতিষ্ঠিত সাধনার তীর্থ আনন্দমঠের প্রতি স্তরে স্তরে।

[উভয়ের প্রস্থান

তিন বৎসর পরে

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

চটী

মহেন্দ্র ও শিশু কন্যা সুকুমারীকে কোলে লইয়া
কল্যাণীর প্রবেশ

কল্যাণী। আর আমি চলতে পাচ্ছি না গো। দুরন্ত পথশ্রমে দুঃসহ গ্রীষ্মের তাপে আমার কণ্ঠ শুকিয়ে এসেছে।

মহেন্দ্র। একটু ধৈর্য্য ধর, কল্যাণী। এইতো আমরা একটা পান্থ নিবাসে এসে পৌচেছি। চেষ্টা করলে খাদ্য আর পানীয়ের বোধ হয় অভাব হবে না।

কল্যাণী। কিন্তু চটী যে জনশূন্য! দীর্ঘদিন এখানে কোন লোক ছিল বলেতো মনে হয় না!

মহেন্দ্র। তাইতো কল্যাণী—এযে পড়োবাড়ীর মত মনে হচ্ছে। ধারে কাছে কাকেওতো দেখতে পাচ্ছি না। কি করি বলতো?

কল্যাণী। জ্যৈষ্ঠের খরতাপে সারাদিন আমরা পথ চলেছি। ক্ষুধা তৃষ্ণায় আমাদের কষ্ট হলেও সহ্য করতে আমরা পারবো। কিন্তু শীগ্‌গীর একটু দুধ না পেলে সুকুমারীর জীবন রক্ষা করাই যে অসম্ভব হয়ে পড়বে।

মহেন্দ্র। সতেরশ' ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে বহুজীবন অকালে নষ্ট হয়ে

গেছে, কল্যাণী। হয়তো আমরাও যাবো—সুকুমারীকেও হয়তো অকালে—

কল্যাণী। চুপ। ষাট্! ষাট্! অমন অমঙ্গলের কথা বলতে নেই। ভগবান দয়া করলে এ দুর্যোগ নিশ্চয় কেটে যাবে।

মহেন্দ্র। ভগবানের দয়া! তুমিতো দেখনি কল্যাণী, ছিয়াত্তরের] মন্বন্তরে কি ভাবে নগর-গ্রাম সব শ্মশান হয়ে গেছে। পচাত্তরের অনাবৃষ্টির জন্য মাঠের সবুজ ধান পুড়ে ছাই হয়ে গেল। সারা বাংলায় ভগবানের দয়া মৃত্যুমহামারী রূপে প্রকট হয়ে উঠলো।

কল্যাণী। বাংলায় উদ্বৃত্ত চাল কি কিছুই ছিল না?

মহেন্দ্র। যা ছিল দেনার দায়ে বিকিয়ে গেল। রাজস্ব-সচিব রেজা খাঁ মনে করলো আমি সরফরাজ হবো। শতকরা দশ টাকা খাজনা বাড়িয়ে দিল। খাজনার জন্য তাঁর লোকেরা খাদ্য শস্য ছিনিয়ে নিয়ে গোলাজাত করলে। অগ্নিমূল্যে ধনীর নিকট তা বিক্রি করে রাতারাতি সে ধনকুবের হয়ে উঠলো।

কল্যাণী। এতবড় অত্যাচারের কেউ প্রতিবাদ করলে না?

মহেন্দ্র। কে প্রতিবাদ করবে কল্যাণী? দেশে কি আর মানুষ আছে?

কল্যাণী। তুমি তো ছিলে। পদচিহ্ন গ্রামের ধনাঢ্য জমিদার তুমি। তুমি কেন প্রতিবাদ করলে না?

মহেন্দ্র। চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু জনবল পেলাম না। সবাই বল্লে, খেতে দাও তারপর আবেদন নিবেদন। তাদের বাঁচাতে গিয়েই আমার অমন বিরাট গোলা আজ ধান শূন্য। প্রচুর অর্থ থাকতেও আজ আমরা গৃহ পরিজন সব ছেড়ে শহরের পথে যাত্রা করেছি।

কল্যাণী। নিরাশ হয়োনা তুমি। ভগবানে বিশ্বাস রাখ—এ দুর্দিন থাকবে না! বাংলায় আবার সুখ শান্তি ফিরে আসবে। এখন একটু চেষ্টা করে দেখ—অন্তত সুকুমারীর জন্য একটু দুধ মেলে কি না।

মহেন্দ্র। সন্ধ্যে হয়ে গেল। তুমি কি সাহস করে একলা থাকতে পারবে?

কল্যাণী। কেন?

মহেন্দ্র। একবার দেখতাম, শ্রীকৃষ্ণের দয়ায় দুধ পাওয়া যায় কি না?

কল্যাণী। অন্ধকারে তোমার যদি কোন বিপদ হয়?

মহেন্দ্র। (বন্দুক দেখাইয়া) হাতে গুলি বন্দুক থাকতে বিপদ আসতে সাহস করবে না। কিন্তু তুমি?

কল্যাণী। আমারও হাতিয়ার আছে।

মহেন্দ্র। তোমার হাতিয়ার?

কল্যাণী। এই দেখ!

একটি কৌটা প্রদর্শন

মহেন্দ্র। ও কি?

কল্যাণী। বিষ। দুর্দ্দিনের সাথী!

মহেন্দ্র। চমৎকার! তাহলে অপেক্ষা কর—আমি আসছি! (সুকুমারীকে) সুকু-মা আমার, (গাল টিপিয়া) তোমার জন্য দুধ আনতে যাচ্ছি। বুঝলে?......দুর্গা-দুর্গা-দুর্গা!

[প্রস্থান

কল্যাণী। ভগবান, মুখ তুলে চাও প্রভু। স্বামী কন্যার মঙ্গল কর। কে?......কই কেউতো নেই। তবে ছায়ার মত কি দেখলাম? ঐ—ঐ তো......। কে? কে তোমরা?

ধীরে ধীরে অর্দ্ধ উলঙ্গ কংকালসার কয়েকজন
দুর্ভিক্ষ পীড়িত লোকের প্রবেশ

লোকগণ। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

কল্যাণী আর্ত্তনাদ করিয়া কন্যাকে বুকে লইয়া
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল

দলপতি। নে—নে গয়নাগুলো সব খুলে নে।

অলঙ্কার খুলিয়া লইল

আয়—এসব ভাগ করেনি।

বসিয়া ভাগ করিল

নে—যার-যার ভাগ তুলে নে।

জনৈক লোক। সোনারূপা নিয়ে কি করবো! গয়না নিয়ে আমাকে এক মুঠো চাল দাও—ক্ষুধায় প্রাণ যায়।

২য় লোক। আমার ভাগটা নিয়েও একমুঠো চাল দাও। আজ কেবল গাছের পাতা খেয়ে আছি।

সকলে। চাল দাও—চাল দাও! ক্ষুধায় প্রাণ যায়। সোনা রূপা চাই না।

দলপতি। এই চুপ কর—চুপ কর—গোলমাল করিসনে।

১ম লোক। না—গোলমাল করবো না। বেটা আমার কি সরদাররে! এক মুঠো চাল দিতে পারে না, তার আবার কিসের সরদারী!

দলপতি। আমি চাল কোথায় পাবো?

২য় লোক। চাল দিতে পারবি না—তবে সরদার হলি কেন রে শালা?

দলপতি। বেয়াদব!

চড় মারিল

২য় লোক। কি! আমায় মারলি! তবে রে শালা!

সকলে। মার—মার শালাকে। খেতে দেবার ক্ষমতা নেই—আসে আবার মারতে। মার—মার।

তুমুল মারামারি আরম্ভ হইল। দলপতি মারা গেল। এই সুযোগে
কল্যাণী চেতনা পাইয়া কন্যাসহ পলায়ন করিল

১ম ব্যক্তি। যা বেটা মরে গেছে। শেয়াল কুত্তার মাংস খেয়েছি। ক্ষুধায় প্রাণ যায়,এস আজ এই বেটাকে পুড়িয়ে মহামাংসের ভোজ লাগাই।

সকলে। (আনন্দে) ব্যোম কালী ! আজ নরমাংস খেয়ে আমোদ করবো ! হাঃ-হাঃ-হাঃ।

করতালি দিয়া উঠিল। সকলে মহানন্দে গান ধরিল

লোকগণ। **গীত**

হাঃ হাঃ হাঃ ! আজকে বড় মজা।
মহামাংস খেয়ে মোদের প্রাণ করবো তাজা ॥
গাছের পাতা, কুকুর শেয়াল
সব দেখেছি খেয়ে,
আজকে হবে মহোৎসব নরমাংস দিয়ে,
হাততালি দে—নাচের তালে বাজা বগল বাজা।

সকলে অট্টহাসি দিয়া উঠিল

১ম লোক। নে বেটাকে ধরে ঐ ধারে নিয়ে চল। ভাল করে আগুনে পুড়িয়ে কাবাব করা যাবে।

দুইজন দেহটা লইয়া গেল

২য় লোক। আমার কিন্তু একটা কথা ছিল ভাই।

১ম লোক। কি ?

২য় লোক। মহামাংসই যদি খেতে হয়—তবে এই বুড়োর শুকনো মাংস না খেয়ে, এস লুটের মাল ঐ কচি মেয়েটাকেই পুড়িয়ে খাই।

১ম লোক। তাই ভাল—তাই ভাল !

২য় লোক। কিন্তু কাউকে যে দেখতে পাচ্ছি না।

১ম লোক। সেকি ! তবে তো পালিয়েছে। ধর—ধর।

সকলের দ্রুত প্রস্থান। নেপথ্যে শোনা গেল "ধর ধর মার মার" ! হাঁপাইতে হাঁপাইতে সকন্যা কল্যাণীর পুনঃ প্রবেশ

কল্যাণী। কোথায় তুমি নারায়ণ। রক্ষা কর ! রক্ষা কর !

নেপথ্যে শোনা গেল সুর "হরে মুরারে মধু কৈটভারে
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ সৌরে।"

কল্যাণী। এমন বীভৎস পরিবেশে কার এই স্বর্গীয় সঙ্গীত! তবে—তবে কি দাসীর প্রার্থনা তোমার কর্ণে পৌচেছে, মধুসূদন? নারায়ণ মধুসূদন—ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু! রক্ষা কর! রক্ষা কর!

অর্দ্ধ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল। "হরে মুরারে মধু কৈটভারে গোপাল গোবিন্দ
মুকুন্দ সৌরে" বলিতে বলিতে শুভ্রবাস সত্যানন্দের প্রবেশ

সত্যানন্দ। ভয় নেই মা!

কল্যাণী। আ-প-নি?

সত্যানন্দ। মায়ের সন্তান, ভগবানের ইচ্ছাশক্তি, মানবের সেবক আমাকে অনুসরণ কর, ভগবান তোমাকে রক্ষা করবেন।

কল্যাণী। চলুন প্রভু! দ্বিধা শূন্য চিত্তে আমি আপনার শরণ নিলাম। আমার মন বলছে, আপনার অনুসরণে আমার মঙ্গল হবে।

সত্যানন্দ। মঙ্গলময় শ্রীবিষ্ণুকে ডাক। সব মঙ্গল হবে।

[উভয়ের প্রস্থান

ক্ষণপরে পাত্রভর্ত্তি দুগ্ধ লইয়া মহেন্দ্রের প্রবেশ

মহেন্দ্র। কল্যাণী! কল্যাণী! আমি দুধ পেয়েছি। একি! কেউতো কোথাও নেই! কল্যাণী—সুকুমারী—কল্যাণী! তাইতো! কোনও সাড়া নেই!......একি! এযে কল্যাণীর অলঙ্কার! তবে কি?

দুধ পড়িয়া গেল

কল্যাণী—সুকুমারীকে হত্যা করে—না-না, এ আমি কি ভাবছি? কল্যাণী—কল্যাণী!

গীতকণ্ঠে প্রেমানন্দের প্রবেশ

প্রেমানন্দ। গীত

নাই!

মানুষ কেহ নাই।

সোনার বাংলা শ্মশান হলো

মানুষ বাঁচিয়া নাই॥

শ্মশানের ধূমে ভরে আকাশ

দীর্ঘশ্বাসে বহে বাতাস

শব হয়ে শিব জাগিছে বাসর

প্রেতিনীর সাথে তাই॥

মহেন্দ্র। বলতে পার—বলতে পার ভাই, আমার স্ত্রী কন্যার কোন সংবাদ? আমি তোমাকে প্রচুর অর্থ দেব।

প্রেমানন্দ। গীত

প্রাণ বাঁচেনা ক্ষুধার জ্বালায়

পেট ভরে কি সোনা দানায়.

টাকাকড়ি থাক তোমারই

আমরা শুধু অন্ন চাই।

প্রেমানন্দ। কাকে খোঁজ? কেন খোঁজ? বাংলায় আজ মানুষ নেই। যা দেখছ সব মানুষের কংকাল।

মহেন্দ্র। কংকাল!

প্রেমানন্দ। হ্যাঁ কংকাল! দেখতে পাচ্ছ না?—

প্রেমানন্দ।

গাঁয়ের পথে লোক চলে না,
হাটের দিনে হাট লাগে না,
ক্ষুধায় কাঁদে নর কংকাল দেখতে শুধু পাই।

[প্রস্থান

মহেন্দ্র। কংকাল! কংকাল! সেই কংকালের করাল গ্রাসেই কি আমার স্ত্রী কন্যা বলি হয়ে গেল? কল্যাণী—কল্যাণী—কল্যাণী!

প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

প্রমোদ উদ্যান

ফৌজদার রহিম উদ্দিনের প্রমোদ উদ্যান। সুরা আর সুরের আনন্দ স্রোত বহিতেছে। রহিমউদ্দিন ও আমীর আলা উপস্থিত

নর্ত্তকীগণ　　গীত

গানের সাথে
আর
সুরার স্রোতে
ভেসে চল
ওরে সই
হেসে হেসে চল।

সুরের জালে
আর
নাচের তালে
মুখরিত করে তোল
নিরব যে সভাতল ॥
নাচে আর গানে
মান অভিমানে
বাসর রচি মোরা
রাত্রি দিনে,
নয়নে নয়নে
বাণ বরিষনে
অচেতন বরতনু করে তুলি চঞ্চল।

রহিম। কেমন লাগছে, আমীর আলী?

আমীর। একেবারে ভয়ানক বীভৎস আনন্দ হচ্ছে, জনাব। ইচ্ছে হচ্ছে এই সব সুন্দরীদের মাথাগুলো কেটে ঝুলিয়ে রেখে দিই।

রহিম। সে কি আমীর! এমন সুন্দর টুক্‌টুকে মুখ চন্দ্রিমাগুলো তুমি কেটে ফেলতে চাও?

আমীর। সাধে কি আর চাই হুজুর। বিশেষ ভেবে চিন্তেই চাই।

রহিম। এর মধ্যে আর ভাবনা চিন্তার কি হলো?

আমীর। ভীষণ চিন্তা হুজুর—ভীষণ চিন্তা। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর বাংলা দেশটাকে যে ভাবে বিরাট হাঁ করে গিলতে আসছে—তাতে কি চিন্তার কিছু নেই হুজুর?

রহিম। মন্বন্তরে তোমার আমার কি আমীর আলী? বাংলা শ্মশান হয়ে গেলেও আমাদের মৌতাতের কিছুমাত্র অসুবিধে হবে না।

আমীর। তাও বুঝি হুজুর। কিন্তু বলা তো যায় না—দেশের মানুষ

গুলোর বুদ্ধিশুদ্ধি তেমন সুবিধের নয়। বিশেষ করে না খেতে পেয়ে লোকগুলো যেন হচ্ছে কুকুরের মত হয়ে গেছে। কখন যে ক্ষেপে গিয়ে কেউ মেউ করে কামড়ে ধরবে—তাই ভাবছি।

রহিম। কোন ভয় নেই, আমীর আলী। দু ঘা ডাণ্ডা খেলেই এরা সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

আমীর। তা হয়তো যাবে। কিন্তু—

রহিম। আবার কিন্তু কি?

আমীর। তাইতো—

রহিম। আবার তাইতো?

আমীর। মানে মনটা যে বোঝেনা, হুজুর। যদি কোন কারণে হুজুরের ধানচাল লুট হয়ে যায়—

রহিম। কি। আমার ধানচাল লুট হবে?!

আমীর। আজ্ঞে হবে বলছি না—তবে যদি ধরুন হয়েই যায়—তবে এই সব টুকটুকে সুন্দরীর দল না খেয়ে যে চামচিকে হয়ে যাবে, জনাব।

নর্ত্তকী। হুজুর থাকতে আমাদের কোন ভয় নেই।

আমীর। সে কথা হাজার বার সত্যি। তবে বলাতো যায় না, খোদাতালার কি ইচ্ছে! যদি হঠাৎ একটা অঘটন ঘটেই যায় সেই ভয়ে সময় থাকতে তোমাদের চাঁদমুখগুলো কেটে আরকে ভিজিয়ে ঝুলিয়ে রাখতে চাই।

নর্ত্তকী। হুজুর। আপনি থাকতে আমরা বেঘোরে মারা যাবো।

রহিম। কভি নেহি! আমি এই পরগণার হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা। আমি থাকতে তোমাদের কিছু ভয় নেই। চালাও—হরদম চালাও—শুধু নাচ আর গান।

আমীর। হাঁ হাঁ চালাও। যে কটা দিন বেঁচে থাক প্রেমসে নাচ আর গাও। এরপর হয়তো আর সময় পাবে না।

রহিম। সময় চিরদিনই পাবো। ফৌজদার রহিমউদ্দিনের দরবার চিরদিনই জমজমাট থাকবে।

আমীর। নিশ্চয়ই থাকবে। আপনি·হলেন—নবাব মীরজাফর খাঁর পরম-আত্মীয়।

রহিম। নবাবের আত্মীয় ?

আমীর। আহা হা ! রক্তের সম্বন্ধ নয় প্রাণের সম্বন্ধে। আর কেউ না জানুক—আমি তো জানি—বাংলার নবাব আপনাকে কত পেয়ার করে।

রহিম। (হাসিয়া) এ সব গোপন কথা তুমি কি করে জানলে, আমীর আলি ?

আমীর। হুজুরের কৃপায়। নবাব যেমন গুলি খেয়ে ঝিমোয় আর স্বপ্ন দেখে—হুজুরও তেমনি সুরার নেশায় ঝিমিয়ে স্বপ্ন দেখেন। মৌতাতের আসরে আপনারা দুজন একেবারে প্রাণের ইয়ার।

রহিম। সে কথা সত্যি ! তবে নবাবের চেয়ে আমার নেশা অনেক উঁচু দরের। কি বল আমীর ?

আমীর। নিশ্চয় ! কোথায় গুলী আর সুরা ! একেবারে দোজাক আর বেহেস্ত ! আমার কি মনে হয় জানেন ?

রহিম। কি ?

আমীর। আপনি হয়তো একদিন বাংলার নবাব হয়ে যাবেন।

রহিম। এমন উদ্ভট চিন্তা তোমার মাথায় কি করে এলো ?

আমীর। উদ্ভট নয় হুজুর। একটু ভেবে দেখুন, নেশার রাজা সরাপ। সুতরাং গুলীর রাজত্ব শেষ হলে যোগ্যতা হিসাবে সরাপেরই রাজ্য পাওয়া উচিত।

রহিম। (হাসিয়া) হাঃ হাঃ হাঃ ! সত্যি তুমি রসিক আমীর আলী !

আমীর। আমীরের যা রস—তা হুজুরের মেহেরবানীতে। নাও সুন্দরীরা এবার সুরু কর।

নর্ত্তকীরা গাহিতে সুরু করিল ,

নর্ত্তকীগণ ।　　　　**গীত**

নাচে আর গানে
মান অভিমানে
বাসর রচি মোরা
রাত্রি দিনে ।

নেপথ্যে চিৎকার । খেতে দাও খেতে দাও ।

গান বন্ধ হইয়া গেল

রহিম । আঃ ! দেখতো আমীর আলী, আমার মজলিশে কারা বিঘ্ন জন্মায় ?

আমীর । কারা আর হুজুর ! নিশ্চয় ঐ সব বেআক্কেলে অনাহারী মানুষের দল ।

রহিম । যাও, প্রহরীদের ওদের হটিয়ে দিতে বল । আমার মৌতাতে বিঘ্ন হচ্ছে ।

আমীর । যাই হুজুর !

[প্রস্থান

রহিম । "খেতে দাও—খেতে দাও" বলে চেঁচিয়ে আমার কান ঝালাপালা করে দিলে । যত সব অসভ্যের দল ! খেতে না পাস্ তাতে আমার কি ! আমি কি অন্নসত্র খুলেছি । গাও সুন্দরীরা উচ্চকণ্ঠে গান গেয়ে ওদের চিৎকার বন্ধ করে দাও ।

নর্ত্তকীরা গীত আরম্ভ করিল

নর্ত্তকীগণ ।　　　　**গীত**

নয়নে নয়নে
বাণ বরিষণে
অচেতন বরতনু করে তুলি চঞ্চল ।

সশস্ত্র ধীরানন্দের প্রবেশ

ধীরানন্দ। বন্ধ কর এই কুৎসিৎ নৃত্যগীত। যা বেরিয়ে যা।

[নর্ত্তকীরা সভয়ে প্রস্থান করিল

রহিম। কে তুই বেতমিজ ? বিনা হুকুমে আমার মহলে ঢুকেছিস্ ?

আমীর আলীর পুনঃ প্রবেশ

আমীর। হুজুর কুকুর হুজুর—হুজুর কুকুর। প্রহরীটাকে বেঁধে আমাকে ধাক্কা দিয়ে চিৎপাত করে ফেলে একেবারে হুরহুর করে ঢুকে পড়েছে।

রহিম। এত স্পর্দ্ধা! আমার প্রহরীকে বন্ধন।

ধীরানন্দ। প্রয়োজন হ'তোনা—যদি ভদ্রভাবে আমাকে প্রবেশ করতে দিতো।

আমীর। সন্ন্যেসী ফকির আবার ভদ্র হলো কবে থেকে হে ?

ধীরানন্দ। যেদিন থেকে নবাব আমীরের দল অভদ্র ইতর হয়ে উঠেছে, সেইদিন থেকেই সন্ন্যেসী ফকিরের দল ভদ্র হয়ে উঠেছে।

রহিম। চুপ রও বেয়াদব! জান এই গোস্তাকির কি শাস্তি ?

ধীরানন্দ। হয়তো ফাঁসী! কিন্তু তার আগে আমার একটা আরজি আছে।

রহিম। বিদ্রোহী প্রজার আবার আরজি কি ?

ধীরানন্দ। বিদ্রোহী আমরা ছিলাম না। বিদ্রোহের সৃষ্টি হয়েছে আপনাদেরই স্বেচ্ছাচারে!

আমীর। তুমিতো ভারী বদলোক দেখছি। অপ্রিয় সত্য কথাগুলো একেবারে ঝটপট বলে যাচ্ছ! জান, ইচ্ছা করলে তোমাকে আমরা ব্যাঙ বানিয়ে ফেলতে পারি!

ধীরানন্দ। হুজুর হয়তো সবই পারেন। পারেন না শুধু তার এলাকায় নিরন্ন মানুষকে রক্ষা করতে।

রহিম। খয়রাৎ করার জন্য আমাকে ফৌজদার নিযুক্ত করা হয় নি, সন্ন্যাসী।

ধীরানন্দ। হয়েছে বুঝি শুধু শোষণ করবার জন্য। বাহিরে ক্ষুধিত মানুষের আর্ত্ত চিৎকার; আর ভেতরে এই জঘন্য নৃত্যগীত—এই বুঝি ফৌজদারের কর্ত্তব্য?

রহিম। তুমি কি কৈফিয়ৎ নিতে এসেছ?

ধীরানন্দ। না। আমি এসেছি প্রতিকারের জন্য! আপনি এই পরগণার ফৌজদার। প্রচুর খাদ্য আপনার ভাণ্ডারে জমা আছে। দশের হয়ে আমার অনুরোধ তাই দিয়ে আপনি ক্ষুধিতের মুখে অন্ন তুলে দিন।

আমীর। তুমি কেমন লোক হে? বাঙালী হয়ে জন্মেছ অথচ না খেয়ে থাকতে শেখনি। ছ্যাঃ-ছ্যাঃ!

ধীরানন্দ। কি বলছেন, আপনি?

আমীর। ভয়ানক জ্ঞানের কথা বাপু—ভয়ানক জ্ঞানের কথা। এ জন্মে না খেয়ে থাকলে পরজন্মে স্বর্গে গিয়ে চব্যচোষ্য আহার মিলবে—এই শিক্ষাইতো তোমাদের দল বাঙালীদের দিয়ে আসে।

রহিম। দুর্ভিক্ষ নিবারণ করতে চাও, রাজস্ব সচিব রেজা খার কাছে যাও।

আমীর। আরজী পেশ করে হয় ভাত না হয় জুতো—দুটোর একটা খেয়ে পেট ভর।

রহিম। রেজা খাঁ না শোনে নবাব দরবারেও যেতে পার।

ধীরানন্দ। নবাব! কে নবাব! চিরদিন যে ইংরেজের পা চেটে স্বর্গসুখ ভোগ করছে, তাকে নবাব না বলে গোলাম বল্লেই ভাল শোনায়।

রহিম। হুঁসিয়ার সন্ন্যেসী! ইয়াদ রেখো, রাজদ্রোহিতার শাস্তি বড় ভীষণ!

ধীরানন্দ। রাজদ্রোহিতা! কে রাজা! মীরজাফর? সে তে ইংরেজের হাতের পুতুল!

আমীর। তাই যদি বুঝে থাক—তবে এখানে কেন ঘেউ ঘেউ করতে এসেছ?

ধীরানন্দ। এসেছি শেষবারের মত ফৌজদারকে সতর্ক করে দিতে ফৌজদার যদি বাচতে চান—তাহলে তার সঞ্চিত খাদ্যশস্য নিরন্ন মানুষের মাঝে আজই যেন বিলিয়ে দেন।

রহিম। যদি না দিই?

ধীরানন্দ। তাহলে এই সব ক্ষুধিত ক্ষিপ্ত মানুষের হাতে অকালে সমাধি পেতে হবে।

রহিম। তবে রে বেয়াদব! আমীর আলী, শয়তানকে বন্দী কর!

সশস্ত্র সন্তান জীবানন্দের প্রবেশ

জীবানন্দ। আনন্দমঠের সন্তানকে বন্দী করা অত সহজ নয়, ফৌজদার!

আমীর। ইয়া আল্লা!- এ যে দেখছি কেউটে সাপের দল!

জীবানন্দ। হ্যাঁ হ্যাঁ কেউটে সাপ। তোমাদের স্বেচ্ছাচারে, ইংরেজের শোষণে আজ আমার মত হাজার হাজার কেউটে ফণা তুলে দাঁড়িয়েছে। সামাল।

রহিম। মহামান্য নবাবের ফৌজদারের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে ধরে তুমি নিজের মৃত্যুকেই আহ্বান করছ, মূর্খ!

ধীরানন্দ। মৃত্যু আমাদের নয়—তোমাদের। অত্যাচারী শাসক আর স্বেচ্ছাচারী রাজভৃত্য সবারই মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে।

জীবানন্দ। শোন ফৌজদার! মীরজাফর রাজ্য শাসনে অক্ষম। ইংরেজ শুধু অর্থ শোষণে ব্যস্ত। এ সময়ে দেশকে রক্ষা করতে হলে

তোমরা-আমাদের পাশে এসে দাঁড়াও—বাংলাকে রক্ষা করার দায়িত্ব নাও। নইলে কারও অব্যাহতি নেই।

রহিম। অসম্ভব। এই সব রাজদ্রোহিতা সহ্য করা অসম্ভব। কে আছিস ?

জীবানন্দ। কেউ নেই, হুজুর ! তোমাদের কল্যাণে সোনার বাংলা আজ শ্মশান। তার তপ্ত নিশ্বাসে তোমার প্রহরীরা সব হতবাক-হতমান-বন্দী।

আমীর। তোমরা তো দেখছি ভয়ানক সন্ন্যাসী। তুড়ি দিয়ে ফৌজদার সাহেবকে উড়িয়ে দিতে চাও ?

ধীবানন্দ। উড়িয়ে দিতে আমরা চাইনা। আমরা চাই, উড়ে এসে যারা জুড়ে বসেছে, তারা যেন দয়া করে স্মরণ রাখে, যাবার দিন তাদের ঘনিয়ে এসেছে।

রহিম। যাও যাও—তোমাদের মত কয়েকটা নগণ্য সন্ন্যাসীকে আমি ভয় করি না।

জীবানন্দ। তাহলে চাল আপনি দেবেন না ?

রহিম। না।

ধীরানন্দ। নিরন্ন প্রজাকে আপনি রক্ষা করবেন না ?

রহিম। না।

জীবানন্দ। সর্ব্বগ্রাসী এই দুর্ভিক্ষকে রোধ করবার কোন চেষ্টা করবেন না ?

রহিম। না—না—না।

ধীরানন্দ। তাহলে আঘাত গ্রহণ করবার জন্য তৈরী হও, ফৌজদার !

রহিম। আমি কাপুরুষ নই ভণ্ড সন্ন্যাসী।

জীবানন্দ। কতবড় সাহসী পুরুষ তার পরীক্ষা দেবার জন্য ভালভাবে তৈরী হয়ে নাও। জানতো বলির পশুর জন্য আমাদের কোন মায়া নেই।

রহিম। তবে রে বেতমিজ্ ।

জীবানন্দকে অস্ত্রাঘাত করিল। কিন্তু জীবানন্দের অসিতে প্রতিহত হইয়া রহিমের অস্ত্র ভূলুণ্ঠিত হইল

ধীরানন্দ। কি মিঞা সাহেব! অস্ত্র যে আমাদের পায়ের তলায়। হাঃ হাঃ হাঃ!

রহিম। শয়তান!

ধীরানন্দ। শয়তান! হাঃ হাঃ হাঃ! সেলাম বীরপুরুষ মিঞাজি সেলাম!

[প্রস্থান

রহিম। আমীর আলী!

আমীর। হুজুর!

রহিম। মেরা তবিয়ৎ বহুৎ খারাপ হো গিয়া।

জীবানন্দ চলিয়া যাইতেছিল কথা শুনিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল

জীবানন্দ। হ্যাঁ হ্যাঁ বহুৎ খারাপই বটে। রোগটা কঠিন কিনা তাই। আজকের এই ওষুধেও যদি ভাল না হন—তবে খবর দেবেন ফৌজদার সাহেব। সন্ন্যাসী ফকিরের ঝোলায় বহুৎ আচ্ছা দাওয়াই থাকে—মালিশের জন্য পাঠিয়ে দেব! নমস্কার!

[প্রস্থান

রহিম। (সক্রোধে) আমীর আলী!

আমীর। মেহেরবান!

রহিম। কোতল করব।

আমীর। করাই উচিত সরকার! সন্ন্যাসীদের বড্ড বাড় বেড়েছে।

রহিম। শুধু কি সন্ন্যেসী, তোমাকেও কোতল করব।

আমীর। হুজুর আমি আপনার গোলামের গোলাম।

রহিম। তবু তোমাকে কোতল করব।

আমীর। আমার কসুর কি সরকার?

রহিম। কসুর। তোমার সামনে সামান্য দুটো ভিখারী এসে আমাকে অপমান করে গেল—চোখ রাঙ্গিয়ে গেল—আর তুমি দিব্যি চুপ করে রইলে?

আমীর। বিবির নামে কসম করে বলছি হুজুর—ভীষণ একটা কিছু বলবার চেষ্টা আমি করেছিলাম, কিন্তু গলা দিয়ে কিছুতেই বেরুল না। রাগে গলার স্বর একেবারে চুপ মেরে গেল।

রহিম। মিথ্যা কথা! ভয়েই তুমি কিছু বলনি।

আমীর। ভয়! আপনার বান্দার ভয়' বলেন কি হুজুর! দেখছেন না, রাগে এখনো আমার শরীরটা একেবারে গির-গির-গির-গির-গির-গির করে উঠছে। হুকুম করেন তো—এখনই—

গমনোদ্যত

রহিম। থাক্, আর বাহাদুরী করতে হবে না। চল—এর একটা চরম বিহিত করতে হবে। এই সব সন্ন্যাসী-ফকিরদের দেখিয়ে দিতে হবে রহিমউদ্দিন ফৌজদারের ক্রোধ কি ভীষণ—কি ভয়ানক তার পরিণাম।

প্রস্থান

আমীর। নিশ্চয়। নিশ্চয়। ঝুলির বাতাস দিয়ে বুলির আওয়াজ ঝরে সরাপগুলির অপমান! হুঁ! এ যে দেখছি—কানেও ধরবে—আবার অপমানও করবে। হায় খোদা! ক্যায়া তাজ্জব কি বাৎ!

প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

আনন্দ মঠ

সুকুমারী কোলে কল্যাণী ও সত্যানন্দের প্রবেশ।
হাতে তার পাত্রভর্ত্তি দুগ্ধ

সত্যানন্দ। মা! এই আনন্দমঠ দেবস্থান। শঙ্কা করো না। একটু দুধ আছে তুমি খাও। তারপর তোমার সঙ্গে কথা বলবো।

বিস্ময়াবিষ্ট কল্যাণী সত্যানন্দকে প্রণাম করিল

কল্যাণী। আমার যে কিছু বলার ছিল, প্রভু!

সত্যানন্দ। কথা পরে শুনবো। আগে মেয়েটাকে দুধ খাওয়াও—নিজে খাও—তারপর সব শুনবো।

কল্যাণী নীরবে বসিয়া রহিল

আমার সম্মুখে যদি সঙ্কোচ মনে কর, তবে অন্তরালে গিয়ে দুধ খেয়ে এসো, মা।

কল্যাণী কন্যাসহ দুগ্ধ লইয়া অন্তরালে গেল

সবই তোমার লীলা, নারায়ণ!

চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধীরে ধীরে গাহিতে লাগিল

সত্যানন্দ : হরে মুরারে মধু কৈটভারে
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ সৌরে।

কিছু দুধ সহ সুকুমারী কোলে কল্যাণীর পুনঃ প্রবেশ

কল্যাণী। প্রভু!

সত্যানন্দ। দুধ খেয়েছ মা?

কল্যাণী। মেয়েকে খাইয়েছি কিন্তু আমি খাইনি।

সত্যানন্দ। কেন?

কল্যাণী। আমার স্বামী এ পর্য্যন্ত অভুক্ত আছেন। তাঁর সাক্ষাৎ না পেলে কিংবা তার ভোজন সংবাদ না শুনলে আমি কেমন করে খাই, বলুন?

সত্যানন্দ। তোমার স্বামী কোথায়?

কল্যাণী। জানি না। তিনি দুধের সন্ধানে গেলে দস্যুরা আমাকে হরণ করতে উদ্যত হয়েছিল। সেই সঙ্কটে আপনি আমাকে রক্ষা করেছেন।

সত্যানন্দ। হুঃ! তোমাদের বাড়ী?

কল্যাণী। পদচিহ্ন গ্রামে।

সত্যানন্দ। পদচিহ্ন?

কল্যাণী। হ্যাঁ প্রভু পদচিহ্ন। পদচিহ্নের জমিদার আমার স্বামী।

সত্যানন্দ। তবে কি তুমি মহেন্দ্র সিংহের পত্নী।

কল্যাণী নীরবে সম্মতি জ্ঞাপন করিল

সত্যানন্দ। বুঝলাম। তুমি আহার কর আমি তোমার স্বামীর সংবাদ এনে দেব।

কল্যাণী। এখানে জল আছে?

সত্যানন্দ। পাশের ঘরে নারায়ণের চরণামৃত আছে।

কল্যাণী। আমি তাই একটু পান করবো প্রভু। স্বামীর সংবাদ না পেলে আর কিছু আহার করা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না, প্রভু!

সত্যানন্দ। উত্তম। তুমি পাশের ঘরেই যাও। আমি যথাশীঘ্র তোমার স্বামীর সংবাদ এনে দেবো।

কল্যাণী। (প্রণাম) দাসীর প্রতি প্রভুর অশেষ করুণা।

[মেয়ে সহ প্রস্থান

সত্যানন্দ। উঃ। কি ভয়ঙ্কর এই মন্বন্তর। সোনার বাংলাটা আজ শ্মশান হয়ে গেছে।

গীতকণ্ঠে প্রেমানন্দের প্রবেশ

প্রেমানন্দ। গীত

শ্মশানে নাচিছে দিক্ বসনা
গৌরী হরের রমণী।
কৃষ্ণধূমে ঢেকেছে বরণ
কালী হলো তাই জননী॥
জীবনেরে আজ রোধিছে মরণ
জননী তাই হারালো চেতন।
সন্তান তরে শোকাতুরা মাতা
ছুটে চলে পাগলিনী॥
সর্ব্বহারা হয়েছে ভুবন
তাইতো জননী ছেড়েছে বসন
নর কংকাল করেছে ভূষণ
শিবেরে দলিছে শিবাণী

গীত মধ্যে ভবানন্দ প্রবেশ করিয়াছে। উভয়ে সত্যানন্দকে প্রণাম করিল

সত্যানন্দ। জয়স্তু!

ভবানন্দ। জয়! এ যে হাসির কথা প্রভু। চারিদিকে যখন ধ্বংসের নিশান উড়ছে, মৃত্যুর হাতে যেখানে জীবনের শোচনীয় পরাজয় হচ্ছে, সেখানে জয় কোথায় প্রভু?

সত্যানন্দ। ধ্বংসের বুকেই জীবনের অঙ্কুর লুকিয়ে থাকে, ভবানন্দ।

ভবানন্দ। প্রভু!

সত্যানন্দ। ও কথা যাক্। পদচিহ্ন গ্রামের মহেন্দ্র সিংহের কোন সংবাদ রাখ?

ভবানন্দ। মহেন্দ্র সিংহ আজ প্রাতে স্ত্রী-কন্যা নিয়ে শহরে যাত্রা করেছিলো। কিন্তু পথিমধ্যে চটিতে—

সত্যানন্দ। চটিতে যা হয়েছে তা আমি জানি। কিন্তু তারপর?—

প্রেমানন্দ। আমার সঙ্গে সন্ধ্যায় একটি লোকের দেখা হয়েছিল। মনে হয় সেই মহেন্দ্র সিংহ।

সত্যানন্দ। কোথায় গেল সে?

প্রেমানন্দ। কল্যাণী-কল্যাণী বলে শহরের দিকে সে ছুটে গেল।

সত্যানন্দ। ঈশ্বরেচ্ছায় ডাকাতের হাত থেকে মহেন্দ্রের স্ত্রী কন্যাকে আমি উদ্ধার করেছি। এবার তুমি যাও ভবানন্দ, মহেন্দ্রকে সন্ধান করে এখানে নিয়ে এস।

ভবানন্দ। প্রভুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য!

[প্রণাম ও প্রস্থান

সত্যানন্দ। তুমি দেখ প্রেমানন্দ, জীবানন্দ কোথায়?

প্রেমানন্দ। যথা আজ্ঞা।

[প্রণাম ও প্রস্থান

সত্যানন্দ। ভবানন্দ আমার আনন্দমঠের শক্তির উৎস। এমন অপূর্ব্ব বুদ্ধি—অক্লান্ত কর্ম্মী সন্তানের মধ্যে খুবই বিরল।

ধীরানন্দের প্রবেশ

ধীরানন্দ। ফৌজদার রহিমউদ্দিনের মত অমানুষও মানুষের মধ্যে বিরল প্রভু।

সত্যানন্দ। কি সংবাদ ধীরানন্দ?

ধীরানন্দ। সংবাদ শুভ নয়, প্রভু। ফৌজদারকে দেখলাম হাজার হাজার নিরন্ন মানুষের চিৎকার অগ্রাহ্য করে সুরা আর নারী নিয়ে আমোদ উৎসবে মত্ত।

সত্যানন্দ। কি বল্লে সে ?

ধীরানন্দ। তার সঞ্চিত শস্যের এক কণাও সে কাউকে দেবে না।

সত্যানন্দ। (হাসিয়া) ধরে রাখতে পারবে তো ?

ধীরানন্দ। রাজার সগোত্র সে। বিরাট সামরিক শক্তি তার পেছনে। তুচ্ছ সন্ন্যাসী আর ক্ষুধিত মানুষকে সে ভয় করবে কেন, প্রভু ?

সত্যানন্দ। কেন ? ভূমিকম্পে সর্ব্বংসহা ধরিত্রীটাও যেখানে নড়ে ওঠে, সেখানে রাজশক্তিতো তুচ্ছ। শান্ত নিরীহ এই সব নরনারীদের ভেতর আগ্নেয়গিরির লাভাস্রোত ফল্গু ধারার মত বিরাজ করছে। যখন সে আত্মপ্রকাশ করবে, সমস্ত রাজশক্তি তখন ফুৎকারে মহাশূন্যে মিলিয়ে যাবে।

ধীরানন্দ। সেদিন কি সত্যি আসবে, গুরুদেব ?

সত্যানন্দ। আসবে নয় এসেছে। বাংলার দেওয়ান ইংরেজ রাজস্ব আদায়ে ব্যস্ত। শাসনের ভার অপদার্থ মীরজাফরের হাতে। সারা রাজ্যে আজ বিশৃঙ্খলা। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে ক্ষুধিত মানুষ আজ রাজশক্তির প্রতি বীতশ্রদ্ধ। এই সুযোগে, এই মহেন্দ্রক্ষণে আমরা ইংরেজ ও রাজ-শক্তিকে চরম আঘাত করবো। শ্মশান বাংলা দেশের বুকে নূতন করে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করবো—নূতন করে সৃষ্টি করবো এক গরীয়ান মহীয়ান আনন্দ সাম্রাজ্য—নূতন করে হবে তার জীবন উৎসব।

জীবানন্দের প্রবেশ

জীবানন্দ। সেই জীবন উৎসবে যোগদানের জন্য ফৌজদারকে আমি আমন্ত্রণ জানিয়ে এসেছি গুরুদেব।

সত্যানন্দ। এস জীব। তোমাকে সন্তান দলে পেয়ে আমার শতগুণ শক্তি বৃদ্ধি হয়েছে। তোমার মত সুযোগ্য সন্তানের সাহায্যে নব জীবনের

উৎসব খুব বেশী দূরে নয়, বৎস। দিন আগত। উপেক্ষিত মানুষের বাহুবলের আস্বাদ রাজশক্তি অচিরেই লাভ করবে।

জীবানন্দ। কিঞ্চিৎ আস্বাদ আমি ফৌজদারকে দিয়ে এসেছি, প্রভু! প্রয়োজন হলে এই মিঠা দাওয়াইর আস্বাদ তাকে আরো দেব—তাও বলে এসেছি।

সত্যানন্দ। এত শীঘ্র আত্মপ্রকাশ করো না জীব, কারণ আমরা এখনও পূর্ণ তৈরী নই।

জীবানন্দ। প্রভু!

সত্যানন্দ। ভবানন্দ গেছে মহেন্দ্র সিংহের সন্ধানে। তুমি সদলে ইংরেজ রাজস্বের গাড়ী লুট করবার ব্যবস্থা কর। আমি মহেন্দ্রের স্ত্রী-কন্যার কাছে যাচ্ছি।

[প্রস্থান

ধীরানন্দ। মহেন্দ্র সিংহ!

জীবানন্দ। পদচিহ্ন গ্রামের ধনাঢ্য ভূস্বামী। শক্তিমান—বুদ্ধিমান—শ্রীমান—স্ত্রীমান—

ধীরানন্দ। দোহাই জীবানন্দ! অতগুলো মান একসঙ্গে উদরস্থ করার চেয়ে ভোজনানন্দের চেষ্টা করা অনেক আনন্দের।

[প্রস্থান

জীবানন্দ। ভোজন! বিশ্রাম! আনন্দ! কিন্তু শান্তিহীন জীবনে কোথায় আনন্দ—কোথায় তৃপ্তি? এ যেন পিপাসার জলের পরিবর্তে রক্ত পান! না—না, এ আমি কি চিন্তা করছি। আমি যে সন্তান! সন্তানের পক্ষে সংসারের চিন্তা করাও যে মহাপাপ।

গীতকণ্ঠে পুনঃ প্রেমানন্দের প্রবেশ

প্রেমানন্দ। **গীত**

ওরে পাপের মাঝেই বিরাজ করে
পুণ্যের ভগবান।
পাপীর তরে ঝরে পরে
তাঁহার দয়ার দান॥
প্রদীপ যেমন আঁধার ঘরে
উজল করে রাতি
দয়াল ঠাকুর পাপীর তরে
বিলায় প্রেমের জ্যোতি,
কাঁটার বুকে ওঠে ফুটে
কমল গরীয়ান॥

জীবানন্দ। প্রেমানন্দ।

প্রেমানন্দ। আনন্দ কর ঠাকুর—আনন্দ কর ঠাকুর। নূতন যুগ আসছে, নূতন মানুষ জাগছে, নূতনের অভ্যর্থনার জন্য ধরিত্রী আবার নূতন করে সাজছে।

জীবানন্দ। নূতনের এই আহ্বানে আমি মনে প্রাণে সাড়া দিতে পাচ্ছি কই. ভাই?

প্রেমানন্দ। দুর্ব্বলতাকে জয় কর—কর্ম্মের আহ্বানে ঝাঁপিয়ে পড়—মৃত্যুর হাত থেকে জীবনকে ছিনিয়ে আন। দেখবে- ভগবানের দয়া তোমার উপর অঝোরে ঝরে পড়ছে। [প্রস্থান

জীবানন্দ। হ্যাঁ হ্যাঁ, দুর্ব্বলতাকে জয় করতে হবে! সন্তান আমি—দেশ মাতৃকার উত্তর সাধক আমি—প্রয়োজন হয় দুর্ব্বলতা দমনে দাম্পত্য প্রেমের উৎসমূলে আমি ছুরিকাঘাত করবো—তবু দেশের কাছে আমি বেইমান সাজতে পারবো না। [প্রস্থান

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রাজপথ

বন্দুক হস্তে উদ্‌ভ্রান্ত মহেন্দ্রের প্রবেশ

মহেন্দ্র। কল্যাণী! কল্যাণী। তাইতো কোথায় তাদের পাবো? কোন পথে — কতদূরে যে তারা তা ভগবানই জানেন। অনিশ্চিতের পথে পা বাড়িয়েছি। নারায়ণ, তুমি পথ দেখাও।

নেপথ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া

একি! ইংরেজ সরকারের গো-শকট-এই পথেই যে আসছে। সঙ্গে সিপাহীও দেখছি। তাহ'লে গাড়ীতে নিশ্চয় খাজানার টাকা বোঝাই হয়ে সদরে চালান হচ্ছে। পথ ছেড়ে দাঁড়ানই বুদ্ধিমানের কাজ।

এক পাশে দাঁড়াইল। একজন সিপাহীর প্রবেশ

সিপাহী। এই তুম্ কোন হ্যায়?

মহেন্দ্র। মুসাফের!

সিপাহী। নেহি! তোমহারা হাত্‌মে বন্দুক হ্যায়। তুম ডাকু! রূপেয়া লুটকে লিয়ে আয়া হ্যায়! হাম তোমকো গ্রেপ্তার করেগা! শালা ডাকু!

মহেন্দ্রকে ধাক্কা দিয়া বন্দুক কাড়িয়া লইল

মহেন্দ্র। বেয়াদপ!

সজোরে ঘুসি মারিল। সিপাহী পড়িয়া গেল

সিপাহী। আঃ! ভাইয়াহো, এহি একঠো ডাকু ভাগ্‌তা হ্যায়।

দু'জন সিপাহীর প্রবেশ

সিপাহীদ্বয় ! পাকড়ো—পাকড়ো শালাকো ।

সকলে মিলিয়া মহেন্দ্রকে বন্দী করিল। মাতাল বৃটিশ ক্যাপটেনের প্রবেশ

বৃঃ ক্যাপটেন। Who's there ?

সিপাহী। ডাকু ভাগতা হ্যায়, হুজুর।

বৃঃ ক্যাপটেন। শালাকো পাকাড় লেকে সাদী করো !

পাইপ টানিতে লাগিল

সিপাহী। এ ভাইয়া, মরদানাকো ক্যায়ইসে সাদী করেগা ?

২য় সিপাহী। সাহেব আভি মাতোয়ারা হ্যায়। ডাকুকো গাড্ডীমে লে' চল। পিছারি যো অর্ডার হোগা উস্ মাফিক্ কাম করনে পড়ে গা।

ভবানন্দ মৃদুভাবে গাহিতে গাহিতে প্রবেশ করিল

ভবানন্দ। কি হয়েছে সিপাহী বাবারা ?

বৃঃ ক্যাপটেন। এহি আর একঠো ডাকু। শালেকো arrest কর লেও।

সকলে ভবানন্দকে ধরিল

ভবানন্দ। দে'খতে পাচ্ছ—গেরুয়া পরা ব্রহ্মচারী আমি। ডাকাত কি এ রকম হয় ?

বৃঃ ক্যাপটেন। বহুৎ শালা সাধু আডমী ডাকাতি করতে হ্যায়।

সিপাহী। চল শালা।

ঘাড়ে ধাক্কা দিল। ভবানন্দের চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। বহুকষ্টে সে আত্মসংবরণ করিল

ভবানন্দ। কি করতে হবে—আজ্ঞা করুন প্রভু।

বৃঃ ক্যাপটেন। শালেকো শির'পর একঠো মুটরী চাপা দাও।

মাথায় সিপাহীরা মোট তুলিয়া দিল। নেপথ্যে অন্যান্য সিপাহীরা বলিয়া উঠিল "আউর একটু ডাকু ভাগতা হ্যায়"

সিপাহী। হুজুর! আউর একঠো ডাকু!

বৃঃ ক্যাপটেন। যাও—উস্‌কো ভি পাকার লেও।

সিপাহী। (মহেন্দ্র ও ভবানন্দকে দেখাইয়া) আসামী সব ভাগ যায়েগা?

বৃঃ ক্যাপটেন। নেহি যায়েগা। Leave them under my custody. হামি বৃটিশ হ্যায়, native ডাকুকে হামি care করে না।

সিপাহী। ঠিক হ্যায়।

[প্রস্থান

ভবানন্দ। মহেন্দ্রসিংহ, তোমার জন্যই আমি এখানে। সময় মত আমাকে অনুসরণ করো।

বৃঃ ক্যাপটেন। No talk. বাৎ করেগা তো হাম টোম লোককো সাদী করেগা!

ভবানন্দ। জী হুজুর!

জীবানন্দকে ধরিয়া দু'জন সিপাহীর প্রবেশ

সিপাহী। এহি—আর একঠো ডাকু' হুজুর!

বৃঃ ক্যাপটেন। শালেকো শির'পর আউর একটো মুটরী চাপাও। (মোট তুলিয়া দিল)। Now start.

সাহেব গমনোদ্যত। সহসা জীবানন্দ পিস্তল বাহির করিয়া গুলি করিল। হাবিলদার আহত হইয়া আর্তনাদ করিতে করিতে বাহির হইয়া গেল

বৃঃ ক্যাপটেন। What happened?

সিপাহী। (জীবানন্দকে দেখাইয়া) এহি শালা হাবিলদারকো গুলি কিয়া।

বৃঃ ক্যাপটেন। Oh! My God! Arrest the culprit.

জনৈক সিপাহী জীবানন্দের দিকে অগ্রসর হইল। জীবানন্দ পিস্তলের বাট দিয়া তাহার মাথায় মারিল। কয়েকজন সশস্ত্র সন্তানের প্রবেশ, সঙ্গে প্রেমানন্দ

সন্তানগণ। মার—মার—সিপাহী মার!

আক্রমণ

বৃঃ ক্যাপটেন। ফায়া—

ফায়ার বলা হইল না। ভবানন্দ সাহেবের কোমর হইতে তরবারি লইয়া তাহাকে সজোরে আঘাত করিল। ক্যাপটেন আর্ত্তনাদ করিয়া প্রস্থান করিল, পেছনে গেল ভবানন্দ

সন্তানগণ। মার! মার! সিপাহী মার!

সিপাহীরা পলায়ন করিল। সাহেবের ছিন্নশির লইয়া ভবানন্দের পুনঃ প্রবেশ

ভবানন্দ। চেয়ে দেখ সন্তানগণ, মা আজ শ্বেতাঙ্গ ইংরেজ বলি গ্রহণ করেছেন। বল—বন্দে-মাতরম্।

সন্তানগণ। বন্দে-মাতরম্।

জীবানন্দ। যাও, ইংরেজের গাড়ী লুট করে আনন্দমঠে নিয়ে যাও।

সন্তান। জয় সন্তানের জয়।

[প্রস্থান

ভবানন্দ। (জীবানন্দকে আলিঙ্গন) ভাই জীবানন্দ সার্থক তোমার ব্রত।

জীবানন্দ। তোমার ভবানন্দ নামও আজ ধন্য। আমি চল্লাম ভাই। লুণ্ঠিত ধন যথাস্থানে নিয়ে যাওয়াই আমার কর্ত্তব্য। তোমাদের সঙ্গে এ ভাবে দেখা হবে এ আমার ধারণাতীত। নমস্তে।

প্রস্থান। গোলমালের ভিতর মহেন্দ্র একজন সিপাহীর প্রহরণ কাড়িয়া লইয়া যুদ্ধে যোগ দেবার উদ্যোগ করিয়াছিল—কিন্তু যখন বুঝিল ইহারা দস্যু—তখন প্রহরণ ফেলিয়া দিয়া নীরবে দাঁড়াইয়াছিল

প্রেমানন্দ। (মহেন্দ্রকে) চলুন।

মহেন্দ্র। আপনি কে?

ভবানন্দ। তোমার তাতে প্রয়োজন কি?

মহেন্দ্র। প্রয়োজন আছে। কেননা আজ আপনাদের দ্বারা আমি উপকৃত হয়েছি।

ভবানন্দ। সে বোধ থাকলে কি আর অস্ত্র হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে? জমিদার নন্দন কিনা—তাই দুধ ঘিয়ের শ্রাদ্ধ করতেই শিখেছ—কাজের বেলায় হনুমান।

মহেন্দ্র। এ যে কুকাজ—ডাকাতি!

ভবানন্দ। হোক ডাকাতি—তবু আমরা তোমার কিছু উপকার করেছি।

প্রেমানন্দ। আরও কিছু উপকার করবার ইচ্ছা আছে।

মহেন্দ্র। ডাকাতের কাছে উপকৃত হওয়ার চেয়ে অনুপকৃত থাকাই ভাল।

গমনোদ্যত

ভবানন্দ। উপকার গ্রহণ করা না করা তোমার ইচ্ছা। যদি ভাল মনে কর—আমার সঙ্গে এস। তোমার স্ত্রী-কন্যার সঙ্গে দেখা করিয়ে দেব।

মহেন্দ্র ফিরিয়া দাঁড়াইল

মহেন্দ্র। আমার স্ত্রী কন্যা?

প্রেমানন্দ। আজ্ঞে হ্যাঁ—তোমার স্ত্রী কন্যা।

ভবানন্দ। যাবে আমাদের সঙ্গে?

মহেন্দ্র। যাবো।

ভবানন্দ। ডাকাত বলে ঘৃণা হবে না তো?

মহেন্দ্র নীরব

কি ভাবছ?

মহেন্দ্র। ভাবছি তোমরা কেমন দস্যু ? লুণ্ঠনও কর—আবার উপ-কারও কর।

ভবানন্দ। আমাদের জন্য আমরা কিছুই করি না।

মহেন্দ্র। তবে ?

ভবানন্দ। সব মায়ের জন্য।

মহেন্দ্র। কে মা ?

ভবানন্দ। মাকে চিনতে চাও ?

মহেন্দ্র। চাই।

ভবানন্দ। তবে প্রেমানন্দের সঙ্গে সুরে সুর মিশিয়ে বল—

প্রেমানন্দ। **গীত**

বন্দে মাতরম্
সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাম্
শস্য শ্যামলাং মাতরম্ ॥

মহেন্দ্র। কে—এ মা ?

প্রেমানন্দ। **গীত**

শুভ্র জ্যোৎস্না পুলকিত যামিনীম্
ফুল্ল কুসুমিত দ্রুমদল শোভিনীম্
সুহাসিনীং সুমধুর ভাষিণীম্
সুখদাং বরদাং মাতরম্ ॥

মহেন্দ্র। এ তো মা নয়—এ যে দেশ।

ভবানন্দ। আমরা অন্য মা মানি না। দেশই আমাদের মা। জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী। আমাদের মা নেই—বাপ নেই—

আত্মপরিজন—ঘর বাড়ী কিছুই নেই। আছে কেবল এই সুজলা সুফলা জন্মভূমি মা।

মহেন্দ্র। তবে আবার গাও।

প্রেমানন্দ।　　　　গীত

সপ্তকোটি কণ্ঠ কলকল নিনাদ করালে,
দ্বিসপ্তকোটি ভুজৈ ধৃত খর কর বালে,
অবলা কেন মা এত বলে?
বহুবল ধারিণীং নমামি তারিণীম্
রিপুদল বারিণীং মাতরম্ ॥

প্রেমানন্দ ও ভবানন্দের চোখে জল

মহেন্দ্র। এ কি! তোমাদের চোখে জল?

ভবানন্দ। জল নয় পূজার অর্ঘ্য।

মহেন্দ্র। কে তোমরা?

ভবানন্দ। আমরা সন্তান।

মহেন্দ্র। কার সন্তান?

প্রেমানন্দ। মায়ের সন্তান।

মহেন্দ্র। টাকা লুট করলে কেন?

ভবানন্দ। দেশের সেবার জন্য ব্যয় করতে।

মহেন্দ্র। তোমরা মরবে।

প্রেমানন্দ। একবার ছাড়া দুবার তো মরবো না।

মহেন্দ্র। ইচ্ছা করে মরে লাভ কি?

ভবানন্দ। সাপ মাটিতে বুক দিয়ে হাটে—তার চেয়ে নীচু জীব পৃথিবীতে আর কিছুই নেই। সেই সাপের ঘাড়ে পা দিলে—সেও ফণা

তুলে ধরে। তোমরা কি তার চেয়েও হেয়? কিছুতেই কি তোমাদের ধৈর্য্য নষ্ট হবে না?

মহেন্দ্র। সন্ন্যাসী!

ভবানন্দ। বল দেখি মহেন্দ্র, মগধ-মিথিলা-কাশী-কাঞ্চী-দিল্লী-কাশ্মীর কোন দেশের এমন দুর্দ্দশা? বাংলা দেশের মত কোন দেশের মানুষ খেতে না পেয়ে ঘাস খায়?—শেয়াল কুকুর মানুষের মাংস খায়? কোন দেশে সিন্দুকে টাকা রেখে শান্তি নেই—ঘরে ঝি-বউ রেখে সোয়াস্তি নেই? কোন দেশে গর্ভিণীর গর্ভ চিরে সন্তান বের করে দেখে?

মহেন্দ্র। কি করতে চাও, তোমরা?

ভবানন্দ। চাই এই অবাঞ্ছিত রাজতন্ত্রকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিতে। চাই—অত্যাচারী শাসক—আর স্বেচ্ছাচারী বেণিয়াকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিতে।

মহেন্দ্র। আশ্চর্য্য। অদ্ভুত তোমরা!

প্রেমানন্দ। তুমি সন্তান হবে?

মহেন্দ্র। স্ত্রী কন্যার সংবাদ না পেলে আমি কিছুই বলতে পারি না।

ভবানন্দ। তাহ'লে চল—স্ত্রী কন্যাকে দেখবে।

তিনজনে গাহিল

গীত

বন্দে মাতরম্।
সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাম্
শস্য শ্যামলাং মাতরম্॥

[সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

রহিমউদ্দিনের প্রাসাদ

রহিম ও আমীরের প্রবেশ

রহিম। আমীর আলী!

আমীর। ফরমাইয়ে জনাব।

রহিম। প্রহরীরা সব সতর্ক আছে তো?

আমীর। সে আর বলতে হুজুর! সেদিনের চোটে বেটারা একেবারে সঙ্গীন খাঁড়া। গুলি ভরা বন্দুক নিয়ে একবার এধার—একবার ওধার।

রহিম। সন্ন্যাসী দেখলেই গুলি চালাবার হুকুম দিয়েছি।

আমীর। বেশ করেছেন—তোফা করেছেন। এ না-হ'লে কিসের ফৌজদার! মানুষের প্রাণ—সে তো আমাদের কাছে ছারপোকার ডিম। ও বেটাদের যত মারা যায় ততই মঙ্গল।

রহিম। তাহলে আমি ভাল করেছি?

আমীর। স্বয়ং খোদাতালাও বোধ হয় এত ভাল কাজ কোনদিন করেননি!

রহিম। হেঃ হেঃ হেঃ! তাহলে ডাক।

আমীর। কাকে হুজুর? সন্ন্যাসীদের?

রহিম। বেয়াকুব! সরাপের নেশায় মশগুল হয়ে কোথায় আমি ভাবছি, গোলগাল তুলোর মত নরম, হাঁসের দেহের মত গরম—আপেলের মত রঙিন গাল—আর এ বেটা বলে কিনা চোয়ারে দাঁড়িমুখো সন্ন্যাসীদের কথা! কোতল করব।

আমীর। মাপ কিজিয়ে হুজুর। এখনি আমি হুরীদের ডেকে দিচ্ছি।

কইগো হুরীর বাচ্চারা, একবার ধিনতা-ধিনা-পাকা-নোনা বলে হুর হুর করে হাজির হওত দেখি। হুজুরের মৌতাত গুলিয়ে যাচ্ছে।

বাঈজীরা সরাপ ও পাত্র সহ প্রবেশ করিয়া নৃত্যগীত আরম্ভ করিল। একজন নর্ত্তকী সরাপ পরিবেশন করিতে লাগিল

নর্ত্তকীগণ। **গীত**

পিয় পিয় পিয় সুধারস।
চঞ্চল তনুমন হলো যে অবশ ॥
সুরা সাথে সুর মিশিয়ে
রাঙ্গা গালে চুমু দিয়ে
ভর পেয়ালা এক চুমুকে
টেনে নিয়ে হও চাঙ্গা সরস ॥
চল বুকে বুক মিলিয়ে
বাহুর মালা কণ্ঠে দিয়ে
সুখ সরগে চলগো ভেসে
উষ্ণ তনুর লয়ে পরশ ॥

[প্রস্থান

আমীর। তোফা-তোফা! হুজুর, আসর একেবারে মাৎ।

রহিম। হবেই তো। লক্ষ্ণৌ থেকে নূতন সব আমদানী। একি যা তা!

আমীর। যা তা কেন হবে হুজুর, এ একেবারে পাষাণ যাতা।

রহিম। লক্ষ্ণৌ থেকে এদের আনতে বহুত খরচ হয়ে গেছে, আমীর।

আমীর। হোকনা। ক্ষতি কি? এদের পেছনে খরচ করে দেউলিয়া না হ'লে আপনাদের মত আমীর ওমরাহের কি মান থাকে হুজুর?

রহিম। কিন্তু আমি ভাবছি এই টাকাটা এভাবে খরচ না করে যদি কিছু চাল বিদেশ থেকে এনে দেশের লোকদের দেওয়া যেতো—তা'হলে—

আমীর। খবরদার—খবরদার হুজুর, অমন অপকম্মটি জীবনেও করবেন না। পরোপকার! আরে দূর-দূর। ওসব হচ্ছে ছোটলোকের কাজ। আপনাদের মত মহৎ লোকের কি ও সব পোষায়। তার চেয়ে এবার থেকে খাস দিল্লী থেকে বাইজী আমদানী করুন—সরাপের দরিয়ায় তুফান তুলুন, আর প্রেমানন্দে সাদাচামড়ার উপাসনা করুন। দেখবেন—আপনার ইহকাল পরকাল সব ঝরঝরে হয়ে গেছে।

উত্তেজিত ক্যাপটেন টমাসের প্রবেশ

টমাস। Where—where is the Fouzder?

রহিম ও আমীর দাঁড়াইয়া অভিবাদন করিল

রহিম। সেলাম—সেলাম সাহেব।

আমীর। বসতে অজ্ঞান হোন!

টমাস। No no, I will not sit. I am extremly excited.

আমীর। অমন হুড় হুড় করে ক্যা হুয়া—ক্যা হুয়া করলে আমরা যে কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না সাহেব। বাংলায় বল।

টমাস। বাংলা। হাঁ-হাঁ—বাংলা হামি জান্‌ছে, খুব আচ্ছা করকে জান্‌ছে।

রহিম। তাহলে বাংলাতেই বলুন, স্যার।

টমাস। কি বলিবে? হামি বহুৎ গরম হইয়াছে। হামি টোমাকে kick (কিক্) করিবে।

আমীর। ও খুব মিষ্টি জিনিস।

রহিম। আগারি বৈঠিয়ে, হুজুর।

টমাস বসিল

টমাস। টুমি ফৌজদার আছে?

রহিম। হ্যাঁ হুজুর, আমিই ফৌজদার।

টমাস। টুমি একটা পরকাণ্ড Ass আছে—মানে গাধ্ধা আছে।

আমীর। হঠাৎ আমার প্রভুর এই পদোন্নতির কারণ কি সাহেব?

টমাস। টুমি বড় hard—I mean, কঠিন বাৎ say করেন, হামি ঠিক বুঝিটে পারে না।

রহিম। আমার অপরাধ কি জিজ্ঞাসা করছিল।

টমাস। টোমার এলাকায় আমাদের রেভিনিউর টাকা লুট হইয়া গেল—আউর টুমি বলিটেছে টোমার অপরাট কি? টুমি একটা humbug আছে। হামি টোমাকে—

আমীর। দোহাই—দোহাই সাহেব, ভাল কলা দিয়ে তোমাকে আমি সিন্নি দেব। তুমি একটু ঠাণ্ডা হও।

টমাস। কলা?

রহিম। খুব আচ্ছা ফল।

টমাস। Fruits? হাঁ হাঁ ও হামি খুব ভালবাসে। লেকিন আগাড়ি টুমি বাৎলাও—ডাকু কাহা ভাগ-গিয়া?

রহিম। আমি কি করে বলবো হুজুর?

টমাস। টুমি আলবৎ বলিবে। ব্লাডি-সোয়াইন, শাসন করিবে আউর ডাকু ধরিটে পারিবে না? টবে কি করিবে? ঘাস খাইবে না জুতি খাইবে?

রহিম। খবরদার সাহেব, অপমান করোনা বলছি।

টমাস। অপমান!

আমীর। হ্যাঁ অপমান। জুতিতো হরদমই মারছ, তার উপর আবার সবার সামনে অপমান করতে চাও? এতো ভারি অন্যায়?

টমাস। Hear me Fcuzder, কাল টোমার এলাকায় হামাদের

টাকা লুট হইয়াছে। একজন বৃটিশ ক্যাপটেন ভি খুন হইয়াছে। টোমাকে এর explanation—I mean কৈফিয়ট ডিটে হইবে।

রহিম। বৃটিশ অফিসার খুন! কি সর্ব্বনাশ! আমীর আলী!

আমীর। আমি তো কিছুই শুনিনি।

টমাস। তা শুনিবে কেন? ডিন রাত সরাপ খাইবে আউর জেনানা নিয়ে মজা করিবে—news শুনিবার ফুরসুৎ কোঠায়?

রহিম। তোমাদের গাড়ীর সঙ্গে প্রহরী ছিলনা?

টমাস। ছিল। চার কনেষ্টবল, এক হাবিলদার আউর এক বৃটিশ অফিসার।

আমীর। এতগুলো ভীমরুলের মাঝখান থেকে লুট হয়ে গেল! সাবাস! কারা ডাকাতি করলে?

টমাস। All fakirs and saints, I mean সন্ন্যাসীরডল।

রহিম। আমাকে চোখ রাঙ্গিয়ে যায়—সেও সন্ন্যাসী, ইংরেজের টাকা লুট করে সেও সন্ন্যাসী। না—বাংলা দেশে দেখছি ক্রমেই সন্ন্যাসীদের অত্যাচার প্রবল হয়ে উঠছে। এদের দমন আশু প্রয়োজন।

টমাস। হাঁ-হাঁ ইহাডের ডমন করিতে হইবে। টোমার আর্মিকে অর্ডার ডাও সন্ন্যাসী ফকির ডেখিলেই যেন arrest করা হয়।

রহিম। কিন্তু তোমার আদেশে তো চলবে না, সাহেব। আমাদের নবাবের চাই।

টমাস। Nawab! ফুঃ! Who is Nawab? মীরজাফর খাঁ? No-no Fouzder Sahib, he is not Nawab but a puppet of our hand.

আমীর। বাংলায় ব্যক্ত কর সাহেব, নইলে আমরা ত্যক্ত হয়ে যাবো।

টমাস। নওয়াবের হুকুম লাগিবে না—হামার হুকুমেই চলিবে।

রহিম। তা কি চলে?

টমাস। আলবট্ চলিবে। টুমিতো পেটি ফৌজডার আছে--তোমার নওয়াব ভি মসনডে বসিয়া সাদাচামড়ার হুকুম টামিল করে। তা জান ?

রহিম। সাহেব!

টমাস। Dont be excited my dear Fouzder. টুমি খুব আচ্ছা নোকর আছ টাই সাডা সট্ট কঠা তোমাকে বলিল। Please carry out my order. Goodbye.

[প্রস্থান

রহিম। অসম্ভব। বিদেশী বেনিয়া কোম্পানীর এই স্পর্দ্ধা সহ্য করা অসম্ভব।

আমীর। এ যেন সিন্ধাবাদ নাবিকের সেই ঘাড়ে চড়া বুড়োর মত। কাঁধে ওঠে আর নামতে চায়না।

রহিম। এদের নামাতে হবে। নইলে মুসলমান রাজত্বের কোন মানেই হয় না।

আমীর। সেতো ঠিক হুজুর। কিন্তু নামাবে কে ? সবার ঘাড়েই যে সেই ভূত।

রহিম। কেউ না পারুক, আমি চেষ্টা করে দেখব।

আমীর। দোহাই হুজুর। ইংরাজের বাচ্চা বড ভয়ানক চীজ।

রহিম। মুসলমানও কম নয়।

আমীর। সে ছিল অতীতে। বর্ত্তমানে যে মুসলমান দেখছি, ইংরেজের সঙ্গে তাদের আসমান জমীন ফারাক।

রহিম। কেন ?

আমীর। ধরুন—ইংরাজেরা প্রাণ গেলেও পালায় না। মুসলমান গা' ঘামলে পালায়—সরাপ খোঁজে। ইংরেজের জেদ আছে, যা ধরে তা করে। মুসলমানের এলাকড়ি। এক টাকার জন্য জান দেওয়া—তাও সিপাহীরা ঠিকমত তলব পায় না। তারপর শেষ কথা সাহস। একটা গোলা

দেখলে আমরা গোষ্ঠীশুদ্ধ পালাই—আর গোষ্ঠীশুদ্ধ গোলা দেখলেও একটা ইংরেজও পালায় না।

রহিম। তোমার কথা অস্বীকার করা যায় না, আমীর। তবু আমি একবার দেখতে চাই তৈমুর-চেঙ্গিসের রক্ত এখনও মুসলমানের ধমনীতে আছে কি না?

আমীর। থাক হুজুর। আর দেখে কাজ নেই। জানেনতো সেই কবিতাটা—

মানুষের কণ্ঠ শুনি হিংসা উপজিল
মশক বিধির কাছে সুকণ্ঠ মাগিল।
গীতশক্তি দিল বিধি—দেখ তার ফল
নর-করাঘাতে মরে মশক সকল।

রহিম। তুমি একটা ভীরু অপদার্থ।

আমীর। জী!

রহিম। সন্ন্যাসীদের দমন করবো আমি নিজে। আর এই উদ্ধত ইংরেজ বেনিয়ার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য আমি আজি নবাব দরবারে আরজি পেশ করবো।

[প্রস্থান

আমীর। খাল কেটে কুমীর এনে এখন তাকে তাড়াতে চাইলেই সে কি আর যায়? কথায় বলেনা—হামতো ছোড়তা হ্যায় লেকিন কমলি হামকো ছোড়তা নেহি। হায়রে অদৃষ্ট!

রোশেনারার প্রবেশ

রোশেনারা। অদৃষ্ট নয় মূর্খ— এ মানুষের স্বেচ্ছাকৃত।

আমীর। কে তুমি ?

রোশেনারা। আমি ? আমি বাংলার বধু, বাংলার মা, বাংলার মেয়ে, অথচ আজ আমি কেউ নই। একি অদৃষ্টের দান—না মানুষের স্বেচ্ছাচার ?

আমীর। আমি তোমার কথা যে কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনা, নারী।

রোশেনারা। বুঝতে হলে যে, হৃদয়ের দরকার তাতো তোমার নেই। কি করে বুঝবে ? খোদা তৈরী করেছিলেন মানুষ আর মানুষ তার কৃতকর্ম্মে আজ পাষাণ।

আমীর। পাষাণ ?

রোশেনারা। হ্যাঁ পাষাণ ! দয়া-মায়া-স্নেহ-প্রেম আজ সে সব ভুলেছে। বাংলার ঘরে ঘরে আজ জেগে উঠেছে পাষাণ—নিষ্করুণ, নির্ম্মম ক্ষুধিত পাষাণ।

আমীর। কি চাও তুমি ?

রোশেনারা। চাই পাষাণ ক্ষুধার নিবৃত্তি। যে পাষাণের তীব্র ক্ষুধা আমার গৃহ, আমার পরিজন, আমার নারীত্ব সব—সব গ্রাস করেছে।

আমীর। নারী !

রোশেনারা। কিন্তু কই—কোথায় সে ? বাংলার প্রান্ত থেকে প্রান্তান্তরে খুঁজে বেড়াচ্ছি, কোথায় সে—কোথায় সে ?

আমীর। বুঝতে পেরেছি কোন শয়তানের চক্রে তুমি আজ সর্ব্বহারা। তাই শোকে দুঃখে আজ তুমি উন্মাদিনী।

রোশেনারা। শোকে নয়—দুঃখে নয়—পুঞ্জীভূত ক্রোধে—অপরিমেয় প্রতিশোধের স্পৃহায় আজ আমি বাংলার বুকে একটা মরুভূমির দীর্ঘশ্বাস।

আমীর। নারী !

রোশেনারা। **গীত**

সাহারার অভিশাপ।
ললাট ভরিয়া দিয়াছে আঁকিয়া
নিদারুণ কালো ছাপ॥
নিঃশ্বাসে মোর অগ্নি উদ্গারে,
আলিঙ্গনে বিষ,
দৃষ্টিতে মোর ধ্বংসের ছায়া
জ্বলে সে যে দিবানিশ,
বাংলার নারী সেজেছে পিশাচী
নাশিবারে মহাপাপ॥

আমীর। নারী!

রোশেনারা। চুপ!

রোশেনারা। **গীত**

কান পেতে শোন কালের পথে
কার ধ্বনি শোনা যায়
কারে সে ডাকে বজ্র নিনাদে
কাহারে গ্রাসিতে চায়?
চারিদিকে জাগে রক্ত পিপাসা
রক্তের খরতাপ॥
সাহারার অভিশাপ॥
হাঃ হাঃ হাঃ!

[প্রস্থান

আমীর। স্বেচ্ছাচারী শক্তিমান মানুষের অত্যাচারে বাংলার নারী আজ ছিন্নমস্তা-রুধিরলোলুপা। এদের দীর্ঘশ্বাসে, এদের তপ্ত চোখের জলে বাংলার বাতাস আজ বিষিয়ে উঠেছে। সে বিষের আহ্বানে অত্যাচারীকে সাড়া দিতেই হবে। ধ্বংস—ধ্বংস—ধ্বংসই আজ বাংলার বিধিলিপি।

[প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

আনন্দমঠস্থ দেবালয়

একখানা সিংহাসনে চতুর্ভূর্জ বিষ্ণুমূর্ত্তির পট। পদতলে মধু কৈটভের ছিন্নশির, বামে লক্ষ্মী দক্ষিণে সরস্বতী, বিষ্ণুর কোলে এক মোহিনী মূর্ত্তি। পৃথক স্থানে আরো তিনখানি বস্ত্রাবৃত চিত্রপট। সত্যানন্দ ও মহেন্দ্রের প্রবেশ

সত্যানন্দ। সবই বিধিলিপি মহেন্দ্র। দুঃখ করে লাভ নেই। তোমার স্ত্রী কন্যা ভগবানের কৃপায় বর্ত্তমানে এই মঠেই অবস্থান করছে।

মহেন্দ্র। কি বলে যে আপনাকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবো তা আমি ভেবে পাচ্ছিনা, প্রভু।

সত্যানন্দ। মানুষকে কৃতজ্ঞতা না জানিয়ে ঐ শ্রীবিষ্ণু মূর্ত্তিকে তোমার ভক্তি নিবেদন কর, বৎস।

মহেন্দ্র প্রণাম করিল

বল বন্দে মাতরম্।

মহেন্দ্র। বন্দে মাতরম্।

সত্যানন্দ। (২য় পট উন্মোচন করিয়া) দেখ জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি। মা যা ছিলেন।

মহেন্দ্র। সেকি!

সত্যানন্দ। ইনি কুঞ্জর কেশরী প্রভৃতি বন্য পশু পদতলে দলিত করে আপনার পদ্মাসন স্থাপন করেছেন। ইনি সর্ব্বালংকার ভূষিতা হাস্যময়ী সুন্দরী—সকল ঐশ্বর্য্যশালিনী। একে প্রণাম কর বৎস।

মহেন্দ্রের প্রণাম

সত্যানন্দ। (অন্য পটের আবরণ উন্মোচন করিয়া) দেখ মা যা হয়েছেন।

মহেন্দ্র। কালী!

সত্যানন্দ। হ্যাঁ কালী। অন্ধকার সমাচ্ছন্না কালিমাময়ী। হৃত সর্ব্বস্ব এইজন্য নগ্নিকা। আজ দেশ শ্মশান। তাই মা আমার কংকাল মালিনী। নিজের শিবকে নিজের পায়ে দলে চলেছেন। হায় মা।

সত্যানন্দের চোখে জল

মহেন্দ্র। হাতে খেটক-খর্পর কেন?

সত্যানন্দ। আমরা সন্তান—মায়ের হাতে এই অস্ত্র তুলে দিয়েছি। বল বন্দে মাতরম্।

মহেন্দ্র। বন্দে মাতরম্।

প্রণাম

সত্যানন্দ অন্যপটের আবরণ উন্মোচন করিল

সত্যানন্দ। এবার দেখ মা যা হবেন। দশভুজ দশদিকে প্রসারিত। তাতে নানা প্রহরণ, পদতলে শত্রু বিমর্দ্দিত, পদাশ্রিত বীর কেশরী শত্রু পীড়নে নিযুক্ত। দিগভূজা নানা প্রহরণধারিণী শত্রু বিমর্দ্দিনী বীরেন্দ্র পৃষ্ঠবিহারিণী। দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বাণী বিদ্যাদায়িনী সঙ্গে বলরূপী কার্ত্তিকেয়, কার্য্যসিদ্ধিরূপী গণেশ। এস আমরা মাকে প্রণাম করি।

উভয়ে যুক্ত করে বলিতে লাগিল

সর্ব্ব মঙ্গল-মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ সাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণী নমোহস্তুতে।

প্রণাম

মহেন্দ্র। বলুন প্রভু, কবে কতদিনে মায়ের এ মূর্ত্তি আমরা দেখতে পাবো?

গীতকণ্ঠে প্রেমানন্দের প্রবেশ

প্রেমানন্দ। **গীত**

সন্তান যবে
ডাকবে সবে
মা-মা বলে আকুল হয়ে।
সেদিন মাতা
দিবেন দেখা
এমনি মধুর রূপ নিয়ে॥
যেদিন ছেলে মায়ের ব্যথা
বুঝবে কোথায় বাজে,
সেদিন হাসি ফুটবে মায়ের
মলিন অধর মাঝে,
শান্ত হবে ক্ষুব্ধ ধরা
মলয় বাতাস বয়ে॥
দশদিকে তার রূপের আভা
পড়বে অঝোর ধারে
শ্মশান বাংলা সজীব হবে
সবুজ ফসল ভারে,
কালী তখন গৌরী হয়ে
নাশবে যত দুঃখ ভয়ে॥

সত্যানন্দ। মহেন্দ্রের স্ত্রী কন্যাকে এখানে পাঠিয়ে দাও, প্রেমানন্দ।

[প্রেমানন্দের প্রস্থান

মহেন্দ্র। তাদের একবার মাত্র দেখেই আমি বিদায় দেব।

সত্যানন্দ। কেন?

মহেন্দ্র। এই মহামন্ত্র আমি গ্রহণ করবো।

সত্যানন্দ। তোমার স্ত্রীকন্যাকে কোথায় বিদায় দেবে?

কল্যাণীর প্রবেশ

কল্যাণী। তুমি।

মহেন্দ্র। কল্যাণী।

কল্যাণী মহেন্দ্রের বুকে মাথা রাখিয়া কাঁদিতে লাগিল

সত্যানন্দ। শোন মহেন্দ্র, যে পথে তুমি এখানে এসেছ—সেই পথেই বাইরে যেতে পারবে। সেখানে গিয়ে ভক্ষ্য সামগ্রী দেখতে পাবে। কল্যাণী এ পর্য্যন্ত অভুক্ত। তাকে ভোজন করিয়ে তোমার যা অভিরুচি হয় করো। সময়ান্তরে দেখা পাবে। নারায়ণ—নারায়ণ।

প্রস্থান

মহেন্দ্র। আশ্চর্য্য এই সন্ন্যাসীর দল। অপূর্ব্ব এদের কর্ম্ম তৎপরতা। এদের কার্য্যকলাপে আমি নিজেকে যেন হারিয়ে ফেলেছি। কি করবো তা বুঝতে পাচ্ছিনা।

কল্যাণী। কেন?

মহেন্দ্র। তোমাকে সন্ধান করতে গিয়ে কোম্পানীর ফৌজ দ্বারা ডাকাত বলে আমি বন্দী হই।

কল্যাণী। কি সর্ব্বনাশ।

মহেন্দ্র। সেই চরম সঙ্কটে এরাই আমাকে জীবন পণ বদ্ধ করে রক্ষা করে।

কল্যাণী। তারপর?

মহেন্দ্র। তারপর সেই নৈশ প্রকৃতির বুকে শুনতে পেলাম সন্তানের কণ্ঠে এক নূতন সঙ্গীত নূতন তার শব্দযোজনা—নূতন তার ভাব সম্পদ। অপূর্ব্ব অশ্রুতপূর্ব্ব সেই সঙ্গীত শুনে আমি নিজেকে হারিয়ে ফেল্লাম কল্যাণী।

কল্যাণী। সে কি বন্দেমাতম্ সঙ্গীত?

মহেন্দ্র। হ্যাঁ।

কল্যাণী। আমিও এই মঠে ঐ সঙ্গীত শুনেছি।

মহেন্দ্র। তারপর এই মঠে দেখলাম এক অপূর্ব্ব মাতৃমূর্ত্তি।

কল্যাণী। কাল রাত্রে স্বপ্নঘোরে আমিও সে মাতৃমূর্ত্তি দেখেছি। সে যেন আমাকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশে বলছে—"এই সেই নারী যার জন্য মহেন্দ্র আমার কোলে আসছেন।"

মহেন্দ্র। কি আশ্চর্য্য। তারপর?

কল্যাণী। পার্শ্বে ছিল এক চতুর্ভুজ কৃষ্ণমূর্ত্তি। সে আমাকে সম্বোধন করে বললে "স্বামীকে ছেড়ে তুমি আমার কাছে এস। এই তোমাদের মা, তোমার স্বামী এর সেবা করবে।" আতঙ্কে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল।

মহেন্দ্র। স্বপ্ন কেবল বিভীষিকা মাত্র—আপনার মনে জন্মে আপনি আবার লয় পায়। চল ঘরে যাই।

কল্যাণী। দেবতা তোমাকে যেখানে যেতে বলেন—তুমি সেইখানে যাও।

মহেন্দ্র তুমি কোথায় যাবে?

কল্যাণী। আমি দেবতার পথে যাব।

মহেন্দ্র। কি ভাবে?

কল্যাণী। এর সাহায্যে।

বিষের কৌটা দেখাইল

মহেন্দ্র। সে কি? বিষ খাবে?

কল্যাণী। খাব মনে করেছিলাম। কিন্তু তোমাকে রেখে—সুকুমারীকে রেখে—বৈকুণ্ঠে যেতেও আমার ইচ্ছে নেই। আমি মরতে পারবো না।

মহেন্দ্র। (বিষের কৌটা লইয়া) এখন চল—সুকুমারীকে নিয়ে আমরা মঠ পরিত্যাগ করি।

[উভয়ের প্রস্থান

জীবানন্দ ও সত্যানন্দের প্রবেশ

সত্যানন্দ। মহেন্দ্র আসবে জীবানন্দ। সে এলে সন্তানের খুব উপকার হবে, তার পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত অর্থরাশি মায়ের সেবায় ব্যয় করতে পারবে।

জীবানন্দ। সে কি আজই দীক্ষা নেবে?

সত্যানন্দ। না বৎস। যতদিন কায়মনোবাক্যে সে মাতৃভক্ত না হয় ততদিন সে গ্রহণযোগ্য নয়। তোমাদের কাজ শেষ হলে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ওর অনুসরণ করো। সময় বুঝলে শ্রীবিষ্ণু মণ্ডপে ওকে উপস্থিত করো।

জীবানন্দ। আপনার আদেশ আমাদের বেদ বাক্য।

সত্যানন্দ। সময়ে হউক অসময় হউক জীবনপাত করেও ওদের রক্ষা করবে। কেন না দুষ্টের দমন যেমন সন্তানের ধর্ম্ম—শিষ্টের পালনও সন্তানের সেইরূপ ধর্ম্ম।

জীবানন্দ। আমাদের দ্বারা আপনার আদশের বিচ্যুতি ঘটবে না প্রভু।

সত্যানন্দ। সে আমি বিশ্বাস করি জীব। যাক আমি এখন একবার সহরে যাব। তোমরা সাবধানে থেকো—

জীবানন্দ ও সত্যানন্দের প্রস্থান, ভবানন্দ ও ধীরানন্দের প্রবেশ

ভবানন্দ। তারপর?

ধীরানন্দ। কালকের ব্যাপারটার জন্য ক্যাপটেন টমাস ফৌজদারকে

নাকি খুব একচোট নিয়েছে। তাই ফৌজদার ঢালা হুকুম দিয়েছে গেরুয়া দেখলেই গ্রেপ্তার করতে।

ভবানন্দ। হুঁ!

ধীরানন্দ। বহু গেরুয়াধারীকে ওরা ধরেছে। তাই সন্তানগণ প্রায় সবাই গৈরিক বসন ত্যাগ করেছে। কেবল সত্যানন্দ প্রভু গেরুয়া পরে একা নগরাভিমুখে গেলেন। কি জানি কি ঘটে যায়। সিপাহিরা যদি তাকে আটকে রাখে?

ভবানন্দ। গুরুদেবকে আটকে রাখে এমন শক্তিমান সারা বাঙ্গালায় একটিও নেই ধীরানন্দ। তবু তুমি প্রেমানন্দকে সঙ্গে নিয়ে প্রভুর অনুসরণ কর। আমি নিজেও একবার ছদ্মবেশে নগরে যাব। দেখি কত শক্তি ধরে সেই অর্বাচিন ফৌজদার?

ধীরানন্দ। এ সময়ে তুমি?

ভবানন্দ। চিন্তিত কেন সন্তান? বিপদকে নিয়েই যাদের যাত্রা সুরু, বিপদের তীক্ষ্ণ ছুরিকা যাদের আলিঙ্গনের বস্তু—তারা কি বিপদকে ভয় পায় ভবানন্দ! যাও বিলম্ব না করে প্রভুর অনুসরণ কর।

ধীরানন্দ। প্রেমানন্দকে নিয়ে আমি যথা সত্বর সহর যাত্রা করছি। যদি প্রভুর একগাছি কেশও অত্যাচারীর দ্বারা ছিন্ন হয়—তাহলে স্থির জেনো ভবানন্দ—শয়তান টমাস আর অত্যাচারী ফৌজদারকে আমি পশুর মত হত্যা করবো।

[প্রস্থান

ভবানন্দ। মা—সোনার বাঙ্গলা স্বপ্নে তুই আমার কাছে রক্ত চেয়েছিলি—সেই রক্ত দেবার লগ্ন আজ সমাগত। বিদেশী শ্বেতাঙ্গ বণিকের ছিন্ন শিরে আর অত্যাচারী শাসকের তপ্ত শোণিতে এই মসীলিপ্ত শ্মশানের বুকে আমি মহানন্দে তর্পন করে যাব।

তৃতীয় দৃশ্য

নদী তট

অর্দ্ধ মৃতা কন্যা ক্রোড়ে আলুথালু বেশা কল্যাণীর প্রবেশ।
পশ্চাতে আসিল মহেন্দ্র

মহেন্দ্র। কথা শোন—কথা শোন কল্যাণী;

কল্যাণী। না-না আমায় আর ডেকো না। আমার সুকুমারী যে পথে গেছে আমিও সেই পথে যাবো।

মহেন্দ্র। আমি যে কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না, কল্যাণী। সুকুমারী কি করে বিষ খেল?

কল্যাণী। বিষের কৌটা খোলা রেখে আমরা যখন খেয়ে দেয়ে গল্প করছিলাম—মা আমার—সেই সুযোগে খেলনা মনে করে বিষের বড়িটা মুখে পুরে দিয়েছে। মা—মাগো আমার।

মহেন্দ্র। বড়িটাতো খেতে পারেনি তবে?

কল্যাণী। কচি শিশুর দেহে যেটুকু গেছে তাতেই মা আমায় ফাঁকি দিয়ে গেছে গো—ফাঁকি দিয়ে গেছে। এই দেখ বড়িটা কত ছোট হয়ে গেছে।

বিষের বড়ি প্রদর্শন

মহেন্দ্র। তাইতো কল্যাণী! এতগুলো বিপদ যে পর পর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল, তা আমি স্বপ্নেও ধারণা করতে পারিনি।

কল্যাণী। দেবতার আদেশ অগ্রাহ্য করেছিলাম, তাইতো এমন

অকালে মা আমায় ছেড়ে গেল। মা—মাগো। একবার চোখ মেলে চা' মা।

মহেন্দ্র। সুকু—সুকুমারী—মাগো। তাইতো সমস্ত শরীর যে নিথর হয়ে গেছে। তবে কি সত্য সত্যই মা আমাদের ছেড়ে চলে গেল।

কল্যাণী। আমারই জন্য সুকুমারী আমাদের ছেড়ে গেল। না-না আমিও যাবো। সুকুমারীর সঙ্গে আমিও যাবো।

বিষের বড়ি গিলিয়া ফেলিল

মহেন্দ্র। কি করলে—কি করলে কল্যাণী?

ধারণ

কল্যাণী। ঠিকই করেছি। তুমি কেঁদনা। তুচ্ছ স্ত্রীলোকের জন্য পাছে তুমি দেব কার্য্যে অযত্ন কর—তাই আমি তোমায় মুক্তি দিয়ে গেলাম।

মহেন্দ্র। কেন তুমি এ কাজ করলে কল্যাণী? যে হাতের জোরে আমি তরবারি ধরতাম—সেই হাতই যে তুমি ভেঙ্গে দিয়ে গেলে।

কল্যাণী। আমার জন্য বৃথা শোক না করে—তোমার শ্রেয় ও প্রেয় ব্রত উদ্‌যাপন কর, স্বামী। তোমার পুণ্য প্রভাবে পরলোকে আবার আমরা মিলতে পারব! আঃ—নারায়ণ।

মহেন্দ্র সুকুমারীকে কল্যাণীর বুকে তুলিয়া দিল

মহেন্দ্র। কল্যাণী।

কল্যাণী। পায়ের ধুলো দাও।

পদধূলি গ্রহণ

আশীর্ব্বাদ কর যেন আমার এ আত্মত্যাগ সার্থক হয়।

মহেন্দ্র "কল্যাণী" বলিয়া কন্যাসহ কল্যাণীকে জড়াইয়া ধরিল

সত্যানন্দ। (নেপথ্যে) হরে মুরারে মধুকৈটভারে,
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ সৌরে।

কল্যাণী। (মৃদুকণ্ঠে) হরে মুরারে মধুকৈটভারে,
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ সৌরে।

মহেন্দ্র। হরে মুরারে মধু কৈটভারে,
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ সৌরে।

কল্যাণী। না-রা-য়-ণ।

বিষে ঢলিয়া পড়িল

মহেন্দ্র। কল্যাণী—কল্যাণী! সব শেষ!

সত্যানন্দ প্রবেশ করিয়া মহেন্দ্রকে জড়াইয়া ধরিল

সত্যানন্দ। বল মহেন্দ্র—
হরে মুরারে মধু কৈটভারে,
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ সৌরে।

মহেন্দ্র সত্যানন্দের সঙ্গে গলা মিলাইল। সুর ক্রমেই উচ্চগ্রামে উঠিতে লাগিল। দুজন সিপাহী প্রবেশ করিয়া সত্যানন্দের গলে হাত দিল

১ম সিপাহী। এই শালা সন্ন্যাসী।

২য় সিপাহী। এ দুনো ডাকু। বাঁধ শালা লোককো।

বন্ধন

১ম সিপাহী। চল শালা।

টানিয়া তুলিল

সত্যানন্দ। বুড়ো সন্ন্যাসীর উপর এত জুলুম কেন বাপধন?

২য় সিপাহী। তুম লোক ডাকু হ্যায়। (মহেন্দ্রকে) চল্ শালা তুড়ন্ত্ চল্।

মহেন্দ্র। সে কি! দেখতে পাচ্ছ না—ভূমিতলে আমার স্ত্রী-কন্যার মৃতদেহ!

১ম সিপাহী। ছাড়—ছাড়। ডাকাতের আবার স্ত্রী-কন্যা! চল শালা!

ধাক্কা দিল

মহেন্দ্র। না-না আমি যাবোনা। হিংস্র জন্তুর মুখে আমার স্ত্রী-কন্যার শবদেহ রেখে আমি কিছুতেই যাবো না। এখনো বলছি—আমার বাধন খুলে দাও।

২য় সিপাহী। নেহি হোগা!

মহেন্দ্র। নেহি হোগা। তবে দেখ সিপাহী, বাঙালীর দেহে কত শক্তি!

একটানে বাঁধন ছিঁড়িয়া ২য় সিপাহীকে পদাঘাত করিল। অমনি পশ্চাৎ হইতে ১ম সিপাহী তাহাকে সজোরে লাঠি দিয়া আঘাত করিল। মহেন্দ্র পড়িয়া গেল। সিপাহী দুজন তাহাকে বন্ধন করিল

১ম সিপাহী। শালা হারামীকা বাচ্চা!

মহেন্দ্র। (সত্যানন্দকে) আপনি এ ভাবে নিশ্চেষ্ট না থেকে আমায় একটু সাহায্য করলেই এদের আমি উপযুক্ত শিক্ষা দিতে পারতাম।

সত্যানন্দ। আমি প্রাচীন মানুষ। আমার শক্তি কি? আমি যাকে ডাকছিলাম—তিনি ভিন্ন আমার আর অন্য কোন শক্তি নেই। যা অবশ্য ঘটবে—তার বিরুদ্ধাচরণ করে কোন ফল নেই। মনে রেখ ভগবান যা করেন তা আমাদের মঙ্গলের জন্যই করেন। চল সিপাহী চলো!

১ম সিপাহী। চল্।

সত্যানন্দ। বাপু—আমি একটু হরিনাম করে থাকি। তাতে কিছু বাধা আছে?

১ম সিপাহী। তুমি লোক খারাপ নও—মনে হয়। তুমি হরিনাম কর বাধা দেব না। তুমি বুড়া আদমী,বোধ হয় তোমার খালাসের আদেশ হবে। কিন্তু এই বদমাসের ফাঁসী হবে।

সত্যানন্দ। (যাইতে যাইতে) ধীরে সমীরে তটিনীতীরে,
বসতি বনে বরনারী।
মা কুরু ধনুর্দ্ধর গমন বিলম্বন
অতি বিধুরা সুকুমারী॥

মহেন্দ্র। (যাইতে যাইতে) কল্যাণী! তোমার অযোগ্য স্বামী তোমার শবদেহের সংকার করতে পারলে না। কি করব দৈব প্রতিকূল! ঈশ্বরের শুভেচ্ছার উপর তোমার আর সুকুমারীর ভবিষ্যত নির্ভর করে আমি অনিশ্চিতের পথে পা বাড়ালাম। তুমি আমায় ক্ষমা করো!

[সকলের প্রস্থান

ক্ষণপরে জীবানন্দের প্রবেশ

জীবানন্দ। (আসিতে আসিতে) ধীরে সমীরে তটিনীতীরে
বসতি বনে বরনারী।

প্রভুর এ সঙ্কেতের অর্থ কি? প্রভুকে তো দেখলাম—সিপাহীরা ধরে নিয়ে যাচ্ছে। তাকে রক্ষারও তো এ সঙ্কেত নয়। তবে কি এখানে কোন নারী—? (মঞ্চে আসিল) তাইতো! এযে দেখছি জোড়া মরা। প্রভুর সঙ্গে মহেন্দ্রকেও দেখলাম। তবে কি এরা তারই স্ত্রী-কন্যা। কি মুস্কিল দেখি—দেখি—

সুকুমারী বিষপান করে নাই। শুধু বিষের ঝাঁজে অচেতন্য ছিল। এতক্ষণ চেতনা পাইয়াছে

জীবানন্দ। না-না মেয়েটাতো বেঁচেই আছে। মৃত শুধু এর মা। কি করি? (মেয়েটাকে তুলিয়া লইল) মহিলাটির দেহে দেখছি বিষের লক্ষণ। তবে কি এ আত্মহত্যা? মেয়েটাই বা এত নেতিয়ে পড়েছে কেন? বিষের অংশ কি এর দেহেও প্রবেশ করেছিল? বোধ হয় তাই। যাক্—চিন্তা করে কি হবে? মৃত দেহটা থাক্—আগে জীবিতকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করে আসি।

[কন্যাসহ প্রস্থান

ক্ষণপরে বিলাসী মুসলমানের বেশে ভবানন্দের প্রবেশ

ভবানন্দ। সত্যানন্দ প্রভু যে কোন পথে গেলেন—তা ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না। আন্দাজে শহরেই যেতে হবে। তারপর দেখি—

প্রবেশ করিয়া কল্যাণীর দেহ দেখিয়া চমকিয়া উঠিল

এ কি রূপ না ছবি। চিত্র না বিচিত্র! (বসিয়া) কিন্তু এ যে মৃত বলে মনে হচ্ছে। সমস্ত দেহে বিষের লক্ষণ! তবে কি বিষপান করেছে। (পরীক্ষা করিয়া) এখনও সময় আছে। চেষ্টা করলে জীবন রক্ষা করা যেতে পারে। জয় ভগবান! তোমার সৃষ্ট এমন অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যকে তুমি অকালে ধ্বংস করে দিও না, ধ্বংস করে দিও না।

[কোলে লইয়া প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

ফৌজদারের প্রাসাদ

নর্ত্তকীরা নাচ গান করিতেছে

নর্ত্তকীগণ। **গীত**

এ যৌবন জল তরঙ্গ কে রোধিতে পারে গো
কে রোধিতে পারে।
জোয়ার এলে নদীর বুকে দুকুল ভেঙ্গে ছাড়েগো
দুকুল ভেঙ্গে ছাড়ে॥
গাঙেতে তুফান জাগে,
পালেতে বাতাস লাগে
আমার নূতন তরি ভাসলো বেগে
কে রোধিবে তারে গো
কে রোধিবে তারে॥
ভাঙিয়া বালির বাঁধ
পুরায়ে মনের সাধ
জোয়ার গাঙে স্রোত এসেছে
থির থাকতে নারে গো
থির থাকতে নারে॥

আমীর আলীর প্রবেশ

আমীর। এই যে চামচিকে সুন্দরীর দল। যদি বাঁচতে চাও—তবে—"রণে ভঙ্গ দিয়ে সবে কর পলায়ন"।

নর্ত্তকী। কেন?

আমীর। হুজুরের মেজাজ বিলকুল খারাপ। কার ধড় থেকে কখন যে কার মাথা নেমে যাবে তা' কেউ বলতে পারেনা। অতএব—এস।

[নর্ত্তকীদের প্রস্থান

হঠাৎ হুজুরের এই ভাবান্তরের কারণ কি? মৌতাতের আসর ছেড়ে একেবারে রুদ্রমূর্ত্তি!

একখানা পত্র হস্তে গম্ভীর রহিমউদ্দিনের প্রবেশ

রহিম। আমীর আলি!

আমীর। জনাব!

রহিম। বাংলার নবাবের কাছে ইংরেজ কোম্পানীর অত্যাচারের প্রতিকার চেয়ে আমি পত্র দিয়েছিলাম। তা জান?

আমীর। জানি। খুব ভাল কাজ করেছিলেন। শালা সাদা চামড়াদের শায়েস্তা না করলে মান-মর্যাদা কিছুই থাকছে না।

রহিম। কিন্তু শায়েস্তা হচ্ছে কৈ?

আমীর। কেন? নবাববাহাদুর তো ইচ্ছা করলেই বিড়াল চক্ষুদের কান ধরে হিড় হিড় করে টেনে-দেশ থেকে বের করে দিতে পারেন।

রহিম। ইংরেজ জুজুর ভয়ে আমাদের নবাব কেঁচো হয়ে গেছে।

আমীর। আপনি কেঁচোকে খুঁচিয়ে সাপ করে তুলুন, হুজুর।

রহিম। আমার পত্রের উত্তরে নবাব লিখেছেন—"ইংরেজের স্বৈরাচারে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা বর্ত্তমানে বাংলার নবাবের নেই। তাই সহ্য করে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।"

আমীর। এ নেহাৎ মন্দ কথা নয়, জনাব। গুলী আর সরাপের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকলে গায়ের চামড়া নাকি গণ্ডারের চামড়ার চেয়েও পুরু হয়ে যায়। তখন মান-অপমান কিছু গায়ে বেঁধে না। দোজাকটাই নাকি তখন বেহেস্ত বলে মনে হয়।

রহিম। রহস্য নয় আমীর! ইংরেজের,এই স্পর্দ্ধা আমি কিছুতেই বরদাস্ত করতে পাচ্ছি না।

আমীর। কি করতে চান?

রহিম। আমরা মুসলমান। সারা দুনিয়ায় সবার উপর কর্ত্তৃত্ব করার জন্যই আমাদের পয়দা। তা জান?

আমীর। তা আর জানিনা, হুজুর। এর জন্যইতো বাড়ীতে হামেশা বিবিটাকে গরুপেটা করে আমাদের জাতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করি।

রহিম। আমিও সেই শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করবো, আমীর। ইংরেজদের এ দেশ থেকে তাড়াবো।

আমীর। সাহেবের সেই জুতোর ঠোক্কর হুজুরের মুখে কি বেশী লেগেছে?

রহিম। মুখে নয় আমীর কলিজায় লেগেছে। সামান্য বেনিয়ার জাত—সাত সমুদ্র তের নদী পার হতে এসে—রাজার জাত আমি—আমাকে জুতি দেখিয়ে যায়। উঃ! রাগে আমার সমস্ত শরীর জ্বলে খাক হয়ে যাচ্ছে।

আমীর। ঘোল খেয়ে নিন হুজুর—ঘোল খেয়ে নিন। শরীর একদম ঠাণ্ডি বরফ হয়ে যাবে।

রহিম। না আমীর। ইংরেজকে আমি দেশ থেকে তাড়াবো।

আমীর। কি করে জনাব? সরাপের নদীতে বান তুলে ইংরেজকে ভাসিয়ে দিতে চান?

রহিম। সরাপ নয় কামান।

আমীর। একেবারে কা-মা-ন!

রহিম। হ্যাঁ কামান। বাংলা থেকে আমি ইংরেজকে কামানের মুখে উড়িয়ে দিয়ে মুসলমানের ইজ্জৎ রক্ষা করবো।

আমীর। হুজুর! বাংলার নবাব যেখানে অপারগ—সেখানে

আপনার এই বাড়াবাড়ি কি ঠিক হবে ? পরিনামে হয়তো এই ফৌজদারী-টুকুও যাবে।

রহিম। তাহলে কি তুমি চাও যে আমি ইংরেজের অপমান সহ্য করে যাই !

আমীর। সহ্য করতে বলিনা—তবে ভবিষ্যতে যাতে অপমান না হতে হয় সেই ব্যবস্থা করুন।

রহিম। কি ভাবে ?

আমীর। দুর্দৈব নাশের জন্য লোকে পীরের দরগায় সিন্নী দেয়। আপনিও অপমান নাশের জন্য শ্বেতাঙ্গ পীরের ভালভাবে সিন্নী দিয়ে চলুন। দেখবেন তাদের দয়া হলে বাংলার মসনদও বেশী দূরে থাকবে না।

রহিম। তাও কি সম্ভব ?

আমীর। মহামান্য মীরজাফর খাঁ কার অনুগ্রহে নবাব জনাব ? ইংরেজের নয় কি ?

রহিম। সে কথা অস্বীকার করা যায় না। অতএব—

আমীর। অতএব নামাজা রোজা পূজা অর্চ্চনা সব বন্ধ—

"ইংরেজের শ্রীচরণ ভজ নিষ্ঠা করি
নাম মাত্র মসনদ পাবে তাড়াতাড়ি।"

একজন সিপাহী সহ বন্দী মহেন্দ্র ও সত্যানন্দের প্রবেশ

প্রহরী। (অভিবাদনান্তে) হুজুর !

রহিম। কে এরা ?

প্রহরী। ডাকু—সন্ন্যাসী।

রহিম। এই এক বিভীষিকা ! যাও আজকের মত এদের ঠাণ্ডি-গারদে রেখে দাও।

মহেন্দ্র। আমাদের অপরাধ ?

আমীর। পিপীলিকার পক্ষোদ্গমে যে অপরাধ।

সত্যানন্দ। আমরা নিরীহ ব্রহ্মচারী! পক্ষোদ্গম আমাদের তো হয়নি।

রহিম। (সব্যাঙ্গে) তবে কি আমার?

সত্যানন্দ। আমি কি তা বলতে পারি।

রহিম। বেয়াদব। একটা ফৌজদারকে এমন অসম্মানজনক কথা বলতে তোমার ভয় হলোনা বৃদ্ধ?

সাত্যানন্দ। জীবন সায়াহ্নে যারা উপস্থিত—তাদের আর ভয় করে লাভ কি, ফৌজদার? ভয় বরং তোমাদের মত নবীন যুবকের।

মহেন্দ্র। আমার স্ত্রী কন্যার মৃতদেহ নদীর তীরে পড়ে আছে। এ ভাবে অকস্মাৎ আমাকে বন্দী করে আনার কি কারণ আমি বুঝে উঠতে পাচ্ছিনা।

রহিম। এই সব সন্ন্যাসীর দল অত্যাচারী দস্যু। এদের সঙ্গে যে থাকবে সেই বন্দী-যোগ্য অপরাধী।

মহেন্দ্র। কিন্তু আমার স্ত্রী-কন্যার শবদেহের এখনও কোনও সৎকার হয়নি।

রহিম। বনে শেয়াল কুকুরের অভাব নেই। তারাই তোমার স্ত্রী-কন্যার সুব্যবস্থা করবে!

মহেন্দ্র। হুঃ! সামান্য ফৌজদারের পদ পেয়ে ধরাকে সরাজ্ঞান করোনা। পরিণাম তার ভয়াবহ।

আমীর। পরিণাম। হাঃ হাঃ হাঃ। এ আহাম্মক বলে কি? ফৌজদারের আবার পরিণাম। আরে মূর্খ, ফৌজদার সাহেব যদি দোজাকেও যান তবে আমাদের মত রসিক সুজন সঙ্গে থাকলে দোজাকও তাঁর গুলজার হয়ে যাবে। কি বলেন, হুজুর?

রহিম। প্রয়োজন হয় আমি দোজাকেই যাবো। তবু এই সব

ভিখারীর রক্ত চক্ষু আমি সহ্য করতে পারবো না। (সিপাহীকে) যা— এদের কারাগারে নিয়ে যা।

মহেন্দ্র। এই কি বিচার ?

রহিম। পশু হত্যার আবার বিচার !

মহেন্দ্র। [ক্রোধে] ফৌজদার !

আমীর। আহা হা চট কেন—বাবা ! শিকার পেলে বাঘ কি কোন দিন বিচার করে খায় ?

সত্যানন্দ। কিন্তু বিনাদোষে আমাদের কারারুদ্ধ করলেও ধরে রাখতে তুমি পারবে না, ফৌজদার।

রহিম। ঠাণ্ডি গারদের আস্বাদ তো পাওনি, তাই বড়াই করছ।

মহেন্দ্র। ঠাণ্ডি গারদ ?

আমীর। একেবারে বেহস্ত বাস। একবার ঢুকলে জীবনে আর নরলোকে আসতে হয় না।

মহেন্দ্র। বিনা বিচারে নিরপরাধকে শাস্তি দিয়ে তুমি নিজের মৃত্যুকেই আহ্বান করছ, ফৌজদার।

রহিম। পাগলের প্রলাপ শোনবার আমার অবকাশ নেই। যা নিয়ে যা।

মহেন্দ্র। পাগল। পাগল। সত্যসত্যই যেদিন এই সব সাধারণ সুস্থ মানুষ তোমাদের অত্যাচারের কষাঘাতে জর্জ্জরিত হয়ে পূর্ণ পাগল হয়ে উঠবে, সেদিন স্মরণ রেখো মদগর্ব্বী ফৌজদার, তোমার এই সুখের প্রাসাদ এদের পায়ের চাপে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে।

[সত্যানন্দ ও মহেন্দ্রকে বন্দী টানিয়া লইয়া গেল

রহিম। আমীর আলী !

আমীর। জনাব আলী।

রহিম। সৈন্যদের আমার হুকুম জানিয়ে দাও, আজ থেকে সন্ন্যাসী দেখলেই তাদের বন্দী না করে বিনা বিচারে যেন কুকুরের মত গুলি করে হত্যা করা হয়।

আমীর। এতে যে প্রজারা ক্ষেপে উঠবে হুজুর।

রহিম। উঠুক। কোন ক্ষিপ্ততাকেই আর আমি ভয় করিনা। রক্ত—রক্ত—এই সব কটুভাষী অত্যাচারী সন্ন্যাসীদের আমি তপ্ত রক্ত দেখতে চাই।

রোশেনারার প্রবেশ

রোশেনারা। হ্যাঁ হ্যাঁ তপ্ত রক্ত—তাজা টক্‌টকে লালরক্ত।

রহিম। তুমি ?

রোশেনারা। আমিও রক্ত চাই। এই দেখ আমি অঞ্জলি পেতে দাঁড়িয়েছি! রক্ত দাও—রক্ত দাও।

রহিম। তুমি রোশেনারা নও ?

রোশেনারা। রো-শে-না-রা! হাঃ হাঃ হাঃ! কিন্তু তুমি—তুমি কে ? সারা বাংলায় আমার নাম ধরে ডাকে—কে—কে তুমি ?

আমীর। উন্মাদ—উন্মাদ হুজুর—বদ্ধ উন্মাদ।

রহিম। উন্মাদ! কিন্তু সেই মুখ, সেই চোখ, সেই সব, অথচ আজ কত কুৎসিৎ। হায় নারী! তোমার জন্য আমার দুঃখ হয়।

রোশেনারা। দুঃখ! হাঃ হাঃ হাঃ! ভণ্ড শয়তান।

আমীর। শয়তান!

রোশেনারা। হ্যাঁ—হ্যাঁ শয়তান। লুকিয়ে ছিল—আজ পেয়েছি।

রহিম। কি বলছ নারী ?

রোশেনারা। চিনেছি—চিনেছি তোমায় আমি ঠিক চিনেছি। তুমি —তুমি—তুমিই পারবে আমার রক্ত তৃষ্ণা দূর করতে।

রহিম। রোশেনারা।

আমীর। নারী।

রোশেনারা। রাতের অন্ধকারে যে আমার সর্ব্বস্ব লুটে নিয়েছিল—দিনের সুস্পষ্ট আলোকে আমি তার জীবন গ্রহণ করবো। হাঃ হাঃ হাঃ!

হঠাৎ বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে একটি ছুরি বাহির করিয়া রহিমউদ্দিনকে আক্রমণ করিল

রহিম। (সভয়ে) আমীর!

আমীর। সাবধান নারী।

ছুরিকা কাড়িয়া লইল

রোশেনারা। ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও। শুনতে পাচ্ছ না, আকাশে বাতাসে একটা ক্রন্দনের ধ্বনি। কাঁদছে—কাঁদছে—আমার স্বামীর তৃষিত আত্মা কাঁদছে। আমার নারীত্ব কাঁদছে। সারা বাংলার নারী সমাজ আজ চোখের জলে ভাসছে। ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও।

রহিম। ছেড়ে দেব। শয়তানী। একদিন তোকে অনুগ্রহ করেছিলাম, বুকে ধরেছিলাম, আর আজ আজ তোকে দেব পদাঘাত!

পদাঘাত—রোশেনারা পড়িয়া গেল

আমী। হুজুর!

রহিম। ফৌজদার রহিমউদ্দিনের বিলাসের বস্তু ফণা ধরে উঠলে—তার পুরস্কার এই হয়, আমীর আলী!

[প্রস্থান

রোশেনারা ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল। রোষে ক্ষোভে কাঁপিতেছে

রোশেনারা। পুরস্কার! পুরস্কার! নিতে হবে—নিতে হবে। সন্ধান যখন পেয়েছি—তখন আজ হোক কাল হোক স্বামীহত্যা, নারীত্ব লুণ্ঠনের

পুরস্কার তোকে নিতেই হবে। রক্ষা নাই—নিস্তার নাই—অব্যাহতি নাই! হাঃ হাঃ হাঃ।

[প্রস্থান

আমীর। ঠিক, ঠিক বলেছ নারী, এই অধঃপতিত শাসক সম্প্রদায়ের বিনাশ অতি ধ্রুব। খোদা, পবিত্র ইসলাম ধর্ম্মের ভজনা করে যারা এমনিভাবে পরস্ত্রীর পবিত্রতা নষ্ট করে—মুসলমান হয়েও যারা সরাপের নেশায় মশগুল হয়ে যায় তাদের তুমি ধ্বংস কর প্রভু। ইসলামকে তুমি ব্যাধিমুক্ত কর!

[প্রস্থান

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

নিমির বাড়ী

সুকুমারী কোলে জীবানন্দের প্রবেশ

জীবানন্দ। নিমি—ও নিমি—ও পোড়ার মুখী—বলি ও নিমাই সুন্দরী।

যুবতী নিমির প্রবেশ

নিমি। কে? কে ডাকে? একি দাদা! ওমা মেয়ে! মেয়ে কোথায় পেলে? বিয়ে করলে নাকি আবার? একি তার মেয়ে?

জীবানন্দ মেয়েকে নিমির কোলে দিল

জীবানন্দ। থাম্—থাম্ বাঁদরী। আমার আবার মেয়ে। আমাকে কি হেঁজি পেঁজি সন্ন্যাসী পেলি না কি?

নিমি। মেয়েটি আমাকে দেবে?

জীবানন্দ। নিয়ে কি করবি?

নিমি! দুধ খাওয়াবো, কোলে করব, মানুষ করব।

চোখে জল

জীবানন্দ। আঃ মর! আবার কাঁদিস কেন?

নিমি। মেয়েটিকে দেখে আমার খোকনের কথা মনে পড়ে গেল। তাই পোড়া চোখে জল এসেছে।

জল মুছিল

জীবানন্দ। তুইতো ভারি বোকা মেয়ে! আরে, যে গেছে তার জন্য শোক করে লাভ কি বলতো? ওতো তোর নয়। তোর হলে নিশ্চয়ই থাকতো।

নিমি। মনটা যে মানে না, দাদা। এ মেয়েটি আমাকে দাও। আমি ওকে মানুষ করি। বড় হলে না হয় নিয়ে যেয়ো।

জীবানন্দ। তা নে। নিয়ে মরগে যা। আমি এসে মধ্যে মধ্যে দেখে যাবো। ওটি কিন্তু কায়েতের মেয়ে। বুঝলি?

নিমি। বুঝলাম।

জীবানন্দ। তাহ'লে চল, দুটো ভাত দিবি খেয়েনি।

নিমি। চল ভেতরে, যাই।

জীবানন্দ। চল!

[উভয়ের প্রস্থান

মলিন বসনা রুক্ষ কেশা শান্তির প্রবেশ

শান্তি। দেখতে দেখতে তিনটি বছর কেটে গেল। যে সুখের আশায় মুক্ত বিহঙ্গিনী আমি সুদূর এই ভরুইপুরে এসে ঘর বাঁধলাম—সে তো অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে গেল। ভগবান, এখনও কি স্বামীর আমার ব্রত উদ্‌যাপন করার লগ্ন আসেনি? এখনও কি শান্তির দুঃখ নিশার অবসান হয়নি!

নেপথ্যে।　　　　গীত

সখি রে!
হামার দুঃখকো নাহি ওর।
ই ভরা বাদর　　　　মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির ভেল মোর॥

শান্তি। সত্য—অতি সত্য গায়ক ; বিরহিণী শ্রীরাধার মত আমার মন্দিরও আজ শূন্য। কতদিন যেন কত যুগ তাঁর মুখ আমি দর্শন করিনি—তাঁর একটা সুসংবাদ পর্য্যন্ত পাইনি। দর্শন না হোক—অন্ততঃ তাঁর একটা সংবাদও আমায় এনে দাও, ঠাকুর!

নিমির পুনঃ প্রবেশ

নিমি। ওমা! বৌদি যে! তুমি হঠাৎ?

শান্তি। একলা ভাল লাগছিল না—তাই ভাবলাম যাই, একবার নিমি সুন্দরীর চাঁদমুখখানা দেখে আসি।

নিমি। হ্যাঁ বউদি, তোমার ভাল শাড়ী নেই?

শান্তি। কেন থাকবে না! সেই যে ঢাকাই শাড়ীটা যার ওপর তোর খুব লোভ!

নিমি। তাহলে চল, শাগ্‌গীর শাড়ীটা পড়ে আসবে। দাদা এসেছে।

শান্তি। সত্যি?

নিমি। সত্যি-সত্যি-তিন সত্যি। খেতে বসেছে।

শান্তি। তোর ঘরে?

নিমি। হ্যাঁ এখন চল। শাড়ীটা পরে মাথার চুলটা একটু বেঁধে নেবে চল।

শান্তি। না। স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে হয়, এই ছেঁড়া কাপড়েই দেখা করবো। প্রসাধনের প্রাচুর্য্য দেখিয়ে স্বামীর চোখে আমি চমক লাগাতে চাই না।

নিমি। তুমি ভারি একগুঁয়ে বউদি। এই জন্যই তো দাদা তোমায় ছেড়ে গেছে।

শান্তি। তা আমাকে ছেড়ে যদি তোকে ধরেই সুখ পায়—মন্দ কি!

নিমি। (শান্তির মুখ চাপিয়া ধরিয়া) তুমি ভারি অসভ্য। চল—পাশের ঘরে গিয়ে একটু বসবে। দাদাকে আগে আমি বাজিয়ে নিই।

জীবানন্দ। (নেপথ্যে) ওরে ও নিমি আর কিছু আছে ?

নিমি। আছে। যাচ্ছি। সর্ব্বনাশ হয়েছে বউদি। ঘরে যা ভাত তরকারী ছিল, সব দিয়ে এসেছি। আর তো কিছুই নেই।

জীবানন্দ। (নেপথ্যে) কইরে ? শীগ্গীর আয়।

নিমি। এক আছে একটা বড় কাঁঠাল। যাই, তাই দিয়ে ওকে ঠাণ্ডা করিগে।

[নিমির প্রস্থান

শান্তি। দীর্ঘ তিন বছর পরে স্বামী দর্শন হবে। কিন্তু মনটা এমন চঞ্চল হয়ে উঠেছে কেন ? একি আনন্দ—না আর কিছু ? যাঃ। চোখে আবার জল আসে যে ! না—না—অধৈর্য্য হলে চলবেনা। কর্ত্তব্যনিষ্ঠ স্বামীকে চোখের জল দেখিয়ে ব্যথা দেওয়া চলবে না।

[শান্তির প্রস্থান

ক্ষণপরে ঢেকুর ছাড়িতে ছাড়িতে জীবানন্দের প্রবেশ। পশ্চাতে আসিল নিমি

নিমি। পেট ভরেছে তো, দাদা ?

জীবানন্দ। তা এক রকম ভরেছে। সের খানেক চালের ভাত—কাঁচা কলাইয়ের ডাল—ডুমুরের ডালনা—রুই মাছের ঝোল—সের দেড়েক দুধ—তার উপর আস্ত একটা কাঁঠাল। নেহাৎ মন্দ হয়নি। হ্যারে তোদের গাঁয়ে বুঝি দুর্ভিক্ষ আসেনি ?

নিমি। তেমন নয়। বিশেষতঃ চারিদিকে অনাবৃষ্টি হলেও এ গাঁয়ে প্রচুর বৃক্ষাদি থাকায় কিছুটা বৃষ্টি হয়েছিল।

জীবানন্দ। এ খুব খাঁটি কথা। যেখানে ঘন জঙ্গল বা বন থাকে সেখানে বৃষ্টি হয়। এই বনকে উচ্ছেদ করেই দেশে আজ এত অনাবৃষ্টি।

মানুষকে যদি বাঁচতে হয়—তবে পূর্ণ উদ্যমে বৃক্ষরোপণ করে আবার বন সৃষ্টি করতে হবে। বনেই বৃষ্টি, বৃষ্টিতেই শস্য, শস্যই মানুষের জীবন।

নিমি। আমার একটা কথা রাখবে, দাদা ?

জীবানন্দ। কি ?

নিমি। একবার বউদিকে ডাকবো ?

জীবানন্দ। কি। যা বলার নয়—তুই আমাকে তাই বলিস্। দে আমার মেয়ে ফিরিয়ে। আর একদিন এসে তোর চাল ডাল সব ফিরিয়ে দেবো। তুই বাঁদরী—তুই পোড়ারমুখী।

নিমি। সব স্বীকার। তবু বল—একবার বউদিকে ডাকি।

জীবানন্দ। আমি চল্লাম।

নিমি পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল

নিমি। আমায় না মেরে ফেলে তুমি একপাও যেতে পারবে না।

জীবানন্দ। জানিস—আমি কত লোক মেরেছি ?

নিমি। (রাগিয়া) বেশ করেছ। বড় কীর্ত্তিই করেছ। স্ত্রী ত্যাগ করবে—মানুষ মারবে—ডাকাতি করবে—বংশের মুখ উজ্জ্বল করবে।

জীবানন্দ। (সক্রোধে) নিমি।

নিমি। না-না—তোমাকে আমি ভয় করিনা। তুমিও যেই বাপের সন্তান—আমিও সেই বাপেরই সন্তান। মানুষ মারা যদি বড়াইয়ের কথা হয়—তবে আমায় মেরে ভাল করে বড়াই কর।

নিমির ক্রোধ দেখিয়া জীবানন্দ হাসিয়া উঠিল

জীবানন্দ। যা—কোন পাপিষ্ঠাকে ডাকবি—ডেকে নিয়ে আয়। কিন্তু সাবধান। ফের যদি এমন কথা বলবি—তবে তোকে কিছু বলি না বলি—সেই শালার ভাই শালা তোর সোয়ামীকে মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে গাধায় চড়িয়ে দেশ থেকে বার করে দেব।

নিমি। দিও। তাহলে আমিও বাঁচি। '

[হাসিতে হাসিতে নিমির প্রস্থান

জীবানন্দ। তিনটি বসন্ত পরে যেন তিন যুগ পরে আমার শান্তি আসছে। কিন্তু এ মুখ তাকে কি করে দেখাবো ? এই দীর্ঘদিন পরে কি বলে তাকে সম্ভাষণ করবো ? না, জানি কত কষ্টেই সে দিনাতিপাত করছে। ভগবান, ভগবান, তুমি বল—আমার কি কর্ত্তব্য ?

আকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিল। শান্তি আসিয়া তাহার হাত ধরিল

জীবানন্দ। শান্তি।

শান্তি। ছিঃ! কেঁদোনা। আমি জানি তুমি আমার জন্যই কাঁদছ। কিন্তু কেন কাঁদ ? আমি তো অসুখে নেই।

জীবানন্দ। শান্তি!

শান্তি। কি ?

জীবানন্দ। কেন দেখা করলাম ?

শান্তি। কেন করলে ? তোমার যে ব্রতভঙ্গ হলো।

জীবানন্দ। হোক্—তার প্রায়শ্চিত্ত আছে। তার জন্য আমি ভাবিনা। কিন্তু তোমাকে দেখে আর যে আমি ফিরে যেতে পাচ্ছিনা, শান্তি।

শান্তি। দেশসেবক তুমি। দেশের জন্য তোমাকে যে ফিরে যেতেই হবে।

জীবানন্দ। দেশ। দেশ নিয়ে আমি কি করবো ?

শান্তি। দেশের মানুষের দুঃখ দূর করবে।

জীবানন্দ। তোমা হেন স্ত্রীকে যে ত্যাগ করেছে—তার চেয়ে দুঃখী দেশে আর কে আছে ?

শান্তি। পরের সেবা করাই যে সন্তানের ধর্ম্ম।

জীবানন্দ। ধর্ম্ম! আমার সকল ধর্ম্মের সহায় তুমি। সে সহায় যে ত্যাগ করেছে—তার আবার সন্তান ধর্ম্ম! না—না—সন্তান ধর্ম্ম আমি চাই না—তাদের অর্জ্জিত পৃথিবীও আমি চাইনা। আমি চাই তোমাকে। তুমি আমার স্বর্গ—তুমিই আমার ধর্ম্ম—তুমিই আমার সব।

শান্তি। ছিঃ। তুমি বীর। আমার বড় গর্ব্ব যে আমি বীরপত্নী। একটা সামান্য নারীর জন্য তুমি বীরধর্ম্ম ত্যাগ করবে! না—না—তা তুমি করো না। তেমন সুখ আমি চাই না।

জীবানন্দ। শান্তি!

শান্তি। শুধু একটি কথা বলে যাও—আমার সঙ্গে পুনঃ দেখা না হওয়া পর্য্যন্ত তুমি প্রায়শ্চিত্ত করবে না।

জীবানন্দ। তোমাকে না দেখে আমি প্রায়শ্চিত্ত করবো না! মৃত্যুর জন্য আমার কোন তাগিদও নেই। শুধু দুঃখ এই তোমাকে নয়ন ভরে দেখবার আমার অবসর নেই।

শান্তি। (প্রণাম করিয়া) তাহলে যাও। আমার জন্য ভেবো না। বীরধর্ম্ম কোন কারণেই কলংকিত করো না।

জীবানন্দ। ভগবান বুকে বল দাও—শান্তিকে সুখী কর। আমার সন্তান ধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রাখ!

[প্রস্থান

শান্তি একদৃষ্টে জীবানন্দের গমন পথের দিকে তাকাইয়া রহিল। চোখে জল।

নিমির পুনঃ প্রবেশ

নিমি। হাতে পেয়েও ছেড়ে দিলে, বউদি?

শান্তি। ধরতে যারা জানে—ছেড়ে দিয়েই তাদের আনন্দ।

নিমি। এ ভাবে স্বামীকে বিদায় দিতে তোমার কষ্ট হলো না ?

শান্তি। কষ্ট !···না—কষ্ট কিসের ! আমার স্বামী দেশসেবক—আনন্দমঠের সন্তান। তুচ্ছ ধরে রাখার আনন্দের চেয়ে এ যে কত বড় আনন্দের তা তুই বুঝবি না, ভাই।

নিমি। যুদ্ধ হাঙ্গামা করে—বলা তো যায় না—দাদা যদি কোন-দিন—

থামিয়া গেল

শান্তি। মরে যায়—না, যাবে। ক্লীব করে স্বামীকে ঘরের কোণে আট্‌কে রেখে সধবা থাকার চেয়ে—দেশের কল্যাণে যুদ্ধে পাঠিয়ে বিধবা হওয়া অনেক গৌরবের।

[উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

কারাগার

১। বহির্ভাগ

একজন প্রহরী বন্দুক হস্তে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পাহারা দিতেছে

প্রহরী। ঝকমারী—বহুৎ ঝকমারী। য়্যাইসা নোকরী বহুৎ ঝকমারী। মাহিনা মাহিনা তলব মিল্‌তে নেহি—থোড়া আমোদ ভি মিলতে নেহি—বাংলা মুলুকমে খানেকো ভি আচ্ছা চিজ্‌ মিল্‌তে নেহি।

স্ত্রী বেশী ধীরানন্দ ও ফেরিওয়ালা বেশী প্রেমানন্দের প্রবেশ। প্রেমানন্দ গান করিতেছে। ধীরানন্দ উৎকটভাবে নাচিতেছে

প্রেমানন্দ। **গীত**

ম্যায় দিল্লীকা লাড্ডু লে আয়া লে—আয়া।
যো খাতে হ্যায় ওয়ে পস্তাতা,
যো না খাতে উসকা আপসোস্
খানেছে বুঢঢা যোয়ানি বনতা
ইয়ে বেহেস্ত কা মেওয়া রে
ইয়ে বেহেস্ত-কা মেওয়া॥

ধীরানন্দ। লিজিয়ে সাব—দিল্লিকা লাড্ডু।

প্রহরী। দিল্লিকা লাড্ডু?

প্রেমানন্দ। **গীত**

ইয়ে জিন্দেগী বরবাদ হো যাতা
যো না ইসকা মিঠি রস পীতা
দুনিয়ামে ইয়ে আচ্ছি চীজ
লে লে মিঞা বাবু ভাইয়া॥

প্রহরী। সাঁচ—দিল্লীকা লাড্ডু?

ধীরানন্দ। জী—জনাব। ইয়ে সাঁচ দিল্লীকা লাড্ডু। মহব্বৎছে বহুৎ আচ্ছা চীজ্। লিজিয়ে সাব!

লাড্ডু দিল—প্রহরী খাইতে লাগিল

প্রহরী। বহুৎ আচ্ছা চীজ্। কেতনা দেনে পড়ে গা?

ধীরানন্দ। যো হুজুরকা মেহেরবাণী।

প্রহরী। তুম বহুৎ আচ্ছা আদমী।

ধীরানন্দ। আউর লিজিয়ে সাব।

লাড্ডু দিতে লাগিল। প্রহরী খাইতে লাগিল। লাড্ডুর ভিতর তীব্র ধুতরার রস ছিল

প্রহরী। ক্যায়া দোকানী? মেরা আঁখ কাহে মুদকে আতা হ্যায়?

ধীরানন্দ। লাড্ডুকা এহি ধরম সাব। উসকা মৌজ বলতা হ্যায়।

প্রহরী। (শুইয়া পড়িল) মৌজ—ঠিক হ্যায়। তুম হিয়াপর খাড়া রও। হাম থোড়া নিদ্ যায়েগা।

ঘুমাইয়া পড়িল

ধীরানন্দ। প্রেমানন্দ!

স্ত্রীবেশ পরিত্যাগ

প্রেমানন্দ। কি গোঁসাই?

ধীরানন্দ। ধুতরো মিশ্রিত লাড্ডু খেয়ে খাঁ সাহেব তো একেবারে ভূমিশয্যায়। চল শালার পোষাক খুলে নিয়ে ঐ গর্ত্তের ভেতর ফেলে দিই গে। ঠাণ্ডা নরম কাদায় খাঁ সাহেব ঘুমুবেন বেশ আরামে। হাঃ হাঃ হাঃ!

[প্রহরীকে লইয়া উভয়ের প্রস্থান

২। অন্তর্ভাগ

বন্দী সত্যানন্দ ও মহেন্দ্রের প্রবেশ

সত্যানন্দ। আনন্দ কর মহেন্দ্র—আনন্দ কর। আজ আমরা কারাগারে এ বড় আনন্দের। বল—হরে মুরারে।

মহেন্দ্র। (কাতর স্বরে) হরে মুরারে····· ।

সত্যানন্দ। কাতর কেন বাপু? এ মহাব্রত গ্রহণ করলে স্ত্রী কন্যাতো অবশ্য ত্যাগ করতে হতো। তবে দুঃখ কেন?

মহেন্দ্র। আমার স্ত্রী কন্যাকে কুকুর শেয়ালে খাচ্ছে। এ সময় আমাকে কোন ব্রতের কথা বলবেন না।

সত্যানন্দ। নিশ্চিন্ত থাক। সন্তানেরা তাদের উপযুক্ত ব্যবস্থা করেছে।

মহেন্দ্র। কি করে জানলেন?

সত্যানন্দ। জানবার শক্তি আমরা অর্জ্জন করেছি। স্থির জেনো মহেন্দ্র, আজ রাত্রেই তুমি কারামুক্ত হবে।

মহেন্দ্র। হুঃ

সত্যানন্দ। বিশ্বাস হলো না? অপেক্ষা কর। এক্ষণি আমার কথার সত্যতা বুঝতে পারবে।

প্রহরীর বেশে ধীরানন্দের প্রবেশ

ধীরানন্দ। মহেন্দ্র সিংহ কার নাম?

মহেন্দ্র। আমার।

ধীরানন্দ। তোমার খালাসের হুকুম হয়েছে।

মহেন্দ্র। সত্য?

সত্যানন্দ। এগিয়ে দেখ।

[মহেন্দ্রের প্রস্থান

ধীরানন্দ। আপনিও যান, মহারাজ: আমি আপনার জন্যই এসেছি।

সত্যানন্দ। না ধীরানন্দ, এ ভাবে চোরের মত আমি কারাগার থেকে যাবো না।

ধীরানন্দ। কেন প্রভু?

সত্যানন্দ। আজ সন্তানের পরীক্ষা। আমি দেখতে চাই—এই সামান্য কারাগার ভেঙ্গে তোমরা আমাকে ছিনিয়ে নিতে পার কিনা।

ধীরানন্দ। আমরা পরীক্ষাই দেব, প্রভু। সংঘর্ষের ভিতর দিয়েই আপনাকে আমরা মুক্ত করে নিয়ে যাবো।

[ধীরানন্দের প্রস্থান

মহেন্দ্রের পুনঃ প্রবেশ

সত্যানন্দ। একি! ফিরলে যে?

মহেন্দ্র। আপনি সত্যি মহাপুরুষ। তাই স্থির করলাম—আপনার সঙ্গ ছেড়ে আমি যাবোনা।

সত্যানন্দ। তবে থাক। উভয়েই অন্য প্রকারে মুক্তি নেবো।

নেপথ্যে। শত্রু! শত্রু! সামাল।

নেপথ্যে। ভাই সব, কারাগার ভেঙ্গে ফেল—ভেঙ্গে ফেল!

সত্যানন্দ। ঐ শোন আমাদের মুক্তি আসছে। এস আমরাও প্রস্তুত হই।

জামার অভ্যন্তর হইতে দুইটি পিস্তল বাহির করিয়া একটি মহেন্দ্রকে দিল

মহেন্দ্র। একি! পিস্তল!

সত্যানন্দ। হাঁ্যা পিস্তল! শত্রু দমনের জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকি!

রহিম। (নেপথ্যে) সৈন্যগণ, বিদ্রোহী সন্ন্যাসীদের আক্রমণ কর। হত্যা কর।

ভবানন্দ। (নেপথ্যে) ফৌজদারকে প্রমোদশুদ্ধ সমাধি দাও। কারাগার ভেঙ্গে ফেল। গুরুদেবকে রক্ষা কর।

নেপথ্যে ভীষণ গোলমাল। তরবারি হস্তে রহিমউদ্দিনের প্রবেশ

রহিম। যুদ্ধে হেরে গেলেও বন্দীকে আমি হত্যা করে যাবো।

তরবারি উত্তোলন মহেন্দ্র পিস্তল তুলিল

মহেন্দ্র। সামাল ফৌজদার। তোমার সামনে মৃত্যু।

রহিম। ইয়া আল্লা! বন্দীর হাতে পিস্তল। আমীর আলী।

[দ্রুত পলায়ন

সত্যানন্দ। গুলি করো না মহেন্দ্র। যেতে দাও।

মহেন্দ্র। হত্যা করাই ওকে উচিত ছিল।

সত্যানন্দ। তার চেয়ে বেশী উচিত—ভবিষ্যতের মুখ চেয়ে গুলির অপচয় না করা।

ভবানন্দের অন্যান্য সন্তানগণ সহ প্রবেশ

ভবানন্দ। পথ মুক্ত আপনি আসুন গুরুদেব।

সত্যানন্দ। এস মহেন্দ্র। একটা কথা মনে রেখ, ভবানন্দ, অনর্থক জীবহত্যায় আমার অনুমোদন নেই।

[মহেন্দ্র সহ প্রস্থান

ভবানন্দ। ভাই সব! এবার চল ফৌজদারের ঐ পাপের প্রাসাদ ভেঙ্গে সমভূমি করে আমরা বিজয় অভিযানে অগ্রসর হই।

ধীরানন্দের প্রবেশ

ধীরানন্দ। শত্রুর দল কামান সাজিয়ে আমাদের ঘিরে ফেলতে আসছে, ভবানন্দ। বুঝি নিস্তার নেই।

ভবানন্দ। আসুক কামান—সাজুক অযুত শত্রু—তবু আমরা ভয় পাবো না—পশ্চাৎপদ হবো না—মৃত্যুর কাছে মাথা নোয়াবো না।

সশস্ত্র জীবানন্দের প্রবেশ

জীবানন্দ। মৃত্যুকে দুপায়ে দলে আমরা মৃত্যুঞ্জয়ী হবো!

নেপথ্যে কামান গর্জ্জন

ভবানন্দ। এত শীঘ্র কামান গর্জ্জন!

জীবানন্দ। গর্জ্জুক কামান—উঠুক প্রলয়ের হুংকার। তবু আমরা পেছু হটবো না। যিনি মধু কৈটভ বিনাশ করেছে—যার চক্রের নির্ঘোষে মৃত্যুঞ্জয়ী শম্ভুও ভীত হয়েছিলেন—যিনি অজেয়-দুর্ব্বার-চিরজয়ী আমরা তাঁরই উপাসক। তাঁর ইচ্ছাতেই আমরা রণে জয়ী হবো। বল ভাই সব—"হরে মুরারে।"

সকলে। হরে মুরারে!

গীত কণ্ঠে পতাকাহস্ত প্রেমানন্দের প্রবেশ

প্রেমানন্দ।　　　　　গীত

হরে মুরারে,
বল উচ্চৈস্বরে
নাহি ভয় নাহি ভয়
দৈত্য নাশন

দিবেন আশীষ
হবি মৃত্যুঞ্জয়।
যাহার পরশে　　খুলিল হরষে
কংস কারার দ্বার
সেই নারায়ণে　　রাখিও স্মরণে
ঘুচে যাবে মোহ ভার।
সাহস আসিবে
ভীরুতা নাশিবে
হবে হবে তোর জয়।

সকলে। হরে মুরারে!

[সকলের প্রস্থান

সশস্ত্র রহিম উদ্দিন ও মদের বোতল হস্তে আমীর আলীর প্রবেশ

রহিম। কারাগার ভগ্ন। বন্দী পলায়িত। আমীর আলী!

আমীর। হুজুর!

রহিম। এতক্ষণ কি করছিলে?

আমীর। এই অস্ত্রটাকে শান দিচ্ছিলাম, জনাব!

মদের বোতল প্রদর্শন

রহিম। এ যে সরাপের বোতল!

আমীর। বলবেন না—বলবেন না হুজুর। ওভাবে বল্লে আমাদের এই অস্ত্রের ভবিষ্যৎ বহুৎ খারাপ হয়ে যাবে।

রহিম। রহস্য রাখ অর্ব্বাচীন।

আমীর। রহস্য নয় জনাব। তলোয়ার ধরে লড়াই করতে আমার বাপের বয়সে কেউ শেখেনি। তাই যুদ্ধের হাতিয়ারের কথা মনে হতেই এই সরাপ ভর্ত্তি বোতলটা চট করে আমার হাতে এসে গেল।

আমীর। এই ভাবেই তোমরা আমার পার্শ্ব রক্ষা করবে! অপদার্থের দল।

আমীর। চটবেন না হুজুর। আমার এই বোতলের মহিমা যদি একবার দেখেন—তাহ'লে এমন হাঁ বেরিয়ে পড়বে যে কামানের গোলা না ঢুকলে ও হাঁ আর বন্ধ হবে না।

রহিম। এমন সঙ্কটে হাসি মস্করা ভাল লাগে না, আমীর।

আমীর। হাসি মস্করা নয়, জাঁহাপনা। সত্য বললে খারাপ শোনাবে। কিন্তু না বলেও পাচ্ছি না। ও তরবারি হাতে নিয়ে আপনি যা লড়াই করবেন তার চেয়ে ঢের বেশী কাজ দেবে আমার এই নূতন হাতিয়ার।

রহিম। কেমন?

আমীর। এই ধরুন—সরাপের বোতলটা বাগিয়ে ধরে—বেশ করে ঝোঁকে শত্রুদের মাঝখানে ছুঁড়ে দিন। দেখবেন—শব্দ হবে ঠাক্—আর শত্রুদের খুলি ভেঙ্গে একেবারে চিচিংফাক্।

রণবাদ্য বাজিতেছে। ঘন ঘন কামান গর্জ্জন হইতেছে।

একজন প্রহরীর প্রবেশ

প্রহরী। হুজুর, যুদ্ধের গতি ঘুরে গেছে। চতুর্দ্দিকে আক্রান্ত হয়ে—কামান গোলার ঘায়ে সন্ন্যাসীবেটারা ছিন্ন-বিছিন্ন হয়ে যে যেদিকে পারে পালাচ্ছে।

রহিম। কাউকে পালাতে দিও না। এমন ভাবে কামান দেগে চল—যাতে একটি বিদ্রোহীও জীবন নিয়ে না পালাতে পারে। চালাও কামান—ছোটাও গোলা—ধ্বংস কর বিদ্রোহী সন্ন্যাসীদের।

আমীর। হুজুর। লেজ ফেলে কোথায় পালাচ্ছেন। দাঁড়ান—দাড়ান—আমিও যাচ্ছি।

[প্রস্থান

সত্যানন্দ ধীরানন্দ ও জীবানন্দের প্রবেশ

সত্যানন্দ। এ ভাবে কামানের মুখে দাঁড়িয়ে না থেকে সন্তানদের নিয়ে আম্রকাননে ঢুকে পড়। রাতের অন্ধকারে শত্রু চক্ষুর অগোচরে সবাই পালিয়ে চল।

ধীরানন্দ। যুদ্ধে এসে পালিয়ে যাবো।

সত্যানন্দ। এ পালানো ভবিষ্যত প্রস্তুতির জন্য। এ পালানো নূতন করে অভিযানের জন্য। এ পালানো আত্মহত্যার নামান্তর থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য। চলে এস!

[প্রস্থান

ধীরানন্দ। চল জীব। আজকের এই পরাজয়ের গ্লানি বুকে নিয়ে নতশিরে আনন্দমঠে ফিরে চল্।

জীবানন্দ। পরাজয় জয়েরই সোপান। মিথ্যা দুঃখ না করে এর শোধ সমেত ওয়াশীল দেবার জন্য আমাদের বিশেষ ভাবে তৈরী হতে হবে। অত্যাচারী শাসক আর স্বেচ্ছাচারী ইংরেজ কাউকে আমরা রেহাই দেব না। তুলা দণ্ডে ওজন করে প্রত্যেকটি পাওনা আমরা কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়ে দেব।

[উভয়ের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

গৌরী ঠাকরুণের বাড়ী

গৌরী ঠাকরুণ প্রৌঢ় বিধবা। কালো ও মোটা কপালে উল্কী। মাথার চুল চূড়াকারে বাঁধা। একটি ছেনি লইয়া দ্রুত প্রবেশ

গৌরী। দূর! দূর! যত সব রাজ্যের মড়ার কাক সব আমার বাড়ীতেই মরতে এসেছে। শাস্তরকার বেটাদের কল্যাণে বিধবাদের মাছ মাংস খাবারের জোগাড় নেই। খাও শুধু কাঁচকলা। এ খেয়ে কি মানুষ বাঁচে? শুধু আমাদের কচ্ছপের পরাণ বলেই বেঁচে আছি। নইলে এতদিন হয়ে যেতো। দেখ দেখি কত আশা করে আজ একটু ডুমুরের ডালনা করেছিলাম—তা ও মড়ার কাক দিল ঠোক্‌রে। মর্-মর্ হাড় হাবাতে যমের অরুচি কাকের দল! মর্-মর।

ভবানন্দের প্রবেশ

ভবানন্দ। কাকে মরতে বলছ, ঠানদিদি? একজনতো তোমার কপালে আগুন জ্বালিয়ে মরে শান্তি লাভ করেছে। আবার কাকে গঙ্গাযাত্রা করাচ্ছ?

গৌরী। ও মা! গোঁসাই ঠাকুর যে। এস—এস!

ভবানন্দ। তা না হয় এলাম। কিন্তু কাকে মরতে বলছ—তাতো বল্লে না?

গৌরী। বল কেন ভাই, দুঃখের কথা। বিধবা মানুষ—ভাল জিনিষ তো আর ছোঁবার জো নেই। তাই আজ একটু ডুমুরের ডালনা রেঁধেছিলাম। কিন্তু মড়ার কাক সব দিল নষ্ট করে। এত জ্বালা কি সয় ভাই?

ভবানন্দ। কিছুতেই নয়। বিধবাদের জন্য শাস্ত্রকারেদের এই সব নিয়ম-কানুন বড়ই আপত্তিকর—জুলুমের ব্যাপার। যদি বেঁচে থাকি তবে নূতন করে বিধবাদের জন্য একটা শাস্ত্র লিখে যাবো।

গৌরী। লিখে ফেল ভাই—লিখে ফেল। খাওয়ার এই কষ্ট আর সহ্য হয় না। মড়ার মিন্সে মরবার আর সময় পেলো না, একেবারে ভরা যৌবনে আমাকে পথে বসিয়ে গেল।

ভবানন্দ। সত্যি ঠান্‌দি। বিধবাদের এই নিরামিষ খাওয়ার বিরুদ্ধে প্রত্যেক বিধবার একজোটে প্রতিবাদ জানানো উচিত।

গৌরী। তোমার ভাই দয়ার শরীর। তাই তুমি আমার দুঃখ বোঝ।

ভবানন্দ। শুধু কি দুঃখ বুঝি ঠান্‌দি—মাঝে মাঝে মনে হয় আমি যেন তোমার প্রেমেই পড়ে গেছি।

গৌরী। (হাসিয়া) যাও। বিধবাদের এ সব রসিকতা শুনতে নেই।

ভবানন্দ। তাই নাকি! এ বিষয়ে আমাদের মঠধারী ব্রহ্মচারীকে ভালভাবে জিজ্ঞাসা করে নেব! এখন দেখতো ঠানদি, কল্যাণী কি করছে। তাকে একবার এখানে পাঠিয়ে দিও।

গৌরী। আচ্ছা!

[প্রস্থান

ভবানন্দ। উঃ! এই অভিনয় কি প্রাণান্তকর ব্যাপার। বাম্‌নীকে ভুলিয়ে বশে না আনলে—কল্যাণী-তীর্থে আমার যাওয়া কোনদিনই সম্ভব নয়। কল্যাণী—কল্যাণী। কল্যাণী আমায় পাগল করে তুলেছে। হায় ভগবান, একি হলো। ব্রহ্মচারী সন্তান আমি। অতুলন সেই সৌন্দর্য্য কেন তুমি আমার সামনে তুলে ধরলে? কেন আমাকে এভাবে রূপোন্মাদ করে ব্রতভঙ্গের মহাপাপে নিমজ্জিত করলে? কে তুমি শক্তিমান? অন্তরাসীন হয়ে আমাকে এ ভাবে স্রোতের টানে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছ?

গীতকণ্ঠে জনৈক উদাসী ভিখারীর প্রবেশ

ভিখারী।

গীত

ওগো মোর ভালবাসা।
অজানায় মোর হিয়ার পরতে
কখন বাঁধিলে বাসা॥
শুনেছি অন্ধ প্রেমের দেবতা
গতি তার বড় বাঁকা
প্রতি মানুষের বুকে আছে তার
চরণ চিহ্ন আঁকা।
সব কেড়ে নিয়ে রেখে যায় শুধু
প্রিয় মিলনের আশা॥

ভিখারী। কিছু ভিক্ষা দেবে, বাবা?

ভবানন্দ। ভিক্ষা। (পয়সা বাহির করিয়া) এই নাও!

ভিখারী পয়সা লইয়া গাহিল

ভিখারী।

গীত

অতনুর শর করে জরজর
　　বিবশ করেগো অঙ্গ,
মানুষেরে লয়ে কি খেলা খেলিছ
　　একি বিপরীত রঙ্গ!
আঁখি জলে রচে গানের কবিতা
　　বিরহী বুকের ভাষা॥

[প্রস্থান

বিষাদ ক্লিষ্ট অথচ রূপময়ী কল্যাণীর প্রবেশ

কল্যাণী। সন্ন্যাসী।

ভবানন্দ। বাহিরে সন্ন্যাসীর বেশ থাকলেই—সবাই সন্ন্যাসী নয়, কল্যাণী।

কল্যাণী। তবে কি আপনার এ বেশ কৃত্রিম?

ভবানন্দ। জানি না। সুদৃঢ় ব্রহ্মচর্যের দ্বারা এতদিন অন্তরকে শাসন করে ভেবেছিলাম, হয়তো আমি সন্ন্যাসী। কিন্তু আজ—

কল্যাণী। আজ কি?

ভবানন্দ। আজ সন্ন্যাসের বাঁধে ভাঙ্গন ধরেছে। বুঝি এতদিনের সব শিক্ষা-সংযম, সব সে ভাসিয়ে নিয়ে যায়!

কল্যাণী। এ যে প্রলাপ?

ভবানন্দ। বিরহীর ভাষা সুস্থ মানুষের কাছে প্রলাপ বলেই মনে হয়।

কল্যাণী। আপনার মুখে এরূপ কথা আমি আশা করিনি।

ভবানন্দ। পৃথিবীতে অনেক কিছুই আশা করা যায় না। অথচ তা ঘটে যায়।

কল্যাণী। ও কথা যাক। আমার স্বামীর সংবাদ বলুন।

ভবানন্দ। সন্তান ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েছে।

কল্যাণী। তাহ'লে আমার আত্মত্যাগের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়নি।

ভবানন্দ। তার অর্থ?

কল্যাণী। সন্তান ধর্ম্মে দীক্ষিত হবার পথে আমি আর আমার কন্যা ছিলাম অন্তরায়। আজ সে বাধা অপসারিত। আমি আর কন্যা আজ উভয়েই তাঁর কাছে মৃত।

ভবানন্দ। তোমার কন্যা জীবিতা। জীবানন্দ গোস্বামী তাকে নিয়ে তার ভগ্নির কাছে রেখে এসেছে।

কল্যাণী। এ অমূল্য সংবাদ দিয়ে আপনি আমাকে চির কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ রাখলেন। আপনার ঋণ পরিশোধ করা আমার পক্ষে জীবনেও সম্ভব নয়।

ভবানন্দ। ইচ্ছা করলেই তুমি জীবনদানের ঋণ পরিশোধ করতে পার?

কল্যাণী। কি ভাবে? কি আছে আমার?

ভবানন্দ। আছে রূপ—আছে যৌবন—আছে বুকভরা অফুরন্ত ভালবাসা।

কল্যাণী। সন্ন্যাসী!

ভবানন্দ। যদি কৃতজ্ঞতা জানাতে চাও—যদি ঋণমুক্ত হতে চাও—তবে তোমার যে প্রাণ আমি রক্ষা করেছি—তুমি তা আমাকে দান কর।

কল্যাণী। (তীব্রকণ্ঠে) সন্ন্যাসী।

ভবানন্দ। ক্রুদ্ধ হয়ো না, কল্যাণী। কৃতজ্ঞতা জানাবার এ ছাড়া তোমার কোন পথ নেই।

কল্যাণী। আপনি না ব্রহ্মচারী?

ভবানন্দ। তুচ্ছ ব্রহ্মচর্য্য! তোমার জন্য আমি জীবন দিতে পারি।

কল্যাণী। তবে তাই করুন।

ভবানন্দ। এই তোমার কৃতজ্ঞতা?

কল্যাণী। ব্যভিচারিণী সেজে কৃতজ্ঞতা জানানোর চেয়ে অকৃতজ্ঞ-বেইমান সাজা অনেক ভাল।

ভবানন্দ। কল্যাণী!

কল্যাণী। শয়তানের মুখে আমার নামোচ্চারণে আমি ঘৃণা বোধ করি।

ভবানন্দ। ভুলে যেওনা নারী, আমি পূজনীয় সন্ন্যাসী!

কল্যাণী। তোমার মত মুখোস পরা ভণ্ড সন্ন্যাসীর চেয়ে পথের কুকুরও অনেক শ্রেষ্ঠ।

[প্রস্থান

ভবানন্দ। কল্যাণী! উঃ! কি অপমান! সামান্যা একটা নারী শত্রুত্রাস ভবানন্দকে কুকুর··না—না উচ্চারণ করতে লজ্জা হয়। ঘৃণায় মাথাটা মাটির সঙ্গে নুয়ে পড়ছে। ওঃ ভগবান! এ তুমি কি করলে? তুচ্ছ নারীর রূপে আমায় পাগল করে দিয়ে এ কোন নরকে টেনে নিয়ে চলেছো, প্রভু? না-না, জয় করতে হবে—জয় করতে হবে। ভালবাসার এই দুর্ব্বলতাকে যে করেই হোক জয় করতে হবে।

প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

আনন্দমঠ

একপার্শ্বে একটি জ্যা-মুক্ত বিরাট ধনুক। সত্যানন্দ ও জীবানন্দের প্রবেশ

জীবানন্দ। কি দোষে দেবতা আমাদের উপর অপ্রসন্ন হলেন, প্রভু? কেন আমরা যুদ্ধে পরাজিত হলাম?

সত্যানন্দ। জয়-পরাজয় যুদ্ধের চিরন্তন নীতি। অমন যুদ্ধই আমাদের পরাজয়ের কারণ।

জীবানন্দ। তার অর্থ?

সত্যানন্দ। গোলাগুলি বন্দুকের কাছে লাঠিসোটা-তরবারি অতি তুচ্ছ, জীবানন্দ। তাই আমাদের কর্তব্য প্রচুর পরিমাণে আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ করা।

জীবানন্দ। কি প্রকারে তা সংগ্রহ করবো, মহারাজ?

সত্যানন্দ। সংগ্রহের জন্য আজ রাত্রেই আমি তীর্থ যাত্রা করব। যতদিন ফিরে না আসি ততদিন তোমরা কোন প্রকার গুরুতর কার্যে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না! মঠের ভার তোমার ও ভবানন্দের উপর রইল।

ভবানন্দের প্রবেশ

ভবানন্দ। সে ভার বইবার মত সামর্থ্য আজ আর আমার নেই, গুরুদেব।

জীবানন্দ। তুমি বলছ কি ভবানন্দ?

ভবানন্দ। ভবানন্দ মৃত। যা দেখছ এ তার কঙ্কাল।

সত্যানন্দ। ভবানন্দ মৃত নয়—মোহাচ্ছন্ন। সূর্য্যও মেঘাবৃত হয়—কিন্তু চিরদিন সে ঢাকা থাকে না।

ভবানন্দ। গুরুদেব।

সত্যানন্দ। আমি আশীর্ব্বাদ করছি, তোমার মনের দুর্ব্বলতা নিশ্চয়ই বিনষ্ট হবে। তুমি স্থির ভাবে যথাযথ কার্য্য করে যাও।

ভবানন্দ। আশীর্ব্বাদ করুন গুরুদেব, যেন সর্ব্ব দুর্ব্বলতা জয় করে আবার আমি সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারি।

প্রণাম

সত্যানন্দ। আমার আশীর্ব্বাদ বর্ম্মের মত তোমাদের ঘিরে আছে, বৎস।

জীবানন্দ। কিন্তু প্রভু, আমি ভেবে উঠতে পাচ্ছিনা, এত কামান বন্দুক কি করে সংগ্রহ হবে?

সত্যানন্দ। আমি কারিগর পাঠিয়ে দেব। সব কিছু তৈরী করে নিতে হবে।

জীবানন্দ। এই আনন্দমঠে?

সত্যানন্দ। না। পদচিহ্নে-মহেন্দ্রের গৃহে। আজই মহেন্দ্রকে আমি দীক্ষিত করবো। সেই সঙ্গে আর একজন নবীন ব্রহ্মচারীকেও দীক্ষাদান করবো।

ভবানন্দ। আপনি তো যাবেন তীর্থে। এদের তৈরি করবে কে?

সত্যানন্দ। নবীন যুবাকে সন্তানের কর্ম্ম শেখাবে, জীবানন্দ। আর মহেন্দ্রের শিক্ষার ভার তোমার উপর।

ভবানন্দ। (সচকিতে) আমি?

সত্যানন্দ। হ্যাঁ তুমি! আজ রাত্রেই আমি চলে যাব। তাই তোমাদের দুজনকে একটা কথা বলে যেতে চাই।

উভয়ে। (করজোড়ে) বলুন।

সত্যানন্দ। তোমরা দুজনে যদি কোন অপরাধ করে থাক বা ভবিষ্যতে কর—তবে আমি ফেরা না পর্য্যন্ত প্রায়শ্চিত্ত করো না। এ আমার অনুরোধ নয়—আদেশ। যাও।

[উভয়ের প্রস্থান

ভগবান, আমার সাধনা পূর্ণ করো। প্রভু!

মহেন্দ্রের প্রবেশ

মহেন্দ্র। মহারাজ!

সত্যানন্দ। শোন মহেন্দ্র, তোমার কন্যা জীবিত।

মহেন্দ্র। কোথায়? কোথায় সে?

সত্যানন্দ। জানতে চেওনা। কারণ এ ব্রত যে গ্রহণ করে—স্ত্রী পুত্র কারো সঙ্গে তার সম্পর্ক থাকে না। ব্রত উদযাপনের পর সংসারে যাবার অধিকার পায়। তুমি সম্মত?

মহেন্দ্র। সম্মত।

পুরুষ বেশে শান্তির প্রবেশ। গেরুয়া কাপড় পরা—বক্ষে হরিণ চর্ম্ম—মুখে আবক্ষ দাড়ি। মাথার কেশ অর্দ্ধ কর্ত্তিত

শান্তি। শুধু সম্মত নয়, প্রভু—আমি প্রস্তুত।

সত্যানন্দ। তোমরা যথারীতি স্নাত, সংযত এবং অনশনে আছো তো?

উভয়ে। আছি।

সত্যানন্দ। ভগবানের নামে শপথ কর—সন্তানধর্ম্মের সকল নিয়ম পালন করবে?

উভয়ে। করবো।

সত্যানন্দ। যতদিন দেশ মাতৃকার উদ্ধার না হয়, ততদিন আত্মপরিজন সব ত্যাগ করবে?

উভয়ে। করবো।

সত্যানন্দ। ইন্দ্রিয় জয় করবে ?

উভয়ে। করবো।

সত্যানন্দ। যদি পণ ভঙ্গ হয় ?

উভয়ে। জীবন দিয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত করবো।

সত্যানন্দ। সাধু! বল—"বন্দেমাতরম"।

উভয়ে। বন্দেমাতরম্।

সত্যানন্দ। শোন মহেন্দ্র, সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষিত হয়ে কালই তোমাকে পদচিহ্নে গৃহে ফিরে যেতে হবে।

মহেন্দ্র। কেন ?

সত্যানন্দ। আগ্নেয়াস্ত্র তৈরি করার জন্য আমাদের একটি দুর্গ প্রয়োজন। তোমার অট্টালিকাই সে কার্যে ব্যবহার করবো। পরিখা-প্রাচীরের দ্বারা পদচিহ্ন বেষ্টিত ক'রে মাঝে মাঝে ঘাঁটি বসালে উত্তম গড় প্রস্তুত হবে। মঠের যাবতীয় অর্থ দিয়ে তুমি সেখানে সন্তানদের শিক্ষিত সৈনিক সৃষ্টি করবে। বিদেশ থেকে কারিগর আসবে। তাদের দিয়ে কামান বন্দুক তৈরি করাবে। যদি ভগবান কোনদিন মুখ তুলে চান, সেই কামান বন্দুক দিয়েই অত্যাচারী শাসক আর স্বেচ্ছাচারী ইংরেজকে আমরা জীবন্ত সমাধি দেব।

মহেন্দ্র। আপনার আজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হবে।

সত্যানন্দ। যাও—বিষ্ণুমণ্ডপে গিয়ে অপেক্ষা কর।

[মহেন্দ্রের প্রস্থান

তারপর নবীন যুবক, কৃষ্ণে তোমার গাঢ় ভক্তি আছে ?

শান্তি। কি করে বলি ? আমি যাকে ভক্তি মনে করি—হয়তো সে ভণ্ডামি নয়তো আত্মপ্রতারণা।

সত্যানন্দ। ভাল! ভাল! তোমাকে কি বলে ডাকব ?

শান্তি। যা আপনার অভিরুচি।

সত্যানন্দ। তোমার নবীন বয়স দেখে তোমাকে নবীনানন্দ বলতেই ইচ্ছা করে। অতএব এই নামই তুমি গ্রহণ কর। এবার বলতো বৎস, তোমার গার্হস্থ্য ধর্ম্মের নামটি কি ?

শান্তি। আমার নাম—আমার নাম শান্তিরাম দেবশর্ম্মা।

সত্যানন্দ। তুমি শান্তিমণি পাপিষ্ঠা।

শান্তির দাড়ি আকর্ষণ। দাড়ি খুলিয়া গেল

ছিঃ মা! আমার সঙ্গে প্রতারণা!

শান্তি। প্রতারণা কেন, প্রভু ? স্ত্রীবাহুতে কি বল থাকে না ?

সত্যানন্দ। গোষ্পদে যেমন জল।

শান্তি। সন্তানের বাহুবল আপনি পরীক্ষা করেন ?

সত্যানন্দ। করি। এই ইস্পাতের ধনুকে লোহার তারে গুণ দিতে হয়। গুণের পরিমাণ দুই হস্ত। যে গুণ দিতে পারে—সেই প্রকৃত বলবান।

শান্তি। (ধনু পরীক্ষা করিয়া) সব সন্তানই কি এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে ?

সত্যানন্দ। মাত্র চারজন এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। একজন আমি—দ্বিতীয় জীবানন্দ।

শান্তি। আর ?

সত্যানন্দ। তৃতীয় ভবানন্দ, চতুর্থ জ্ঞানানন্দ।

শান্তি। আপনার আশীর্ব্বাদে এর চেয়ে দ্বিগুণ শক্তিশালী ধনুতে আমি গুণ পরাতে পারি।

সত্যানন্দ। (হাসিয়া) অবলার বল মুখে।

শান্তি। না শক্তিগর্ব্বী পুরুষ। নারীরা শুধু মুখ সর্ব্বস্বই নয়, বাহুতেও তারা শক্তি ধরে।

সত্যানন্দ। যদি প্রমাণ চাই ?

শান্তি। দেব।

সত্যানন্দ। পার তুমি এতে গুন দিতে ?

শান্তি। অনায়াসে।

সত্যানন্দ। মিথ্যা গর্ব্ব করো না, নারী। মিথ্যাগর্ব্বীকে সত্যানন্দ ঘৃণা করে।

শান্তি। একদর্শী সন্ন্যাসীকেও শান্তি শ্রদ্ধা করে না।

সত্যানন্দ। (সক্রোধে) নারী।

শান্তি। দেখুন সন্ন্যাসী, সব নারীই দুর্ব্বল নয়। অবলার বাহুতেও পুরুষ দুর্ল্লভ বল আছে।

ধনুকে অবলীলায় গুন পরাইয়া ফেলিয়া দিল

সত্যানন্দ। কি আশ্চর্য্য ! তুমি দেবী না মানবী ?

শান্তি। আমি সামান্যা মানবী। সধবা কিন্তু ব্রহ্মচারিণী।

সত্যানন্দ। তোমার স্বামী নিরুদ্দিষ্ট ?

শান্তি। না—উদ্দিষ্ট। তাঁর উদ্দেশ্যেই এসেছি।

সত্যানন্দ। তবে কি—তবে কি তুমি—জীবানন্দের স্ত্রী ! তার স্ত্রীর নামও তো শান্তি।

শান্তি নতমুখে নখ খুটিতে লাগিল

কেন এ পাপাচারণ করতে এলে, মা ?

শান্তি। পাপ ! পত্নী পতির অনুসরণ করে সে কি পাপ ? সন্তান-ধর্ম্ম যদি একে পাপাচার বলে—তবে সন্তান-ধর্ম্ম অধর্ম্ম। আমি তার সহধর্ম্মিণী। আমি তাঁর সঙ্গে ধর্ম্মাচরণ করতে এসেছি। এতে পাপ কোথায়, প্রভু ?

সত্যানন্দ। তুমি সাধ্বী: কিন্তু মা, স্ত্রী কেবল গৃহ-ধর্ম্মেরই সহধর্ম্মিণী—বীর ধর্ম্মে নয়।

শান্তি। মিথ্যা কথা। কোন্ মহাবীর অপত্নীক হয়ে বীর বলে খ্যাত হয়েছেন? সীতা ছাড়া রামের বীরত্ব কি? অর্জ্জুনের কত বিবাহ স্মরণ করে দেখুন। ভীমের যত বল তত বিবাহ।

সত্যানন্দ। সত্য। কিন্তু রণক্ষেত্রে কোন বীর তার পত্নীকে নিয়ে আসে না, মা।

শান্তি। আসে। অর্জ্জুন যখন যাদবী সেনার সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল কে তখন তার রথ চালিয়েছিল? দ্রৌপদী সঙ্গে না থাকলে কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডবেরা শক্তি পেত কোথায়?

সত্যানন্দ। তুমি বুদ্ধিমতী শক্তিময়ী। জয় তোমারই। কিন্তু মা, জীবানন্দ আমার দক্ষিণ বাহু। তুমি আমার দক্ষিণ বাহু ভেঙ্গে দিতে এসেছ।

শান্তি। না প্রভু। আমি আপনার দক্ষিণ বাহুর বল বৃদ্ধি করতে এসেছি। আমি ব্রহ্মচারিণী। প্রভুর কাছে চিরদিনই ব্রহ্মচারিণী থাকবো।

সত্যানন্দ। তোমার ইচ্ছার অন্যথা করার ক্ষমতা আমার নেই। তবু তোমাকে কিছুদিন পরীক্ষা করে দেখব।

শান্তি। আনন্দমঠে থাকতে পারবো তো?

সত্যানন্দ। আজ আর কোথায় যাবে?

শান্তি। তারপর?

সত্যানন্দ। মা ভবানীর মত তোমার ললাটেও আগুন আছে। সন্ন্যাসী সম্প্রদায়কে কেন দাহ করবে?

শান্তি। দাহ যদি হয় হবে শয়তান—সন্ন্যাসী নয়।

সত্যানন্দ। উত্তম। তুমি ভাল ঘর দেখে অন্ধকার মত অবস্থান কর। তোমার বিষয় আমি ভেবে দেখব। 'হরে মুরারে।

[প্রস্থান

শান্তি। র' বেটা বুড়ো। আমার কপালে আগুন। আমি পোড়া-কপালী, না তোর মা পোড়াকপালী?

গীতকণ্ঠে প্রেমানন্দের প্রবেশ

প্রেমানন্দ।　　গীত

মায়ের আমার পোড়া কপাল
　　নইলে কি আর বুড়ো স্বামী!
থাক্‌তে এমন সুখের স্বর্গ
　　বাম হয়েছে শ্মশান ভূমি॥
　　এলো কত রূপের সাগর,
　　মালা নিল ভোলা ভাঙ্গর,
পঞ্চমুখে কয় কু-কথা
　　দ্বন্দ্ব সদা দিবস যামী॥
কপাল গুণে মায়ের স্বামী
　　সপত্নীরে শিরে ধরে,
সোনার বরণ গৌরী মাতা
　　কালী হলো কালের ঘরে;
　　তবু মায়ের চরণ ত'লে
　　সারা জগৎ পড়ে ঢলে
একটু চরণ রেণু পেলে
　　হয় যে পতিত উর্দ্ধগামী॥

শান্তি। তুমি কে?

প্রেমানন্দ। বৈষ্ণবের দাসানুদাস। আপনাকে ঘর দেখাবার জন্য আদিষ্ট হয়েছি।

শান্তি। এ ঘরখানাও তো বেশ। এখানে কে থাকেন?

প্রেমানন্দ। জীবানন্দ ঠাকুর।

শান্তি। সে আবার কে? দেখছিনা তো?

প্রেমানন্দ। মস্ত বড় সন্তান—একটু পরেই আসবেন।

শান্তি। আমি এখানেই থাকবো।

প্রেমানন্দ। তা কি হয়?

শান্তি। হয় কি না হয়, আমি বুঝবো তুমি যাও। স্থান না পাই গাছতলায় থাকবো।

প্রেমানন্দ। বন্দে মাতরম্।

শান্তি। বন্দে মাতরম্।

প্রেমানন্দ চলিয়া গেল। ঘরের একপার্শ্বে একখানি মৃগচর্ম্ম ছিল। তাহাতে কয়েক খানা বই ছিল। মৃগচর্ম্ম বিছাইয়া একখানা বই লইয়া শান্তি উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িতে লাগিল। জীবানন্দের প্রবেশ

জীবানন্দ। আমার শয্যায় শুয়ে কে?

শান্তি। (মুখ না তুলিয়া গম্ভীর স্বরে) গোলমাল করবেন না। আমি পাঠে ব্যস্ত।

জীবানন্দ। তা আমার শয্যায় কেন?

শান্তি। সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর "আমার" বলা অন্যায়।

মুখ তুলিল

জীবানন্দ। এ কি! শান্তি!

শান্তি। শান্তি কে মশাই?

জীবানন্দ। শান্তি কে মশাই! কেন, তুমি কি শান্তি নও?

শান্তি। আমি নবীনানন্দ গোস্বামী। আপনার পক্ষে অশান্তিও বলতে পারেন।

জীবানন্দ। (হাসিয়া) এ এক নূতন রঙ্গ বটে! তারপর নবীনানন্দ, এখানে কি আনন্দ দিতে উদয় হলে?

শান্তি। ভদ্রলোকেরা প্রথম আলাপে আপনি, মশাই এই রূপ সম্ভ্রম সূচক সম্বোধনই করে থাকেন। আমিও আপনাকে অসম্মানজনক কিছু বলিনি। তবে আপনি কেন আমাকে 'তুমি' 'তুমি' করছেন?

জীবানন্দ। অন্যায় হয়ে গেছে, মশাই। (গলায় কাপড় দিয়া) এখন বিনীত ভৃত্যের নিবেদন, কি জন্য ভরুইপুর থেকে এ দীন ভবনে মশাইর শুভাগমন হয়েছে, তা ব্যক্ত করুন।

শান্তি। ব্যঙ্গের প্রয়োজন কি? ভরুইপুর আমি চিনি না। আমি বর্ত্তমানে সন্তানধর্ম্মে দীক্ষিত।

জীবানন্দ। কি সর্ব্বনাশ!

শান্তি। সর্ব্বনাশ কেন? আপনিও তো দীক্ষিত।

জীবানন্দ। তুমি যে স্ত্রীলোক!

শান্তি। এমন হাসির কথা কোথায় শুনলেন?

জীবানন্দ। আমার বিশ্বাস ছিল—আমার ব্রাহ্মণী স্ত্রী জাতিয়া!

শান্তি। ব্রাহ্মণী! আছে নাকি?

জীবানন্দ। ছিল তো জানি।

শান্তি। আপনার বিশ্বাস যে, আমি আপনার ব্রাহ্মণী?

জীবানন্দ। (যোড়হাতে) আজ্ঞে হ্যাঁ মশাই।

শান্তি। যদি এমন হাসির কথা আপনার মনে উদয় হয়ে থাকে— তবে আপনার কর্ত্তব্য কি বলুন তো?

জীবানন্দ। আপনার গাত্রাবরণখানি বলপূর্ব্বক গ্রহণান্তর অধর সুধা পান।

শান্তি। এ আপনার দুষ্টবুদ্ধি অথবা গঞ্জিকার প্রতি অসাধারণ ভক্তির পরিচয়। আপনি দীক্ষাকালে শপথ করেছেন স্ত্রীলোকের সঙ্গে একাসনে উপবেশন করবেন না। যদি আমাকে স্ত্রী বলে আপনার ভ্রম হয়ে থাকে—অবশ্য রজ্জুতে সর্প ভ্রম অনেকেরই হয়—তাহলে আপনার উচিত পৃথকাসনে উপবেশন এবং আমার সঙ্গে বাক্যালাপ না করা।

পুস্তকপাঠে মনোনিবেশ

জীবানন্দ। তাহলে আপনি বিশ্রাম করুন—আমি আর একটা ঘর দেখেনি।

[প্রস্থান

শান্তি। ও মশাই—ও মশাই শুনুন—শুনুন—আমি বাঘ নই যে, গিলে ফেলবো। এত ভয় কেন? শুনুন—শুনুন।

[প্রস্থান
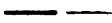
পঞ্চম দৃশ্য

বনমধ্য

সশস্ত্র টমাসের বেগে প্রবেশ—পশ্চাতে আমীর আলী

আমীর। শুনুন—শুনুন—সাহেব। বনের ভেতর not go. ফিরুন—ফিরুন।

টমাস। শিকার না লইয়া হামি ফিরিবে না।

আমীর। শিকার করতে গিয়ে সন্ন্যাসীদের হাতে নিজেই শিকার হয়ে যাবে, সাহেব।

টমাস। You are very coward.

আমীর। বাংলায় বলুন sir, বাংলায় বলুন।

টমাস। টুমি বহুৎ ভীরু আছে।

আমীর। সাধে কি ভীরু হুজুর। ও বেটাদের দেখলেই আমার পিলে অব্ধি চমকে যায়।

টমাস। হামি ক্যাপটেন টমাস আছে। ও সব ফকিরডের হামি একদম খতম্ করিয়া দেবে।

আমীর। ও যে রক্তবীজের বংশধর, সাহেব।

টমাস। রক্তবীজ! What's that ?

আমীর। হিন্দুদের এক জবরদস্ত অসুর স্যার অসুর। ওর রক্ত যেখানে পড়ে সেখানেই অসুর জন্মায়।

টমাস। টামাম অসুরকে হামি শায়েস্তা করিয়া ডেবে। টুমি ডেখিতেছেনা—হামার বয়ে সব শালা rebel একডম চুপ হইয়া গেছে ?

আমীর। চুপ নয় হুজুর—কোপ দেবার জন্য তৈরি হচ্ছে। সুযোগ পেলেই একেবারে ক্যাঁচ।

হত্যার অভিনয়

টমাস। Indian বহুট coward আছে। টুমি যদি বয় পায় টবে চলিয়া যাও। হামি alone শিকার চড়িবে।

আমীর। তবে তুমি জাহান্নামের পথ দেখ—আমীর আলী পৈতৃক প্রাণটা নিয়ে গুড্‌বাঈ।

প্রস্থান]

টমাস। Go back, you coward. I will alone proceed.

অগ্রগমন—পুরুষ বেশে শান্তির প্রবেশ

শান্তি। কোথায় চল্লে, সাহেব?

টমাস। টুমি কে?

শান্তি। আমি সন্ন্যাসী।

টমাস। টুমি rebel?

শান্তি। সে আবার কি?

টমাস। হামি টোমাকে গুলি করিয়া মাড়িবে।

বন্দুক উত্তোলন

শান্তি। মার!

সম্মুখে অগ্রসর হইল। সাহেব গুলি করিবে কিনা চিন্তা করিতে লাগিল। শান্তি একটানে সাহেবের বন্দুক কাড়িয়া লইল

টমাস। Oh! My God!

শান্তি। ঘট্‌ ঘট্‌ কি বকছ?

রক্ষাবরণ খুলিল

টমাস। জেনানা!

শান্তি। সেইরূপই তো মনে হয়।

টমাস। What a strange !

শান্তি। ও সব টেঞ্চ-ফেঞ্চ চলবেনা, সাহেব। তোমার ভগবানের নাম স্মরণ কর। আমি তোমাকে গুলি করবো।

বন্দুক উত্তোলন

টমাস। (সভয়ে দুপা পিছাইয়া গিয়া হাত তুলিল) টুমি কি টামাসা করিটেছে ?

শান্তি। তামাসা কেন সাহেব ? তুমি সাতসমুদ্র তের নদী পার থেকে এসে আমাদের পেছনে লেগেছ। সাতজন সন্তানকে বন্দী করেছ। শিকারী কুকুরের মত সন্তানদের হত্যা করার জন্য সৈন্য লেলিয়ে দিয়েছ। সুবিধে পেলে তোমাকে হত্যা করা কি আমার উচিত নয় ?

টমাস। টুমি কে আছে ?

শান্তি। যাদের সঙ্গে লড়তে এসেছ—আমি তাদেরই কারো স্ত্রী।

টমাস। টুমি খুব খাপসুরৎ আউর brave জেনানা আছে।

শান্তি। জেনানা বলেই কাউ:ক আমরা আঘাত করিনা। যাও ! যদি জান বাঁচাতে চাও, তবে ভবিষ্যতে সন্তানদের পেছনে লেগোনা। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও।

টমাস। টুমি হামার গোড়ে (ঘরে) ঠাকিবে ?

শান্তি। তোমার উপপত্নী হয়ে ?

টমাস। ইষ্টিরির মট ঠাকিটে পারে। লেকিন সাদী হবেনা।

শান্তি। আমার ঘরেও একটি সুন্দর বাঁদর ছিল। সে সম্প্রতি মারা গেছে। কোটর খালি পড়ে আছে। তোমার গলায় শিকল দেব। তুমি ঐ কোটরে থাকবে। আমাদের বাগানে ভাল কলা হয় খেতে পাবে।

টমাস। কলা খাইটে উট্টম জিনিস। এখন আছে ?

শান্তি। নে তোর বন্দুক। এমন বুনো জাতের সঙ্গেও কেউ কথা কয়!

[বন্দুক ফেলিয়া হাসিতে হাসিতে প্রস্থান

টমাস। What a wonderful woman! হামাকে একডম্ April fool বানাইয়া চলিয়া গেল। No—No—I must return. এই জঙ্গলমে বহুট বহুট rebel আছে। হামাকে alone পাইলে একডম্ কাবার করিয়া দিবে।

[প্রস্থান

বেগে উন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে ভবানন্দের প্রবেশ

ভবানন্দ। ঐ টমাস। ঐ শয়তান ইংরেজ আমাদের অনেক ক্ষতি করেছে। প্রতিশোধ—প্রতিশোধ চাই। টমাসের তপ্ত রক্তে আমাকে প্রতিশোধ নিতে হবে।

গমনোদ্যত—জীবানন্দের প্রবেশ

জীবানন্দ। দাঁড়াও ভবানন্দ। ধৈর্য্য ধর। সব শ্বেত অসুরদের একসঙ্গে জমা হতে দাও। তারপর একদিন সবাইকে একসঙ্গে মায়ের সম্মুখে বলি দেব।

ভবানন্দ। তুমি জান না, জীবানন্দ—এই টমাস কি ভীষণ প্রকৃতির। সমস্ত উত্তর বঙ্গে সে সন্তানদলকে ধ্বংস করবার জন্য জাল ফেলেছে। সুযোগ পেলেই সবাইকে সে ছেঁকে তুলবে।

জীবানন্দ। সে সুযোগ পাবে কেন? সুদক্ষ সাপুড়ের মত ওর দংশন উদ্যত ফনাটা আমরা ঠিক সময়েই চেপে ধরবো। তুমি শুধু টমাসের উপর সতর্ক নজর রাখ। সন্তান রক্ষার ভার আমার।

ভবানন্দ। তোমার উপদেশ আমি উপেক্ষা করবো না, জীব। তবে

একথা ঠিক জেনো—একদিন এই ভবানন্দ ঐ বেনিয়া ইংরেজকে নিশ্চয়ই বলি দেবে।

[প্রস্থান

জীবানন্দ। ইংরেজ দলনের জন্য ভবানন্দ ক্ষীপ্ত হয়ে পড়েছে। কিন্তু এখনও সময় হয়নি। আমাদের রণসম্ভার পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত নিরখে অপেক্ষা করতেই হবে। অসময়ে আঘাত করে পরাজয়কে টেনে আনা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

আনন্দে সুর করিয়া আবৃত্তি করিতে করিতে পুরুষবেশী শান্তির পুনঃ প্রবেশ

শান্তি। (সুরে) এ যৌবন জলতরঙ্গ রোধিবে কে?

হরে মুরারে—হরে মুরারে।

জীবানন্দ। এতদিন পরে জোয়ার গাঙে জল ছুটছে নাকি, শান্তি?

শান্তি। ডোবায় কি জোয়ারের জল ছোটে?

জীবানন্দ। শোন শান্তি, একদিন ব্রতভঙ্গ হওয়ার অপরাধে আমার প্রাণ উৎসর্গ হয়ে আছে।

শান্তি। স্বামি!

জীবানন্দ। যে পাপ আমি করেছি—প্রায়শ্চিত্ত তার করতেই হবে। শুধু তোমার আর প্রভুর কথাতেই আজো জীবন ধারণ করে আছি। কিন্তু আর বেশীদিন নয়। সম্মুখের যুদ্ধেই আমাকে জীবন বিসর্জ্জন দিতে হবে। সেদিন—আমার সেই মৃত্যুর দিন—

শান্তি। আমি তোমার ধর্ম্মপত্নী—ধর্ম্মের সহায়। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার—আমার দ্বারা তোমার ধর্ম্ম নষ্ট হবে না। বরং বৃদ্ধি পাবে।

জীবানন্দ। কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত যে করতেই হবে।

শান্তি। কেন? তুমি এমন কি পাপ করেছ—যার জন্য প্রায়শ্চিত্তের বিধান? পাপ আচরণে—স্পর্শে নয়। তোমার পবিত্র মনে পাপের

বিন্দুমাত্রও স্থান নেই। তবে প্রায়শ্চিত্ত কেন? কেন এই দুর্ব্বলতা? তুমি আমার গুরু। আমি তোমাকে কি শেখাব? তুমি বীর—বীর ধর্ম্ম তোমাকে শেখাবার যোগ্যতা আমার নেই, স্বামী।

জীবানন্দ। কিন্তু শেখালে তো?

শান্তি। আরো দেখ গোসাই, দেহের সম্বন্ধ না থাকলেই কি বিবাহ নিষ্ফল? না। তুমি আমাকে ভালবাস। আমি তোমাকে ভালবাসি। এর চেয়ে মধুর ফল—আর কি হতে পারে? কাম নরকের—আর প্রেম স্বর্গীয়।

জীবানন্দ। শান্তি! শান্তি! তুমি কে?

শান্তি। তোমার চরণাশ্রিতা দাসী।

জীবানন্দ। না-না শান্তি। তুমি আমার অন্ধকার যাত্রাপথে উজ্জ্বল ধ্রুবতারা। আমার দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে প্রবল শক্তির উৎস। সংগ্রামের কঠিন ভূমিতে—তুমি আমার কর্ম্মের আহ্বান।

শান্তি। স্বামি!

জীবানন্দ। তোমার মত নারী যেদিন বাংলার ঘরে ঘরে জন্মাবে—তোমার মত স্ত্রী যেদিন বাঙালী স্বামীর পাশে এসে দাঁড়াবে—সেদিন বাঙালীর নুয়ে পড়া মেরুদণ্ড আবার সোজা হয়ে উঠবে। কর্ম্মের বলিষ্ঠতায়—শক্তির উদ্দামতায়—এই শ্মশান বাংলা আবার সোনার বাংলায় পরিণত হবে।

[উভয়ের প্রস্থান

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

গৌরীদেবীর উদ্যান

লাঠিহস্তে পাচহাত কাপড় পরিহিতা গৌরীঠাকুরণের প্রবেশ

গৌরী। দূর! দূর! যত সব মরার আপদ সব আমার বাড়ীতেই মরতে আসে। দেখ দেখি কোন্ বে-আক্কেল মিন্সের গরু ঢুকে এই ভর সন্ধ্যেবেলায় ফুলের বাগানটা একেবারে তছনচ্ করে দিয়েছে। না—পারিনা, বাপু।

ভবানন্দের প্রবেশ

ভবানন্দ। সান্ধ্য-প্রণাম, ঠাক্‌রুণ দিদি।

গৌরী ঠাকরুণ মাথায় কাপড় দিতে গিয়া ব্যর্থ মনোরথ হইল

গৌরী। (স্বগত) কি লজ্জা! না, এবার থেকে আট হাত কাপড়ই কিন্‌তে হবে। (প্রকাশ্যে) গোঁসাই ঠাকুর! এস-এস। আমায় আবার প্রণাম কেন, ভাই?

ভবানন্দ। তুমি ঠান দিদি যে?

গৌরী। আদর করে বল তাই। তোমরা হলে গোঁসাই মানুষ —দেবতা। তা করেছ-করেছ বেঁচে থাক। আর প্রণাম করলেও করতে পার—হাজার হোক বয়সেতে আমি বড়।

ভবানন্দ। সে কি ঠানদি! রসের মানুষ দেখেই ঠানদি বলি। নইলে হিসেব করলে—আমি তোমার চেয়ে বছর কয়েকের বড়ই হবো।

গৌরী। তা তুমি যখন বলছ হতেও পারে।

ভবানন্দ। (স্বগত) বুড়ি নির্ঘাৎ পঁচিশ বছরের বড়। (প্রকাশ্যে) আমাদের বৈষ্ণবের সকল রকমই আছে। আমার মনে মনে ইচ্ছা—মঠধারী ব্রহ্মচারীকে বলে তোমায় সাঙ্গা করে ফেলি।

গৌরী। ছিঃ ছিঃ! বিধবাদের একথা কি বলতে আছে?

ভবানন্দ। তাহ'লে সাঙ্গা হবে না?

গৌরী। তা ভাই যা বোঝ-কর। তোমরা হলে পণ্ডিত। আমরা মুখ্যু মেয়েমানুষ। আমরা কি বুঝি বলতো? ··· তা কবে হবে?

ভবানন্দ। সেই ব্রহ্মচারীটার সঙ্গে একবার দেখা হলেই হয়। ······ তা কল্যাণী কেমন আছে?

গৌরী। ভেতরে গিয়ে দেখা করনা—কেন?

ভবানন্দ। না। এখানেই তাকে পাঠিয়ে দাও। বলো বিশেষ দরকার।

গৌরী। যাচ্ছি! কিন্তু আমার কথাটা মনে থাকে যেন।

ভবানন্দ। সে আর বলতে।

[গৌরীর প্রস্থান

এ আমার কি হলো? কিছুতেই যে মনটাকে বেঁধে রাখতে পারলেম না। দুর্ণিবার গতিতে সে পতনের দিকে ছুটে চলেছে। ভগবান, আমি কি করি? আমি কি করি?

কল্যাণীর প্রবেশ

কল্যাণী। আবার আপনি আমায় বিরক্ত করতে এসেছেন?

ভবানন্দ। জানতে এলাম তোমার কুশল বারতা।

কল্যাণী। বিষবৃক্ষের কি ক্ষয় আছে?

ভবানন্দ। জীবন কি বিষ?

কল্যাণী। নইলে অমৃত ঢেলে আমি তা ধ্বংস করতে চেয়েছিলাম কেন?

ভবানন্দ। কে তোমার জীবন বিষময় করেছে?

কল্যাণী। কেউ না। জীবনটাই বিষময়। আমার জীবন বিষময়, আপনার জীবন বিষময়, সকলের জীবনই বিষময়।

ভবানন্দ। সত্য কল্যাণী। জীবনটা আমার সত্যি বিষময়। যেদিন অবধি ·· তোমার ব্যাকরণ শেষ হয়েছে?

কল্যাণী। না।

ভবানন্দ। অভিধান?

কল্যাণী। ভাল লাগেনা।

ভবানন্দ। বিদ্যা অর্জ্জনে এ অশ্রদ্ধা কেন?

কল্যাণী। আপনার মত পণ্ডিত যখন মহাপাপিষ্ঠ—তখন লেখাপড়া না করাই ভাল।

ভবানন্দ। কল্যাণী।

কল্যাণী। আমার স্বামীর সংবাদ বলুন।

ভবানন্দ। তার কথা আর কেন? তিনিতো তোমার কাছে মৃত।

কল্যাণী। আমি তার কাছে মৃত; কিন্তু তিনি আমার কাছে জীবিত।

ভবানন্দ। কল্যাণী।

কল্যাণী। সুকুমারী কেমন আছে? স্বামীই আমার ত্যাজ্য কিন্তু কন্যা কেন ত্যাগ করবো! পারেন আপনি আমার সুকুমারীকে আমার কাছে এনে দিতে?

ভবানন্দ। পারি। তারপর?

কল্যাণী। তারপর কি?

ভবানন্দ। স্বামী?

কল্যাণী। ইচ্ছাপূর্ব্বক ত্যাগ করেছি।

ভবানন্দ। তোমার পূনর্জন্ম হয়েছে। যদি তুমি আবার বিবাহ করতে সম্মত হও—তবে সুকুমারীকে এনে দিতে পারি।

কল্যাণী। কাকে বিয়ে করব? তোমাকে?

ভবানন্দ। যদি বলি হ্যাঁ?

কল্যাণী। সন্তান ধর্ম্ম কোথায় থাকবে?

ভবানন্দ। অতল জলে।

কল্যাণী। পরকাল?

ভবানন্দ। মহাশূন্যে।

কল্যাণী। এই মহাব্রত?

ভবানন্দ। বিসর্জ্জন দেব।

কল্যাণী। কেন?

ভবানন্দ। তোমার জন্য কল্যাণী—তোমার জন্য। ঋষি হোক—দেবতা হোক—মানুষ হোক—চিত্ত কারো বশে নয়। সন্তানধর্ম্ম আমার প্রাণ। কিন্তু আজ বলি তুমি আমার জীবনাধিক।

কল্যাণী। (দৃঢ়কণ্ঠে) সন্ন্যাসী!

ভবানন্দ। দাহ কল্যাণী বড় দাহ। ভালবাসা কাকে বলে আমি তা জানিনি। কঠোর ব্রহ্মচারী—শত শত্রুহন্তা ভবানন্দ যেদিন তোমাকে প্রথম দেখে—সেইদিন থেকে আজ পর্য্যন্ত বিবেকের সঙ্গে দীর্ঘ বৎসর ধরে তার সংগ্রাম চলে আসছে। বিবেক পরাজিত—প্রেম জয়ী। ভালবাসার অঙ্কুর আজ মহীরুহে পরিণত। দয়া কর—দয়া কর কল্যাণী। আমায় তুমি গ্রহণ কর।

কল্যাণী। তোমার মুখে শুনেছি—সন্তান যদি ইন্দ্রিয় পরবশ হয় তবে তার প্রায়শ্চিত্ত—

ভবানন্দ। মৃত্যু। কল্যাণী মৃত্যুকেই আমি বরণ করবো। তবু আমার কামনা তুমি সিদ্ধ কর।

কল্যাণী। যদি তোমার কামনা সিদ্ধ না করি?

ভবানন্দ। তবু মৃত্যু আমার প্রায়শ্চিত্ত। কেননা মনের দিক দিয়ে আমি ধর্ম্মভ্রষ্ট।

কল্যাণী। আমি তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ করবো না। কবে মরবে?

ভবানন্দ। আগামী যুদ্ধে।

কল্যাণী। তবে বিদায় হও। তোমার মত পশুর মৃত্যুই মঙ্গল।

ভবানন্দ। পশু! পশুই যদি হতাম কল্যাণী তবে ভবানন্দের সবল বাহুর আক্রমণ থেকে পৃথিবীর কেউ তোমাকে রক্ষা করতে পারতো না। হিংস্র পশুর নখরাঘাতে তোমার ঐ পবিত্র দেহ এতদিন ক্ষত বিক্ষত কলংকিত হয়ে যেতো।

কল্যাণী। সন্ন্যাসী।

ভবানন্দ। হ্যাঁ হ্যাঁ, এখনও ভবানন্দ সন্ন্যাসী। ভালবাসার জোয়ার এসেছিল—তাই সে প্রেমিকের মত তোমার স্নেহের দুয়ারে হাত বাড়িয়েছিল। দিলে না—ফিরে যাবে। শুধু এখান থেকে নয়, পৃথিবী থেকে চিরদিনের মতই সে ফিরে যাবে। কিন্তু একটা কথা. দিনান্তে নিশান্তে অন্ততঃ একবার আমার কথা তুমি স্মরণ করো।

কল্যাণী। স্মরণ করবো—ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী বলে নয়—লম্পট-কামুক ব্রতচ্যুত অধার্ম্মিক বলে।

[প্রস্থান

ভবানন্দ। সব শেষ!

গীতকণ্ঠে উদাসীর প্রবেশ

উদাসী। **গীত**

শেষ হলো মোর স্বপ্ন দেখার
আশার অবসান।
বোধন লগনে উঠিল গাহিয়া
বিজয়ার ব্যথা গান॥
একটি কুসুম ফুটেছিলো হায়
রূপরসে মধুময়,
বৈশাখী ঝড়ে ঝরে গেল আজ
ধূলাতে হইল লয়;
আমার প্রেমের বাসরে জ্বলিছে
চিতা শিখা অনির্ব্বাণ॥
তপ্ত মরুর বুকে যেমন
চলে ক্ষুব্ধ হাওয়া,
আমার ভুবনে দীর্ঘশ্বাসের
চলে শুধু আসা যাওয়া,
জীবন বীণার তারে বাজে
সব হারাণোর তান।

ভবানন্দ। উদাসী!

উদাসী। আমার গোবিন্দের মথুরায় যাবার আহ্বান এসেছে ঠাকুর, মথুরায় যাবার আহ্বান এসেছে।

[প্রস্থান

ভবানন্দ। ঠিক বলেছ, উদাসী। জীবন নদীর ওপারে মথুরায় যাবার আহ্বান আমিও শুনতে পাচ্ছি।

দূরে ধীরানন্দের প্রবেশ

ধীরানন্দ। অন্ধকারে কে ?

ভবানন্দ। তুমি কে ?

ধীরানন্দ। জিজ্ঞাসা করতে জানলে উত্তর দিই।

ভবানন্দ। বন্দে

ধীরানন্দ। মাতরম্।

ভবানন্দ। আমি ভবানন্দ।

ধীরানন্দ মঞ্চে আসিল

ধীরানন্দ। আমি ধীরানন্দ।

ভবানন্দ। কোথায় যাচ্ছ ?

ধীরানন্দ। তোমার সন্ধানে।

ভবানন্দ। কেন ?

ধীরানন্দ। নির্ভয় দিলে বলতে পারি।

ভবানন্দ। নির্ভয়।

ধীরানন্দ। এ স্থান নির্জ্জন তো ?

ভবানন্দ। নির্জ্জন।

ধীরানন্দ। তুমি এ উদ্যানে কেন ?

ভবানন্দ। এমনি।

ধীরানন্দ। এখানে একজন সুন্দরী যুবতী বাস করে ?

ভবানন্দ। এ কথা কেন ?

ধীরানন্দ। তুমি তার উপর অনুরক্ত।

ভবানন্দ। (সক্রোধে) ধীরানন্দ ! (সংযত হইয়া) তুমি ভিন্ন এ সংবাদ আর কে জানে ?

ধীরানন্দ। কেউ না।

ভবানন্দ। তাহলে তোমাকে হত্যা করলে আমি কলঙ্ক মুক্ত হতে পারি ?

ধীরানন্দ। তা পার।

ভবানন্দ। তাহলে এস—এই বিজন উদ্যানে দুইজনে যুদ্ধ করি। হয় তোমাকে বধ করে আমি নিষ্কণ্টক হই—আর না হয় তুমি আমায় বধ করে আমার সকল জ্বালা নিবারণ কর।

ধীরানন্দ। ভবানন্দ!

ভবানন্দ। চুপ। অস্ত্র আছে ?

ধীরানন্দ। আছে। শুধু হাতে কার সাধ্য তোমার সঙ্গে এ সকল কথা বলে! কিন্তু যা বলবার জন্য এসেছি—তার সবটা শুনে তারপর যুদ্ধ করলে ভাল হতোনা ?

ভবানন্দ। বল! কি বলতে চাও ?

তরবারি খুলিয়া ধীরানন্দের কাঁধে রাখিল। যাহাতে ধীরানন্দ না পালায়

ধীরানন্দ। বলতে চাই—কল্যাণীকে তুমি বিয়ে কর।

ভবানন্দ। কল্যাণী! তাও জান ?

ধীরানন্দ। বিয়ে কর না কেন ?

ভবানন্দ। তার স্বামী আছে।

ধীরানন্দ। বৈষ্ণবের সেরূপ বিয়ে হয়।

ভবানন্দ। সে নেড়া বৈরাগীর—সন্তানের নয়। সন্তান ধর্ম্মে বিবাহ নিষিদ্ধ।

ধীরানন্দ। সন্তান ধর্ম্ম রসাতলে যাক্।

ভবানন্দ। (সক্রোধে) ধীরানন্দ।

ধীরানন্দ। ক্রুদ্ধ হয়ো না। যা বলি তা শোন। প্রভু সত্যানন্দ অনুপস্থিত। সন্তানসৈন্য তোমার বশ। এদের নিয়ে যুদ্ধ করলে জয়

অনিবার্য্য। জয় হলে নিজে রাজা হও—কল্যাণী মন্দোদরী হোক। আর আমিও এই সন্তানধর্ম্মের গ্রাস হতে মুক্ত হয়ে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে শান্তিতে দিনাতিপাত করি। কি হবে এই সন্তান ধর্ম্ম দিয়ে?

ভবানন্দ। (তরবারি নামাইয়া) যুদ্ধ কর ধীরানন্দ, আমি তোমাকে বধ করব। আমি ইন্দ্রিয় পরবশ হয়েছি সত্য—কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা করি নাই। প্রায়শ্চিত্ত করতেও আমি প্রস্তুত। আর তুমি? নিজে বিশ্বাসঘাতক—আমাকেও যুক্তি দিয়ে বিশ্বাসঘাতক সাজাতে চাও। তোমাকে হত্যা করলে ব্রহ্মহত্যা হবে না। আমি এই মুহূর্ত্তে তোমাকে হত্যা করব। প্রস্তুত হও।

[ধীরানন্দের সবেগে প্রস্থান

পালিয়ে গেলে। ভীরু! কাপুরুষ! কিন্তু আমি? আমি কি? কঠোর ব্রহ্মচারী-বীরাগ্রগণ্য ভবানন্দ? না-না আমি ব্রতচ্যুত—ইন্দ্রিয়পরবশ—ঘোর মহাপাপী। আমার মৃত্যুই শ্রেয়। (পদচারণা) গুরুদেব-গুরুদেব, কোথায় তুমি? কতদূরে? শক্তি দাও—মৃত্যু-ভয় জয় করবার মত শক্তি দাও, প্রভু। আশীর্ব্বাদ কর যেন সমস্ত দুর্ব্বলতাকে জয় করে আমার স্বধর্ম্ম আমি রক্ষা করতে পারি।

সত্যানন্দ। (নেপথ্যে) স্বধর্ম্ম তোমার রক্ষা পাবে, বৎস। আমি তোমায় আশীর্ব্বাদ করছি।

ভবানন্দ। কে? গুরুদেব! কোথায়—কোথায় আপনি? গুরুদেব-গুরুদেব।

[উদ্দেশ্যে প্রস্থান

———

দ্বিতীয় দৃশ্য

বন

১। বনমধ্য

কয়েকজন সন্তান সহ সত্যানন্দের প্রবেশ

সত্যানন্দ। হরে মুরারে মধুকৈটভারে
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ সৌরে।

সন্তানগণের প্রণাম

সত্যানন্দ। সন্তানগণ, দীর্ঘদিন পরে তোমাদের মাঝখানে ফিরে এসে আমি বড়ই আনন্দ লাভ করেছি। পদচিহ্নে আমাদের যে রণসম্ভার তৈরি হয়েছে—তাতে এবার আমরা স্বাধীনতা সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে পারি। বাংলাদেশের অত্যাচারী শাসক আর পৃষ্ঠপোষক ইংরেজকে আমরা জীবন্ত সমাধি দিতে পারি।

সন্তানগণ। আদেশ দিন আমরা যুদ্ধ যাত্রা করি।

সত্যানন্দ। শুনতে পেলাম ক্যাপটেন টমাস্ আমাদের বহু সন্তানের জীবন হনন করেছে। তোমাদের মধ্যে এমন কেউ কি নেই যে সেই শয়তানকে আমার কাছে ধরে আনতে পারে?

ভবানন্দের অস্ত্রহাতে প্রবেশ

ভবানন্দ। আমি পারি।

সত্যানন্দ। পারবে? পারবে ভবানন্দ, টমাসের ছিন্নশির আমাকে এনে দিতে? আমি সেই শ্বেতছাগের মুণ্ড দিয়ে মহাকালীর পূজা দেব।

ভবানন্দ। (প্রণাম করিয়া) আপনার আশীর্ব্বাদে যুদ্ধে আমি অজেয়। তুচ্ছ টমাসের শির সংগ্রহ করা আমার কাছে অতি তুচ্ছ!

নেপথ্যে কামান গর্জ্জন

সত্যানন্দ। একি! এ কার কামানগর্জ্জন।

অস্ত্র হাতে জীবানন্দের প্রবেশ

জীবানন্দ। শত্রুর—ইংরেজের।

আবার কামান গর্জ্জন ও আর্ত্তনাদ

সত্যানন্দ। একি! এযে সন্তানের আর্ত্তনাদ। কে আছ? দেখ বিপক্ষের কামান কতদূরে?

পুরুষ বেশী শান্তির প্রবেশ

শান্তি। এই বনের সংলগ্ন ছোট্ট একটা মাঠের ওপারে।

সত্যানন্দ। সন্তানগণ। তোমরা আজ দশ হাজার শক্তি এখানে উপস্থিত। ভবানন্দ-জীবানন্দের নেতৃত্বে যে ভাবে পার, মৃত্যু বরণ করেও ঐ কামান দখল কর। দেশের বুক থেকে ইংরেজ বেণিয়া বংশ নির্মূল কর। জীবন দিয়েও স্বাধীনতা অর্জ্জন কর।

[প্রস্থান

জীবানন্দ। ভাইসব মৃত্যু ধ্রুব। তবু গুরু আজ্ঞা পালন করতে হবে। ঐ কামান—ঐ অগ্নিবর্ষী মারণাস্ত্র আমাদের দখল করতে হবে। চল—এগিয়ে চল।

শান্তি। এ যে সাক্ষাৎ মৃত্যু।

জীবানন্দ। মৃত্যু ছাড়া জীবনের সন্ধান মেলেনা, নবীনানন্দ।

ভবানন্দ। তাহ'লে তুমি নিরস্ত হও—আমি নিজে সন্তান পরিচালনা করব।

জীবানন্দ। তা হয়না ভবানন্দ। আজ আমার মরবার দিন।

ভবানন্দ। না—আমার মরবার দিন।

জীবানন্দ। কিন্তু আমাকে যে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

ভবানন্দ। তুমি নিষ্পাপ। আমার অন্তর কলুষিত, আমাকেই মরতে হবে।

জীবানন্দ। কিন্তু তুমি বেঁচে থাকলে সন্তানের কার্য্যোদ্ধার হবে। তমি থাক—আমি যাই।

ভবানন্দ। না-না, মৃত্যু আমার চাই-ই। এস ভাইসব আমাকে অনুসরণ কর। বলো বন্দে মাতরম্।

সকলে। বন্দে মাতরম্।

গমনোদ্যত

শান্তি। দাঁড়াও। এভাবে উন্মুক্ত প্রান্তরে কামানের মুখে লাফিয়ে পরা মূর্খতা ছাড়া কিছুই নয়। শুধু জীবন দেওয়া ছাড়া এতে কোন লাভ হবে না।

ভবানন্দ। তবে ?

শান্তি। ফিরে যেতে হবে।

ভবানন্দ। তিনদিকে শত্রু বেষ্টিত। বামদিকে বর্ষার প্রবল নদী। এ অবস্থায় যে পালাতে চাইবে সেই মরবে।

জীবানন্দ। নদীর উপর একটু সেতু আছে, না ?

ভবানন্দ। আছে। কিন্তু এই দশ হাজার সন্তান সেই পুলের উপর গেলে এত ভীড় হবে যে একটা কামানের গোলাতেই সব শেষ হয়ে যাবে।

জীবানন্দ। তুমি আজ মরবে, না ?

ভবানন্দ। হ্যাঁ। এ বিষয়ে আমি কৃতনিশ্চয়।

জীবানন্দ। উত্তম। তাহলে অল্প সংখ্যক সন্তান নিয়ে তুমি সম্মুখে এগিয়ে টমাসকে আক্রমনের আয়োজন কর। সেই সুযোগে আমি

অধিকাংশ সন্তান নিয়ে নদী পার হয়ে যাই। মহেন্দ্রের কামান নিয়ে আসার কথা আছে। সে এসে পড়লে এই অপমানের শোধ সমেত ওয়াশীল আদায় করে নেব।

ভবানন্দ। তাহলে শেষ আলিঙ্গন দিয়ে যাও ভাই। জীবনের এই শেষ লগ্নে—তোমার মধুস্মৃতির পরশ নিয়ে আমরা পরপার যাত্রা করি।

আলিঙ্গন

জীবানন্দ। তুমি এগিয়ে যাও-ভবানন্দ। আমি পশ্চাতে আসছি। বন্দে মাতরম্।

সকলে। বন্দে মাতরম্।

সকলের প্রস্থান। যুদ্ধের বাদ্য বাজিয়া উঠিল

২। প্রান্তর

টমাস ও কয়েকজন বৃটিশ সৈন্যের প্রবেশ

টমাস। See Mr. Hey. বিদ্রোহীডের greater portion নদীকা উসতরফ্ পলাইটেছে। টুমি যাও—bridge কা উপর কামান ডাগিয়া উহাডের খটম করিয়া ডাও। Kill the rebels like cats and dogs.

[একজন বৃটিশ সেনানীর প্রস্থান

ভবানন্দ ও কয়েকজন সন্তানের প্রবেশ

ভবানন্দ। এই যে শয়তান টমাস! আত্মরক্ষা কর।

টমাস। ঠিক আছে। হামি টোমার মত leader কেই চাই।

তরবারি চালনা

ভবানন্দ। ভাই সব, আজকের যুদ্ধে আমাদের অনেকেই মৃত্যুবরণ করেছে। কিন্তু অবশিষ্ট আমরা যারা আছি—কোন কারণেই আমরা পশ্চাৎপদ হবো না—মৃত্যুকে ভয় করবো না। হয় এই সব সাদা সয়তানদের হত্যা করবো—না হয় বন্ধুদের পার্শ্বে রণক্ষেত্রে শয়ন করব। বল বন্দে মাতরম্।

সন্তানগণ। বন্দে মাতরম্।

[তুমুল যুদ্ধ। সন্তানগণ ও বৃটিশ সৈন্যদের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান

ভবানন্দ। ইষ্ট দেবতার নাম কর, সাহেব। আজ তোমার শেষ দিন।

টমাস। ফুঃ। একটা native টুমি war কি জানে?

ভবানন্দ। হ্যাঁ—তাতো জানিই না। তবে কি জান সাহেব, যুদ্ধ না জানলেও কাস্তে দিয়ে ধান কাটতে আমরা মজবুত। তাই তোমার মত সয়তান ইংরেজকে ঠিক ফসলের মত কেটে ফেলবার বাসনা রাখি।

টমাস। হাঃ হাঃ হাঃ! Try, try my friend. যবতক্ তোমহারা মৌত না আসে তব তক্ লড়াই কর। হামাকে defeat করিটে চেষ্টা কর।

ভীষণ যুদ্ধ। হঠাৎ ভবানন্দ লাফ দিয়া টমাসের ঘাড় ধরিয়া ভূমিতে নিক্ষেপ করিল

ভবানন্দ। কি সাহেব। এইবার!

টমাস। You are really বীর আছে—fighter আছে। But I request you—please kill me at once. হামাকে টুমি হট্যা কর।

ভবানন্দ। অত সহজে তোমার মরা হবেনা, সাহেব। তোমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে আমরা কালী মায়ের কাছে বলি দেব।

টমাস। বলি!

ভবানন্দ। হ্যাঁ-হ্যাঁ বলি।

টমাস। No-no. Don't be so cruel. হামি বীর আছে, টুমি বীরের মত হামাকে হট্টা কর।

ভবানন্দ। বীর! শয়তানী আর চালিয়াতি যাদের জীবনের একমাত্র ইতিহাস—তারা আবার বীর। চল—তোমাকে সামনে শিখণ্ডী রেখে আমি শত্রু দলনে অগ্রসর হবো। চল।

টমাসকে সম্মুখে রাখিল

টমাস। Brave British soldiers, হামিতো মরিয়াছে। লেকিন Great-Britain এর নাম টোমরা রক্ষা করিও। হামি যিশাস ক্রাইষ্টের নামে টোমাডিগকে request করিটেছে—please shot me at once.

নেপথ্যে একটী গুলির শব্দ হইল। দেখা গেল টমাস আহত হইয়া পড়িয়া গিয়াছে

টমাস। Oh! Thank you my dutiful soldier. Good-bye.

[প্রস্থান

বৃটিশ সৈন্যদল সবেগে প্রবেশ করিয়া একা ভবানন্দকে আক্রমণ করিল। ভবানন্দ আহত হইতে লাগিল। সহসা ধীরানন্দ আসিয়া যুদ্ধে যোগ দিল।

ভবানন্দ। তুমি কেন মরতে এলে ধীরানন্দ?

ধীরানন্দ। (যুদ্ধমান) কেন মরা কি কারো ইজারা মহল নাকি?

ভবানন্দ। (যুদ্ধমান) মরলেতো স্ত্রী-পুত্রের মুখ দেখতে পাবেনা।

ধীরানন্দ। গতদিনের কথা বলছ! এখনও বোঝ নাই?

ভবানন্দ। না।

একজন বৃটিশ সৈন্যের আঘাতে আরো আহত হইল

ধীরানন্দ। প্রভু সত্যানন্দের দূত হয়েই তোমাকে পরীক্ষা করতে গিয়েছিলাম।

যুদ্ধ করিতে করিতে আহত হইয়া একজন বৃটিশ সৈন্য পলায়ন করিল

ভবানন্দ। আমার মৃত্যু সংবাদ প্রভুকে দিও। বলো ভবানন্দ ইন্দ্রিয় পরবশ হয়েছিল কিন্তু বিশ্বাস নষ্ট করেনি।

ধীরানন্দ। তা তিনি জানেন। কাল রাতের আশীর্ব্বাদের কথা স্মরণ কর !

একজন বৃটিশ সৈন্য ভবানন্দের বুকে অস্ত্রাঘাত করিল। ভবানন্দ পড়িয়া গেল। ধীরানন্দ বৃটিশ সৈন্যকে আঘাত করিল। বৃটিশ সৈন্য টলিতে টলিতে প্রস্থান করিল

ভবানন্দ। আঃ ! সন্তানদের জয় হোক। বন্দে মাতরম্।

ধীরানন্দ। বন্দে মাতরম্।

নেপথ্যে কামান গর্জ্জন ও সন্তানগণের জয়ধ্বনি হইল

ভবানন্দ। একি ! কামান গর্জ্জন। সন্তানের জয়ধ্বনি।

বৃটিশ সৈন্যগণ পলায়ন করিয়াছে। ধীরানন্দ ভবানন্দকে কোলে তুলিয়া লইল

ধীরানন্দ। তবে কি সন্তানের জয় ?

জীবানন্দের প্রবেশ

জীবানন্দ। হ্যাঁ ভাই সন্তানের জয়। মহেন্দ্র সিংহ সতেরটি কামান নিয়ে এসে সমস্ত রাজসৈন্যকে ধ্বংস করে ফেলেছে। কিন্তু একি ! ভবানন্দ তুমি আহত !

ধীরানন্দ। শুধু আহত নয়—মৃত্যুপথযাত্রী।

জীবানন্দ। ভাই ভবানন্দ !

ভবানন্দ। দুঃখ কি ভাই।

ধীরানন্দ ও জীবানন্দের কাধে ভর দিয়া দাঁড়াইল

মৃত্যুতো জীবনের অবশ্য পরিণাম। তবু যে আনন্দ আজ বুকে নিয়ে যাচ্ছি, তার কোন তুলনা হয় না ভাই। আজ আমরা জয়ী—আমাদের সন্তানের মহা গৌরবের দিন। এই আনন্দই আজ আমার শেষের পাথেয়।

সত্যানন্দ, পুরুষবেশী শান্তি ও মহেন্দ্রের প্রবেশ

সত্যানন্দ। তোমার এই বীরত্ব—এই আত্মত্যাগ বাংলার বুকে চিরোজ্জল হয়ে থাকবে, বৎস।

ভবানন্দ। গুরুদেব আ-শী-র্ব্বা-দ—

সত্যানন্দ ভবানন্দের শিরে হস্ত রাখিল

সত্যানন্দ। আমার আশীর্ব্বাদে তোমার বৈকুণ্ঠধাম হবে, বৎস। যাও ধীরানন্দ, ভবানন্দকে বিষ্ণু-মণ্ডপে নিয়ে যাও। সেখানেই তার অন্তিম শয্যা হোক।

[ধীরানন্দ ভবানন্দকে লইয়া প্রস্থান করিল

সত্যানন্দ। বৎসগণ! উত্তরবঙ্গ আজ ম্লেচ্ছদের হাত থেকে উদ্ধার পেয়েছে। এ বড় আনন্দের কথা। কিন্তু সব কিছু ছাপিয়ে—সন্ন্যাসী আমি—তবু ভবানন্দের স্মৃতি আমার দুচোখে শ্রাবণের ধারা নিয়ে আসছে।

শান্তি। গুরুদেব!

সত্যানন্দ। যাঁর ইচ্ছায় এই অসম্ভব সম্ভব হলো- সেই জগদীশ্বর হরির জয় গান কর, সন্তান!

গীতকণ্ঠে প্রেমানন্দের প্রবেশ

প্রেমানন্দ। গীত

জয় জগদীশ হরে।
প্রলয় পয়োধি জলে ধৃত বানসি বেদং
বিহিত-বহিত্র চরিত্রম খেদম্,
কেশব ধৃত মীন শরীর
জয় জগদীশ হরে॥

সকলে। (সুরে) জয় জগদীশ হরে॥

প্রেমানন্দ। গীত

ম্লেচ্ছ নিবহ নিবধনে কলয়সি করবালম্
ধুম কেতুমিব কিমপি করলাং
কেশব ধৃত কল্কি শরীর
জয় জগদীশ হরে।

সকলে। (সুরে) জয় জগদীশ হরে॥

[প্রেমানন্দের প্রস্থান

সত্যানন্দ। যাও জীবানন্দ, গৌড় অভিযানের জন্য প্রস্তুত হও। আগামী সপ্তাহেই আমাদের গৌড় অধিকার করা চাই।

জীবানন্দ। প্রভুর আদেশ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হবে।

[প্রস্থান

মহেন্দ্র। আমার প্রতি প্রভুর আজ্ঞা ?

সত্যানন্দ। তোমার ব্রত উদ্‌যাপিত হয়েছে। বরেন্দ্রভূমে এবার সন্তান-রাজ্য স্থাপিত হবে। এবার তুমি সংসারী হতে পার, মহেন্দ্র।

মহেন্দ্র। কাকে নিয়ে সংসারী হবো প্রভু? স্ত্রী আত্মত্যাগিনী—কন্যা নিরুদ্দিষ্ট—সংসারে যে আমার কেউ নেই।

সত্যানন্দ। (শান্তিকে দেখাইয়া) ইনি নবীনানন্দ গোস্বামী। এর সঙ্গে যাও—তোমার হারাণো রত্নের সন্ধান পাবে।

মহেন্দ্র। প্রভু!

শান্তি। প্রভুকে নয়। আমার সঙ্গে আসুন। আপনার জন্য বহু বিস্ময় অপেক্ষা করে আছে।

মহেন্দ্র। বেশ! চলুন!

[উভয়ের প্রস্থান

সত্যানন্দ। এতদিনে—এতদিনে আমার মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছে।

মহাপুরুষের প্রবেশ

মহাপুরুষ। তাই আমি ও এসেছি।

সত্যানন্দ। আপনি! কেন?

মহাপুরুষ। দিন পূর্ণ হয়েছে। এবার যেতে হবে।

সত্যানন্দ। ক্ষমা করুন প্রভু। আগামী মাঘী পূর্ণিমায় আপনার আদেশ আমি প্রতিপালন করব।

মহাপুরুষ। তথাস্তু।

[প্রস্থান

সত্যানন্দ। প্রতিষ্ঠার পুণ্য-লগ্নেই বিসর্জ্জনের আহ্বান। তবে কি হিন্দুরাজ্য পুনঃ প্রতিষ্ঠা হয়—এ ভগবানের ইচ্ছা নয়? না—না—এ হতে পারেনা। মাঘী পূর্ণিমার আহ্বান আসার আগেই এই সোনার বাংলার বুকে আমি সন্তান-রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠ করে যাবো।

[প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

রাজপথ

রহিমউদ্দিন ও আমীর আলীর প্রবেশ

রহিম। একি হলো, আমীর! তুচ্ছ কয়েকটা সন্ন্যাসীর হাতে ইংরেজ আর রাজশক্তির পরাজয় ঘটে গেল।

আমীর। কোন অসুবিধে হলো কি?

রহিম। অসুবিধে! তুমি বলছ কি আমীর!

আমীর। ও আর বলাবলি নেই, হুজুর। অত্যাচারীর ধ্বংস হলো, এটা বেশ ভালই হলো।

রহিম। ভাল?

আমীর। খুব ভাল। পাপের ধ্বংস আর পুণ্যের প্রতিষ্ঠা—খোদা-তালার এই বিধান, হুজুর।

রহিম। চারদিকে লুট তরাজ—হত্যা। এসময় তোমার রসিকতা ভাল লাগেনা, আমীর।

আমীর। এইতো রসিকতার সময় হুজুর। সম্পদের দিনে সবাই হাসতে পারে—কিন্তু বিপদের দিনে যার মুখে হাসি ফোটে সেই তো মানুষ।

রহিম। তোমার ও সব দার্শনিক ব্যাখ্যা রেখে—চল কোন প্রকারে পালিয়ে জানটাকে রক্ষা করি।

আমীর। কুকুর শেয়ালের জান থাকার চেয়ে যাওয়াই ভাল হুজুর।

রহিম। (সক্রোধে) আমীর আলী।

আমীর। ধীরে, হুজুর ধীরে। এটা আপনার প্রাসাদ নয় - অরক্ষিত রাজপথ। অত জোরে ধমক দিলেও আমীর আর ভয় পাবে না।

রহিম। আমার মুখের উপর এতবড় কথা। হারামীকা বাচ্চা!

আমীর। হুসিয়ার রহিমউদ্দিন। তোমার অনেক নুন খেয়েছি— তাই জীবনটা তোমার ভিক্ষা দিয়ে গেলাম। কিন্তু স্মরণ রেখো সয়তান, ইসলামের নাম করে যারা সরাপ আর মেয়ে মানুষ নিয়ে মেতে থাকে, রাজার জাত বলে যারা প্রজার উপর নির্ব্বিবাদে অত্যাচার করে—মানুষ তাদের ক্ষমা করলেও, খোদা কোনদিন ক্ষমা করেন না।

রহিম। এ পাপ হতে তুমিও তো অব্যাহতি পাবেনা, আমীর।

আমীর। সে আমি জানি ফৌজদার। পেটের তাড়নায়, স্ত্রী-পুত্রের মুখে অন্ন তুলে দিতে আমি এতদিন তোমার গোলামী করে এসেছি। কিন্তু গোলামী করলেও হিতাহিত জ্ঞান আমি হারাইনি। তোমাদের অবিমৃষ্যকারীতায় মুসলমানের ঘরে ঘরে আজ আগুন জ্বলছে। তারই জ্বলন্ত শিখায় কিছু আগে আমার স্ত্রী-পুত্র সব ভস্মীভূত হয়ে গেছে।

রহিম। সেকি! তোমার স্ত্রীপুত্র ভস্মীভূত?

আমীর। কি করতে কি হয়ে গেল! কি চেয়েছিলাম—কি পেলাম। যাদের রক্ষার জন্য এই নিকৃষ্ট চাটুকার বৃত্তি গ্রহণ করেছিলাম বলতে পার ফৌজদার, কেন তারা এভাবে আগুনে পুড়ে মারা গেল?

রহিম। হিন্দুদের অত্যাচারে।

আমীর। না ফৌজদার। চির-সহনশীল এই হিন্দুজাত নিরবে অনেক সয়েছে। আগুন এরা জ্বালায়নি।

রহিম। তবে কে?

আমীর। তোমরা—আমরা—অতিলোভী স্বেচ্ছাচারী সয়তানের দল দেশব্যাপী এই আগুন জ্বালিয়েছে। শুন; আমি নই ফৌজদার—এই

আগুনের হাত থেকে তোমাদের কারো নিস্তার নেই। সমস্ত ইসলাম সাম্রাজ্যটা এই আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

রহিম। আমীর আলী।

আমীর। এই দেখ—(ছুরি বাহির করিয়া) আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমি করে যাচ্ছি, এই ছুরিকার মুখে। তুমিও প্রস্তুত হও। (স্ববক্ষে ছুরিকাঘাত।) আঃ!

রহিম। আমীর—আমীর আলি।

ধরিল

আমীর। দুনিয়ার সমস্ত মুসলমানকে আমার হয়ে তুমি জানিয়ে দিও—খোদার পবিত্র বিধান অবহেলা করে মানুষকে যারা দাসের মত—জানোয়ারের মত ব্যবহার করে এসেছে—তাদের জন্য অপেক্ষা করছে খোদাতালার আশীর্ব্বাদ নয়—সর্ব্বধ্বংসী অভিশাপ। আঃ।

[টলিতে টলিতে প্রস্থান

রহিম। আমীর আলী। আমীর আলী।

গমনোদ্যত। ছুরিকাহস্তে রোশেনারা ছুটিয়া আসিয়া তাহার বুকে ছুরিকা বসাইয়া দিল

রোশেনারা। আমীর নয়—মৃত্যু! হাঃ হাঃ হাঃ।

রহিম। আঃ! শয়তানী।

পড়িয়া গেল

রোশেনারা। শয়তানী! হাঃ হাঃ হাঃ! মনে পড়ে আমার সেই অতীতের কাতর অনুনয়? মনে পড়ে আমার স্বামীর বুকের রক্তে রঞ্জিত রাত্রি? মনে পড়ে লাঞ্ছিতা নারীর বুকফাটা সেই আর্ত্ত হাহাকার? এ তারই শাস্তি। প্রতিশোধ! প্রতিশোধ! হাঃ হাঃ হাঃ!

[ছুটিয়া প্রস্থান

রহিম। আমার পাপের যোগ্য শাস্তি! (উঠিয়া) ওগো বাংলার

লাঞ্ছিতা নারী, তুমি আমায় ক্ষমা কর। আমার বুকের রক্তে তোমার স্বামীর আত্মা তৃপ্তি লাভ করুক। শক্তির অহঙ্কারে দুর্ব্বলকে হয়তো অস্বীকার করা যায়, কিন্তু প্রকৃতির প্রতিশোধ থেকে কারো নিস্তার নেই। আঃ—খোদা—মেহেরবান!

[প্রস্থান

কল্যাণীর প্রবেশ

কল্যাণী। তাইতো! চারিদিকে একি উচ্ছৃঙ্খলতা। হত্যা-লুট—আর অগ্নিদাহে রাত্রি যেন পিশাচীর রূপ পরিগ্রহ করেছে। এই অন্ধকারে, এই পৈশাচিকতার ভিতরে কি করে পদচিহ্ন যাবো? ব্রত উদ্‌যাপিত। স্বামী দর্শন আমার চাই।

একজন মুসলমান প্রহরীর প্রবেশ

প্রহরী। কোন্ যাতা হ্যায়?

কল্যাণী। আমি স্ত্রীলোক।

প্রহরী। বাহির মৎ যাও। আজ রাত্‌মে বহুৎ গোলমাল হ্যায়। কোন্ জানে তুম্‌হারা ক্যায়া হোগা।

কল্যাণী। বাবা, আমি ভিখারিণী। ডাকাতে আমায় কিছু বলবে না। আমার সঙ্গে এক কপর্দ্দকও নেই।

প্রহরী। বয়স আছে বিবি-বয়স আছে। দুনিয়ামে ওহি তো জহরত্ হ্যায়। বল্‌নেছে হাম্‌ভি ডাকু হনে সক্‌তা।

কল্যাণী। কি বল্লে?

প্রহরী। কুছ্ নেহী, পিয়ারী। তুম মেরা সাথ্ আও।

হস্তধারণ

কল্যাণী। ছাড়—ছাড় আমার হাত।

প্রহরী। হাঃ হাঃ হাঃ। নেহি ছোড়ে গা।

লাঠি হস্তে পুরুষ বেশী শান্তির প্রবেশ

শান্তি। জরুর ছোড়েগা।

প্রহরী। ইয়া আল্লা! হাম্‌কো একদম্ ছাতু বনা দিয়া!

[প্রস্থান

শান্তি। ভয় পেওনা। কোথায় যাবে?

কল্যাণী। পদচিহ্নে।

শান্তি। পদচিহ্নে!

হস্তধারণ। কল্যাণী কাঁদিতেছে

হরে মুরারে। চিনেছি তুমি পোড়ারমুখী কল্যাণী।

কল্যাণী। আপনি কে?

শান্তি। তোমার দাসানুদাস। হে সুন্দরী, আমার প্রতি তুমি প্রসন্ন হও।

কল্যাণী। (সরিয়া গিয়া সক্রোধে) লম্পট! আমি আজ অসহায়া—নইলে তোর মত ভণ্ড সন্ন্যাসীর মুখে আমি লাথি মারতাম।

শান্তি। লাথির চেয়ে তোমার আলিঙ্গনই যে আমার বেশী কাম্য সুন্দরী। এস—আমার বুকে এস!

কল্যাণী। লম্পট—কামুক—সয়তান।

শান্তি। এবার তাহলে ভগবান।

জড়াইয়া ধরিয়া হাসিয়া উঠিল

কল্যাণী। (হাসিয়া) ও আমার কপাল! আগে বলতে হয় ভাই যে, তোমারও ঐ দশা।

শান্তি। মহেন্দ্রের খোঁজে যাচ্ছ?

কল্যাণী। সব কথাই জান দেখছি। কিন্তু পুরুষবেশে কে তুমি নারী?

শান্তি। উ হুঃ হুঃ—নারী নয়, নারী নয়। ঘোর বীরপুরুষ শ্রীমৎ নবীনানন্দ ব্রহ্মচারী। এস আমার সাথে।

মহেন্দ্রর প্রবেশ

মহেন্দ্র। কল্যাণী!

কল্যাণী। কে? তুমি!

দৌড়াইয়া মহেন্দ্রর বুকে পতন

মহেন্দ্র। কল্যাণী!

উভয়ে কাঁদিতেছে। জীবানন্দের প্রবেশ

জীবানন্দ। বেশ মশাই বেশ। এতদূর আমাকে ঠেলে নিয়ে এসে-শেষ পর্য্যন্ত হারাণো মাণিক খুঁজে পেয়ে অধমকে একলা ফেলে একেবারে চোঁচা দৌড়।

শান্তি হাসিতেছে

মহেন্দ্র। আপনাদের কাছে আমরা চির বিক্রীত। এবার দয়া করে বলুন—কোথায় আমাদের কন্যা?

শান্তি। আমি ঘুমুবো। ভয়ানক বীরপুরুষ আমি। দু'রাত্রি ঘুম হয়নি। অতএব নবীনানন্দের ঘুমানন্দের সন্ধানে প্রস্থান।

[প্রস্থান

জীবানন্দ। আপনারা পদচিহ্নে যান। সেখানেই কন্যাকে পাবেন।

মহেন্দ্র। চল কল্যাণী, দীর্ঘদিন পরে তোমার ফেলে আসা ঘরে ফিরে চল। তোমার আমার জীবনের মাঝখানে যে ঘূর্ণাবর্ত্তের সৃষ্টি হয়েছিল, তার কথা আলোচনা করবো আমাদের পদচিহ্নের প্রাসাদে গিয়ে।

[উভয়ের প্রস্থান

জীবানন্দ। ভবানন্দ চলে গেল। কিন্তু আমার যাওয়াতো হলো না। সন্তান ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়ে, নারীস্পর্শ করে যে মহাপাপ করেছি —জীবন দিয়েও তার প্রায়শ্চিত্ত করে যেতে হবে। কিন্তু কবে কোন পথে সে প্রায়শ্চিত্তের বিধান আসবে কে জানে? ভগবান, তুমি পথ দেখাও—পথ দেখাও।

[প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

শিবির

বৈষ্ণবী বেশী শান্তি ও মেজর এডওয়ার্ডের প্রবেশ

এডওয়ার্ডস্। টুমি আমাকে গান শুনাইতে চাও?

শান্তি। হ্যাঁ সাহেব।

এডওয়ার্ডস্। কেন?

শান্তি। বইট ইনামের আশায় সাহেব, আমি বড় গরীব।

এডওয়ার্ডস। You are poor. Very well. হামি টোমাকে বহুট ইনাম দেবে। টোমার বাড়ী কোথায়, বিবি?

শান্তি। বিবি নয়, বৈষ্ণবী। আমার বাড়ী পদচিহ্নে।

এডওয়ার্ড। পড্চিন্! ইয়া একঠো গড় হ্যায়?

শান্তি। কত ঘর আছে।

এডওয়ার্ড। No-no-ঘর নেহি-গর-গর।

শান্তি। তুমি কেল্লার কথা বলছ?

এডওয়ার্ড। Yes কেল্লা। কেল্লা আছে ?

শান্তি। হুঃ! ভারী কেল্লা আছে।

এডওয়ার্ডস। কেট্টে আডমী উহা পর থাকে ?

শান্তি। তা বিশ-পঞ্চাশ হাজার হবে।

এডওয়ার্ডস। Fifty thousands! Nonsense. একঠো কেল্লাসে বহুট জোর ডো-চার হাজার রহনে শক্টা। আভি তো তামাম নিকাল গিয়া

শান্তি। আবার নেকালবে কোথায় ?

এডওয়ার্ডস। মেলামে। হামি announce করিয়াছে যে কাল হামি মাঘী পূর্নিমার মেলা attack করিবে। উংলুক মেলা save করনেকো ওয়াস্তে মেলামে মিলিট হবে।

শান্তি। আর তুমি বুঝি সেই সুযোগে কেল্লা দখল করে নেবে! বা খুব বাহাদুর তো তুমি!

এডওয়ার্ডস। হাঁ হাঁ আমরা ইংরেজ বহুট বাহাদুর জাট।

শান্তি। তা বটেইতো! কিন্তু আমিও শান্তি। তোমার বাপের শ্রাদ্ধের চাল যদি না চড়াই তবে বৃথাই আমার রসকলি কাটা।

এডওয়ার্ডস। কি বলিটেছ ?

শান্তি। বলছি ভিখারী মানুষ আমি, অত খবর আমি বলি কি করে। তবে হাঁ—ভাল করে বকশিস্ দাওতো কেল্লায় ঢুকে সব খবর পরশু তোমায় এনে দেব।

এডওয়ার্ডস। (একটি টাকা দিয়া) পরশু নেহি বিবি—আজ রাতমে খবর দেনে হোগা।

শান্তি। দুর বেটা ম্লেচ্ছ—সরাপ টেনে নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমো। আজ আমি দশ ক্রোশ রাস্তা যাবো—আসবো—তবে ওকে খবর দেব। কি আমার গুণের গোঁসাইরে। বেটা ছুঁচো।

এডওয়ার্ডস। ছুঁচো! কিস্‌কা বলতা হ্যায়?

শান্তি। যে বীর ভারী জাঁদরেল—তাকে ছুঁচো বলে।

এডওয়ার্ডস। Is it? Then হামি তো লর্ড ক্লাইভ কা মাফিক Great general. হামি ছুঁচো আছে—হামার Fatherভি বহুট বড়া ছুঁচো আছে।

শান্তি। বেটা যেন খুঁশার চোটে তুবরী ছাড়ছে।

এডওয়ার্ডস। ক্যায়া বলতে হ্যায়?

শান্তি। বলতে হ্যায়—কেল্লার খবর এনে দিলে আমায় কি বকশিস দেবে?

এডওয়ার্ডস। শত রূপেয়া ইনাম দেবে। লেকিন আজহি হামকো খবর মিলনে চাহি।

শান্তি। এত রাস্তা হেটে যাওয়া কি সম্ভব?

এডওয়ার্ডস। ঘোড়ে পর যাইবে?

শান্তি। কোলে বসিয়ে নিয়ে যাবে তো?

এডওয়ার্ডস। যাবে। লিণ্ডলে।

একজন বৃটিশ সৈনিকের প্রবেশ

এহি বিবিকা ঘোড়ে পর লে কর পডচিন্ ফোর্ট যানা পড়ে গা। Will you?

বৃঃ সৈন্য। Gladly sir.

এডওয়ার্ডস। Then start.

লিণ্ডলে ও শান্তি বাহির হইয়া গেল

In this way subsiding the Sannyasi mutiny I will be the second Clive. কই হ্যায়, নাচনেওয়ালী লোককে ভেজ দেও।

নর্ত্তকীদের প্রবেশ ও নৃত্যগীত

নর্ত্তকীগণ।　　　　গীত

লুট লিয়ারে—লুট লিয়া
মেরা খোয়াবিকা লাখো বাহার্ লুট লিয়া।
ইযে চাঁদনী চাঁদনী রাত
আর্ত্তর মিঠি মিঠি বাৎ,
দেওয়ানা কর দিয়া মুঝে পরদেশীয়া॥
লাগাকে প্রেম ডোরি
যাওল মুঝে ছোড়ি,
(আউর) নাযনাসে নায় না মিলাকে নাহি পিয়া॥

[গীতান্তে প্রস্থান

খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে বৃটিশ সৈনিকের প্রবেশ

বৃটিশ সৈন্য। Spy—Major—Spy.

এডওয়ার্ডস। What's the matter, Lindley? তুমি অমন করিয়া হাটিতেছ কেন?

বৃটিশ সৈন্য। That বিবি শট্রুকা Spy আছে Sir. হামাকে ঘোড়ার পিঠ হইটে push করিয়া মাট্টিমে ফেক্ দিয়া। হাম্‌রা একঠো leg broken হো গিয়া।

এডওয়ার্ডস। What?

বৃটিশ সৈন্য। ও বিবি বহুট আচ্ছা সওয়ার আছে। হামারা ঘোডা লে কর্‌গে ও একডম্ শট্রুকে খবর দিটে চলিয়া গেল।

এডওয়ার্ডস। An imp of satan! Strike the tents. তাঁবু ওঠাও—তাঁবু ওঠাও। War—war.

রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল। সকলের প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

প্রান্তর

জীবানন্দের প্রবেশ

জীবানন্দ। হরে মুরারে মধু কৈটভারে
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ সৌরে।

স্ত্রী বেশী শান্তির প্রবেশ

শান্তি। ও গোঁসাই—গোঁসাই।

জীবানন্দ। কি খবর শান্তি?

শান্তি। খবর পরে বলছি—কোথায় যাচ্ছ?

জীবানন্দ। মরতে। মাঘী পূর্ণিমার মেলায়।

শান্তি। কিন্তু মৃত্যুতো ও পথে আসছে না, গোঁসাই।

জীবানন্দ। তবে?

শান্তি। মেজর এডওয়ার্ড মেলা আক্রমণের কথা রটিয়ে আমাদের দুর্গ আক্রমণে আসছে।

জীবানন্দ। সেকি!

শান্তি। আমি এই মাত্র সেখান থেকে খবর নিয়ে আসছি।

জীবানন্দ। সন্তানেরা প্রায় সবাই মেলা রক্ষায় যাত্রা করেছে। এখন গড় রক্ষার উপায়?

শান্তি। তুমি যতদূর সম্ভব—সন্তানদের ফিরিয়ে আন্‌তে চেষ্টা কর। আমি যাই পদচিহ্নে মহেন্দ্রকে সতর্ক করে দিতে।

নেপথ্যে ইংরেজের বিউগল বাজিয়া উঠিল

জীবানন্দ। একি! এযে ইংরেজের তূর্য্যনাদ।

শান্তি। এখন উপায়?

জীবানন্দ। তুমি পদচিহ্নে যাও। আমি এখানেই এডওয়ার্ডকে বাধা দেব।

মহেন্দ্র সিংহের প্রবেশ

মহেন্দ্র। কাকে বাধা দেবে, জীবানন্দ?

জীবানন্দ। একি! মহেন্দ্রসিংহ! যাক্, ভালই হয়েছে।

মহেন্দ্র। কি ভাল হয়েছে?

জীবানন্দ। শীঘ্র ঐ টিলায় আরোহণ কর, ওপারে ইংরেজ। যে আগে টিলায় উঠতে পারবে—জয় হবে তার। শান্তি—

মহেন্দ্র। কে?

শান্তি। শ্রীমৎ নবীনানন্দ গোস্বামী ওরফে শান্তিমণি পাপিষ্ঠা।

জীবানন্দ। আমার ব্রহ্মচারিণী স্ত্রী।

মহেন্দ্র। কি আশ্চর্য্য।

জীবানন্দ। যাও শান্তি, ফাঁকা মাঠে গিয়ে, যথা সম্ভব শঙ্খনাদ কর। যে সন্তান শুনবে, সেই ফিরে আসবে।

শান্তি। তাহলে যাই।

জীবানন্দ। একি! কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ কেন? ছিঃ। আজকেই যে আমাদের মহামিলনের দিন। যাও।

শান্তি। যাই। সত্যি কি আজ শেষ দিন?

জীবানন্দ। হ্যাঁ শান্তি, শেষ দিন।

শান্তি। তাহলে পায়ের ধুলো দাও। (প্রণাম) আশীর্ব্বাদ কর, যেন পরজন্মে তোমাকেই স্বামীরূপে লাভ করি। হরে মুরারে।

[প্রস্থান।

জীবানন্দ। হরে মুরারে! (কয়েকজন সন্তানের প্রবেশ) সন্তানগণ, তোমরা আমাকে চেন ; আমি জীবানন্দ। সহস্র শত্রুর প্রাণনাশ করেছি।

সন্তানগণ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমরা তোমাকে চিনি। তুমি জীবানন্দ গোস্বামী—আমাদের পরিচালক।

জীবানন্দ। বল—বন্দে মাতরম্।

সকলে। বন্দে মাতরম্!

নেপথ্যে শঙ্খনাদ

জীবানন্দ। ঐ শোন শঙ্খনাদ। টিলার ওপারে শত্রু। আজই এ স্তূপ শিখরে এ নীলাম্বর যামিনী সাক্ষাতে আমরা রণজয় করবো। বল বন্দে মাতরম্।

সকলে। বন্দে মাতরম্।

জীবানন্দ। সকলে অগ্রসর হও!

অগ্রগমণ। নেপথ্যে কামান গর্জ্জন

জীবানন্দ। টিলার শিখর থেকে ইংরেজ কামান দাগছে। আজ সব শেষ। এস এইখানেই মরি।

মহেন্দ্র। বৃথা মৃত্যু বীরধর্ম্ম নয়।

জীবানন্দ। আমি বৃথাই মরবো। তবে যুদ্ধ করে মরবো। ভাইসব, যে হরিনাম করতে করতে আমার সঙ্গে মরতে চাও, এস আমাকে অনুসরণ কর।

সন্তানগণ। আমরাও মরবো।

জীবানন্দ। ও ভাবে হবেনা। ভগবানের নামে শপথ কর—প্রাণ থাকতে কেউ ফিরবে না।

সকলে নীরব

কেউ আসবেনা। বেশ, সুখে থাক ভাইসব। আমি মৃত্যুর মুখে এগিয়ে চল্লাম। মহেন্দ্র ভাই নবীনানন্দকে বলো পরলোকে আমি তার জন্য অপেক্ষা করবো। হরে মুরারে।

জীবানন্দ ছুটিয়া গেল। কামান গর্জ্জন হইল

নেপথ্যে। Hip—Hip—Hurrah!

মহেন্দ্র। দেখ সন্তানগণ, একবার ফিরে জীবানন্দ গোসাইকে দেখ। দেখলে মরবে না।

সন্তানগণ। জীবানন্দ মরতে জানে—আমরা জানিনা। চল জীবানন্দের সঙ্গে আমরাও বৈকুণ্ঠে যাই।

গমনোদ্যত – বৃটিশ সৈন্যসহ এডওয়াডে´র প্রবেশ

এডওয়ার্ড। Here end. (বৃটিশ সৈন্যদের) Attack.

মহেন্দ্র। সন্তানগণ, জীবানন্দের আদর্শ অনুসরণ কর। এই সব সাদা সয়তানদের হত্যা করে অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় কর। বল—বন্দে মাতরম্।

সকলে। বন্দে মাতরম্।

তুমুল যুদ্ধ। নেপথ্যে পুনঃ শঙ্খনাদ

মহেন্দ্র। আবার শঙ্খনাদ! একি! টিলার উপরে প্রভু সত্যানন্দের ধ্বজা। সন্তানগণ, ভয় নাই। ভয় নাই। লক্ষ সন্তান নিয়ে প্রভু সত্যানন্দ আমাদের সাহায্যে এসেছেন। এস ইংরেজ সৈন্যকে আমরা পায়ের তলায় পিষে মারি।

সন্তানসহ সত্যানন্দের প্রবেশ

সত্যানন্দ। হ্যাঁ—হ্যাঁ--পিষে মার। এই সব পরস্বাপহারী বেইমান ইংরেজদের বিন্দুমাত্র করুণা করোনা। হত্যা কর, হত্যা কর।

তুমুল যুদ্ধ ও ইংরেজ সৈন্যকে তাড়াইয়া লইয়া সন্তানদের প্রস্থান। ক্ষণপরে রক্তাক্ত অসি ও রক্তাক্ত দেহ লইয়া ধীরানন্দ ও মহেন্দ্রের প্রবেশ

মহেন্দ্র। সব খতম্। গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংস এর কাছে সংবাদ নিয়ে যায় এমন একটি সৈনিকও ওদের বেঁচে নেই।

ধীরানন্দ। সবই ভগবান শ্রীবিষ্ণুর দয়া। এস মহেন্দ্র, এই মাঘী পূর্ণিমার মহেন্দ্রক্ষণে তোমার পদচিহ্ন গড়ে হিন্দুরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার শুভ উৎসব করিগে।

স্ত্রীবেশে শান্তির প্রবেশ

শান্তি। উৎসব। হ্যাঁ হ্যাঁ, উৎসব করবে বৈকি! আজ সন্তানের পূর্ণ জয় হয়েছে—উৎসব করবে না? কিন্তু কৈ, কোথায় তোমাদের সেনাপতি? যার দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হয়ে তোমরা আজ রণজয় করেছ?

ধীরানন্দ। কে তুমি মা?

মহেন্দ্র। বাংলার মূর্ত্তিমতী সাধনা ঠাকুর জীবানন্দেয় সহধর্ম্মিনী শান্তি দেবী।

ধীরানন্দ। তুমি জীবানন্দের সংবাদ চাও মা?

শান্তি। হ্যাঁ হ্যাঁ বল—কোথায়—কোথায় সে?

মহেন্দ্র। কি বলবো মা, সে নেই।

শান্তি। নেই। উঃ। ভগবান!

কাঁদিয়া ফেলিল

ধীরানন্দ। কেঁদনা মা, তুমি বীর জায়া। বীর স্বামীর মৃত্যুতে চোখের জল ফেলে তাঁর আত্মার অকল্যাণ করোনা।

শান্তি। না—না কাঁদবোনা—কাঁদবোনা আমি। বীর স্বামী আমার বীরত্ব গৌরবে বৈকুণ্ঠে চলে গেছে—আমার কি কাঁদা চলে? কিন্তু কি করবো বল, পোড়া চোখে যে ধারা বারণ মানে না।

ধীরানন্দ। মা!

শান্তি। যাবার আগে সে কি তার অভাগিনী স্ত্রীকে কিছুই বলে যায়নি ?

মহেন্দ্র। বলে গেছে মা। যাবার আগে আমাকে সে বলে গেছে, “মহেন্দ্র শান্তিকে বলো—আমি তার জন্য পরপারে অপেক্ষা করবো।”

শান্তি। বলে গেছে—শেষ মুহূর্ত্তে সে আমার নাম করে গেছে। ওগো প্রেমিক পুরুষ! কোথায়, কতদূরে তোমায় আমি পাবো? ওগো পার তোমরা কেউ আমার স্বামীর দেহটা আমাকে এনে দিতে?

ধীরানন্দ! এই মৃতদেহের স্তূপের ভেতর তাঁর দেহ খুঁজে বের করা তো সম্ভব নয়, মা।

শান্তি। তোমরা না পারলেও তাঁর দাসী তাঁর দেহ নিশ্চয়ই খুঁজে বের করবে। তারপর সেই দেহ বুকে নিয়ে আমি সহমরণে যাত্রা করবো। ওগো বাংলার সতী সীমন্তিনীরা, তোমরা আমায় আশীর্ব্বাদ কর—তোমরা আমায় আশীর্ব্বাদ কর।

[প্রস্থান

মহেন্দ্র। দেখছ কি ধীরানন্দ ঠাকুর? বাংলার স্নিগ্ধ মাটীতে দুটি অপূর্ব্ব ফুল ফুটেছিলো। জীবানন্দ আর শান্তি বাংলা মায়ের দুটি সন্তান। হায় ভগবান, আবার কবে আসবে? কবে বাংলার ঘরে ঘরে জীবানন্দের মত পুত্র, শান্তির মত কন্যা জন্ম গ্রহণ করবে? সোনার বাংলা আবার কতদিনে বীর প্রসবিনী সার্থক জননী হবে?

গীতকণ্ঠে প্রেমানন্দের প্রবেশ

প্রেমানন্দ।　　গীত

সেদিন নহেকো দূর।
নাশ হবে এই ঘন আঁধিয়ার
হবে হবে নিশি ভোর।

সন্তানের এই ত্যাগের মহিমা
বাংলা মায়ের বাড়াবে গরিমা,
ঘরে ঘরে হবে বীরের জনম
মুছে যাবে আঁখি লোর।
চলে গেল যারা
যায় নাই তারা,
রয়েছে মায়ের বুকে,
নূতন যুগের
অঙ্কুর হয়ে
আবার জাগিবে সুখে।
আসে নব যুগ
জাগে হাসি মুখ,
অবসান বন্ধন
সৃষ্টি বেদনায় ঐ চেয়ে দেখ
ধরণীর শিহরণ,
সাতকোটী ছেলে—সবে মা মা বলে
পড়েছে প্রেমের ডোরে।

[সকলের প্রস্থান

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রণস্থল

১। একাংশ

শান্তির প্রবেশ

শান্তি। নিস্তব্ধ রাত্রি। বিজয় উৎসবে সমস্ত সন্তানেরা আজ উল্লসিত। তাদের সেনাপতির সন্ধান তারা কেউ করলে না। কিন্তু আমি তার স্ত্রী—সহধর্ম্মিনী। তাঁর শেষ কার্য্য না করে তো আমি পারি না; খুঁজতে হবে, প্রয়োজন হলে সমস্ত প্রান্তরটাই খুঁজতে হবে। তাঁর পবিত্র দেহ আমার চাই।

সন্ধান। মহাপুরুষের প্রবেশ

মহাপুরুষ। আমার সঙ্গে এসো মা। তোমার স্বামীর সন্ধান আমি দেবো।

শান্তি। কে আপনি?

মহাপুরুষ। বিসর্জ্জন।

শান্তি। বিসর্জ্জন?

মহাপুরুষ। ভয় পেও না, মা। শান্তির আমি বিসর্জ্জন নই—সমস্ত অশান্তির বিসর্জ্জন। এস।

[উভয়ের প্রস্থান

২। অপরাংশ

মুমূর্ষু রক্তাক্ত জীবানন্দের ভগ্ন অসিতে ভর দিয়া প্রবেশ

জীবানন্দ। না না আমি যাবোনা—আমি যাবোনা। এমন আলো

হাসি ভরা বাংলা মাকে ছেড়ে আমি যাবোনা। না না কোথাও আমি যাবোনা। (পড়িয়া গেল) কে? কে তুমি আমাকে এভাবে আকর্ষণ করছ? ওগো ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও—আঃ—না-রা-য়-ণ।

নিরব নিথর হইয়া গেল। একটা করুণ সুর ধীরে ধীরে বাজিতে লাগিল। ক্ষণপরে শান্তি ও মহাপুরুষের প্রবেশ

মহাপুরুষ। ঐ তোমার স্বামী।

শান্তি। স্বামী! স্বামী!

বুকে লুটাইয়া পড়িল

এ কি! এযে সব শেষ!......স্বামী!

মহাপুরুষ। কেঁদনা মা। ভাল করে দেখ জীবানন্দ মৃত না জীবিত?

শান্তি। নেই—নেই।

মহাপুরুষ। নাড়ী দেখ—বুকে হাত দিয়ে দেখ।

শান্তি। সব স্তব্ধ!

মহাপুরুষ। তুমি ভয়ে হতাশ হয়েছে। তাই বুঝতে পাচ্ছনা। (জীবানন্দের দেহে হাত রাখিয়া) দেখ, দেহে এখনও তাপ রয়েছে।

শান্তি। তাইতো! কি আশ্চর্য্য! এই যে মৃদু নিঃশ্বাস বইছে। নাড়ীর গতিও চঞ্চল। ঠাকুর—ঠাকুর, প্রাণ দিলে—না—আবার ফিরে এলো?

মহাপুরুষ। তাও কি হয় মা? জীবন গেলে আর সে দেহে ফিরে আসে না। নাও মা, আমার এই কমুণ্ডলস্থিত মন্ত্রপূত বারি নিয়ে ওর চোখে মুখে সিঞ্চন কর। আমি আসছি।

শান্তি জীবানন্দের মুখে জল সিঞ্চন করিতে লাগিল। ক্ষণপরে মহাপুরুষ কিছু লতা পাতা আনিয়া রস বাহির করিয়া জীবানন্দের ক্ষত মুখে প্রলেপ দিলেন—কিছু মুখে আঙ্গুল দিয়া প্রবেশ করাইয়া দিলেন

মহাপুরুষ। দেখ, জীবনের সমস্ত লক্ষণ ওঁর দেহে ফুটে উঠেছে। ওঠ বৎস, আমার তপঃ শক্তি প্রভাবে তুমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে আরোগ্য লাভ কর। হরে মুরারে।

জীবানন্দ উঠিয়া বসিল

জীবানন্দ। হরে মুরারে। একি শান্তি! কার জয় হলো?

[মহাপুরুষের প্রস্থান

শান্তি। তোমারই জয়। এই মহাপুরুষকে প্রণাম কর।

জীবানন্দ। কই—কোথায় সে মহাত্মা?

শান্তি। তাইতো। মুহূর্ত্তে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

জীবানন্দ। ভগবানের অনুগ্রহ রূপধারণ করে এসে আমার মৃত দেহে জীবন সঞ্চার করে গেল। বল হরে মুরারে।

শান্তি। হরে মুরারে।

জীবানন্দ। কি আশ্চর্য্য! আমার দেহে বর্ত্তমানে কিছু মাত্র গ্লানি নেই। চল সন্তানদের উৎসবে যোগদান করিগে।

শান্তি। আর ওখানে নয় স্বামী। মায়ের কার্য্যোদ্ধার হয়েছে। এ দেশ সন্তানদের কবলিত হয়েছে। এবার আমাদের বিদায়।

জীবানন্দ। সে কি শান্তি। যা কেড়ে নিয়েছি—তা বাহুবলে রক্ষা করতে হবে।

শান্তি। তার জন্য মহেন্দ্র আছে—প্রভু সত্যানন্দ আছেন। সন্তানের কাছে আমরা মৃত।

জীবানন্দ। তাহলে কি আমাকে গৃহে ফিরে যেতে বল?

শান্তি। গৃহে নয় স্বামী। চির ব্রহ্মচারী হয়ে এবার আমরা তীর্থের পথে যাত্রা করবো।

জীবানন্দ। তারপর?

শান্তি। তারপর হিমালয়ের উপর কুটীর নির্ম্মান করে দেব

আরাধনা করবো। প্রার্থনা করবো সেই সর্ব্ব নিয়ন্তা ভগবানের কাছে যাতে দেশের মঙ্গল হয়, মানুষ আবার সত্যের সন্ধান পেয়ে মানুষ হয়ে ওঠে।

শান্তির হাত ধরিয়া জীবানন্দ ও শান্তি গাহিল

জীবানন্দ ও শান্তি। **গীত**

হরে মুরারে মধু কৈটভারে
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ সৌরে।

[গাহিতে গাহিতে প্রস্থান

সত্যানন্দের প্রবেশ

সত্যানন্দ। এতদিনে আমার স্বপ্ন ও সাধনা পূর্ণ হয়েছে। সারা দেশে আজ আমাদের বাধা দেবার কেউ নেই। সোনার বাংলায় এবার এক নূতন প্রেমের সাম্রাজ্য গড়ে উঠবে। সেখানে উৎপীড়িত কেউ থাকবে না—অনাহারে কেউ মরবে না—চোখের জলে কোন নারী আর দীর্ঘশ্বাস ফেলবে না। কিন্তু আজ মাঘী পূর্ণিমা। প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই আমার বিসর্জ্জন।

মহাপুরুষের প্রবেশ

মহাপুরুষ। তুমি প্রস্তুত, সত্যানন্দ?

সত্যানন্দ। প্রস্তুত। কিন্তু প্রভু, যে মুহূর্ত্তে যুদ্ধ জয় করে সনাতন ধর্ম্ম নিষ্কণ্টক হলো—ঠিক সেই মুহূর্ত্তে আমার প্রতি এ বিসর্জ্জনের আদেশ কেন?

মহাপুরুষ। তোমার কার্য্য শেষ। অত্যাচারীর ধ্বংস হয়ে গেছে। আর তোমার কোন কার্য্য নেই।

সত্যানন্দ। কিন্তু এখনো ইংরেজ কোলকাতায় প্রবল। হিন্দু রাজ্য এখনো স্থাপিত হয়নি।

মহাপুরুষ। হিন্দুরাজ্য এখনও স্থাপিত হবে না।

সত্যানন্দ। সেকি! তবে এই রক্তপাত কি ব্যর্থ হয়ে যাবে?

মহাপুরুষ। না, সত্যানন্দ। দেশের জন্য রক্তপাত কখনও ব্যর্থ হয়না। তোমাদের আন্তরিক প্রচেষ্টা, এই রক্তদান ভারতকে মুক্তির সন্ধান দেবে। তারই প্রেরণায় আজ হতে দুশো বৎসর পর ভারত আবার পূর্ণ স্বাধীন হবে।

সত্যানন্দ। দু'শো বৎসর।

মহাপুরুষ। হ্যাঁ। গণজাগরণ না হলে দেশোদ্ধার হয়না। সন্তানের বলবীর্য্যে উত্তরবঙ্গ শত্রু কবল মুক্ত হলেও সারা দেশ এখনো ঘুমিয়ে। তারা না জাগলে স্বাধীনতা আসবে না।

সত্যানন্দ। কি করে জাগবে?

মহাপুরুষ। পরাধীনতার কশাঘাতে ভারতের পঙ্গু মনে ধীরে ধীরে সারা দেশ জেগে উঠবে! তোমাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত দেশ বার বার বিদ্রোহ করবে—বার বার আঘাতে জর্জ্জরিত হবে। তারপর একদিন পূণ্যময় প্রভাতে ভারতের গণজাগরণ হবে। লাঞ্ছিতা ভারতমাতা পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করবে।

সত্যানন্দ। প্রভু!

মহাপুরুষ। আর বিলম্ব নয় বৎস। পূর্ণিমার চাঁদ অস্তাচলে ঢলে পড়েছে। বিসর্জ্জনের লগ্ন বয়ে যায়। এস বৎস, আমার হাত ধরে হিমালয়ের শিখরে মাতৃমন্দিরে বসে নূতন করে মাতৃরূপ দেখবে।

সত্যানন্দ। আমার আনন্দ মঠ?

মহাপুরুষ। তোমার সীমাবদ্ধ আনন্দ মঠ সেই দিনই সার্থক হবে—যেদিন সারা দেশে প্রত্যেকটি গৃহ **আনন্দ মঠে** পরিণত হবে।

[সত্যানন্দের হাত ধরিয়া প্রস্থান

যবনিকা পতন